



জামে
আত-তিরমিযী

৪র্থ খণ্ড

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)
জামে আত-তিরমিযী
[চতুর্থ খণ্ড]

جامع الترمذی

অনুবাদ
মুহাম্মাদ মূসা
মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান

সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭

সেলস এন্ড সার্কুলেশন :

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৭

চতুর্থ : শাবান ১৪৩৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

জুন ২০১৪

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

Jame At-Tirmizi (Vol. 4) Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition December 1997 4th Edition June 2014 Price Taka 320.00 only.

প্রসঙ্গ কথা

আল্লাহ জালা শানুহর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন ওয়া খাতামান নাবিয়্যীনের প্রতি। তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমাত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীস বিশারদগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ ও তার চর্চা যুগ যুগান্তরে অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাধনাকে কবুল করুন এবং একে উম্মাতের হেদায়াতের উপায় বানিয়ে দিন।

অনুবাদ গ্রন্থখানির হাদীস বিন্যাসে প্রধানত মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইবরাহীম আতওওয়াহ ইওয়াদ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তিরমিযীর মূল পাঠ গ্রহণ করেছে এবং কঠিন শব্দের বিশ্লেষণে হাফেজ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র)-এর তুহফাতুল আহওয়ায়ী শীর্ষক তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ অনুসরণ করেছে। হাদীসের পরিচয়, হাদীসের পরিভাষা এবং ইমাম তিরমিযীর নিজস্ব বিশেষ কতিপয় পরিভাষার জন্য প্রথম খণ্ডের “প্রসঙ্গ কথা” শীর্ষক ভূমিকা দেখা যেতে পারে। অত্র খণ্ডে ব্যক্তি নামের পরে ও হাদীসের শেষে ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

অনু.=অনুবাদক

বা=বায়হাকীর সুনানুল কুবরা

(আ)=আলাইহিস সালাম

বু=সহীহ আল-বুখারী

আ=মুসনাদে আহমাদ

মা=মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

ই=সুনান ইবনে মাজা

মু=সহীহ মুসলিম

কু=দারুল কুতনী

(র)=রহমাতুল্লাহ আলাইহি/রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি

দা=সুনান আবু দাউদ

(রা)=রাদিয়াতুল্লাহ আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহম

দার=সুনানুদ দারিমী

(সা)=সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

না=সুনান নাসাঈ

হা=আল-মুসতাদরাক হাকেম নীশাপুরী।

হাদীসের শেষে যুক্ত শব্দসংকেতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা উল্লেখিত গ্রন্থেও একই সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। বিশেষত গবেষকদের সুবিধার জন্যই আমি এই শ্রম স্বীকার করেছি। হাদীসের যথসাধ্য নির্ভুল অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি কোনরূপ ভুল পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হলে তা প্রকাশক অথবা অনুবাদকদ্বয়কে অবহিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। অনুচ্ছেদের অধীনে বন্ধনীর মদ্যে উল্লেখিত শিরনাম সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই খেদমতটুকু আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এর দ্বারা তাঁর বান্দাগণকে হেদায়াতের পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ মুসা

গ্রাম : শৌলা,

পোস্ট : কালাইয়া

জিলা : পটুয়াখালী

সূচীপত্র

অধ্যায় ৪ ২৮

আবওয়াবুত তিব্ব

(চিকিৎসা)

১. রুগ্ন অবস্থায় সংযত পানাহার ১
২. চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা ৩
৩. রোগীর পথ্য ৩
৪. রোগীকে জোরপূর্বক পানাহার করানো নিষেধ ৪
৫. কালিজিরার বর্ণনা ৪
৬. উটের পেশাব পান করা সম্পর্কে ৫
৭. বিষপানে বা অন্য কিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করলে ৫
৮. নেশা জাতীয় জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা নিষেধ ৭
৯. নস্য (নাক দিয়ে ব্যবহার্য ঔষধ) ইত্যাদি সম্পর্কে ৭
১০. দাগ লাগানো (উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা শরীর দক্ষ করা) নিষেধ ৮
১১. উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দক্ষ করার অনুমতি সম্পর্কে ৯
১২. রক্তমোক্ষণ ৯
১৩. ঔষধ হিসাবে মেহেদীর ব্যবহার ১১
১৪. ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি মাকরুহ ১২
১৫. ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির অনুমতি সম্পর্কে ১২
১৬. সূরা ফালাক ও সূরা নাস দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা ১৩
১৭. বদনজরে ঝাড়ফুঁক করা ১৪
১৮. হাসান-হুসাইন (রা)-কে ঝাড়ফুঁক ১৪
১৯. বদনজর সত্য এবং এজন্য গোসল করা ১৫
২০. ঝাড়ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা ১৬
২১. ঝাড়ফুঁক ও ঔষধের বর্ণনা ১৮
২২. আজওয়া খেজুর ও ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) সম্পর্কে ১৯
২৩. গণকের পারিশ্রমিক ২০
২৪. তাবিজ ইত্যাদি লটকানো মাকরুহ ২১
২৫. পানি ঢেলে জ্বর ঠাণ্ডা করা ২১
২৬. (জ্বর ও বেদনা উপশমের দোয়া) ২২
২৭. দুগ্ধবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করা ২৩
২৮. নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহের ঔষধ ২৪
২৯. দোয়া পড়ে ব্যথার উপর হাত বুলানো ২৫
৩০. সোনামুখী গাছ ও এর পাতা ২৫
৩১. মধু সম্পর্কে ২৬

৩২. (রোগীর জন্য দোয়া তার রোগমুক্তির কারণ হয়) ২৭
৩৩. (জ্বরের তদবীর) ২৭
৩৪. রক্ত প্রবাহ বন্ধের জন্য ছাই দেয়া ২৮
৩৫. (রুগ্ন ব্যক্তিকে বেঁচে থাকায় আশান্বিত করা) ২৯

অধ্যায় : ২৯

আবওয়াবুল ফারাইদ (ফারাইয়)

১. মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য ৩০
২. ফারাইয় শিক্ষা করা ৩০
৩. পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের অংশ ৩১
৪. ঔরসজাত কন্যার সাথে পৌত্রীর মীরাস ৩২
৫. সহোদর ভাইদের মীরাস ৩৩
৬. কন্যাদের সাথে পুত্রদের মীরাস ৩৪
৭. বোনদের মীরাস ৩৪
৮. আসাবার মীরাস ৩৫
৯. পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ ৩৬
১০. দাদী-নানীর অংশ ৩৭
১১. দাদীর পুত্রের সাথে একত্রে দাদীর মীরাস ৩৯
১২. মামার মীরাস ৩৯
১৩. ওয়ারিসহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে ৪০
১৪. মুক্তদাসের উত্তরাধিকার ৪১
১৫. মুসলমান ও কাফের পরস্পরের ওয়ারিসী স্বত্ব বাতিল ৪১
১৬. হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে ৪৩
১৭. স্বামীর দিয়াতে স্ত্রীর ওয়ারিসী স্বত্ব ৪৩
১৮. মীরাস ওয়ারিসদের প্রাপ্য এবং আকিলা আসাবাদের উপর ৪৪
১৯. যে ব্যক্তি কারো হাতে মুসলমান হয় তার মীরাস সম্পর্কে ৪৪
২০. ওয়ালাআর ওয়ারিস কে হবে? ৪৬
২১. ওয়ালাআর উপর মহিলাদের মীরাসি স্বত্ব ৪৬

অধ্যায় : ৩০

আবওয়াবুল ওয়াসিয়াত (ওসিয়াত)

১. তিনের-একাংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত সীমাবদ্ধ ৪৭
২. ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন ৪৮
৩. ওসিয়াত করার জন্য উৎসাহ প্রদান ৪৯

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত করেননি ৫০
৫. ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা জায়েয নেই ৫০
৬. ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে দেনা পরিশোধ করতে হবে ৫২
৭. মৃত্যুর সময় কেউ দান-খয়রাত করলে বা গোলাম আযাদ করলে ৫৩
৮. আযাদকারী ওয়ালাআর স্বত্বাধিকারী ৫৩

অধ্যায় : ৩১

আবওয়াবুল ওয়ালাআ ওয়ালা হিবা (ওয়ালাআ ও হেবা)

১. যে আযাদ করে সে-ই ওয়ালাআর মালিক ৫৫
২. ওয়ালাআ-স্বত্ব বিক্রয় করা বা হেবা করা নিষেধ ৫৫
৩. নিজের মনিব অথবা পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের মনিব অথবা পিতা বলে দাবি করা ৫৬
৪. কোন ব্যক্তি নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে ৫৭
৫. চেহারা ও গঠন-প্রকৃতি দেখে বংশ নির্ণয় (কিয়াফা) ৫৮
৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপটোকন আদান-প্রদানে উৎসাহ দিতেন ৫৯
৭. দান করে তা ফেরত নেয়া আপত্তিকর ৫৯

অধ্যায় : ৩২

আবওয়াবুল কাদর (তাকদীর)

১. তাকদীর সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করা নিষেধ ৬১
২. আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক ৬১
৩. সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ৬২
৪. আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল ৬৪
৫. প্রত্যেক শিশু প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে ৬৫
৬. দোয়া ব্যতীত তাকদীর রদ হয় না ৬৬
৭. সমস্ত অন্তর আল্লাহর দুই আংগুলের মাঝে অবস্থিত ৬৬
৮. আল্লাহ বেহেশতী ও দোযখীদের জন্য একটি করে কিতাব লিখে রেখেছেন ৬৭
৯. রোগ সংক্রমণ, পেঁচকের ডাক বা সফর মাস সম্পর্কে অশুভ ধারণা ঠিক নয় ৬৯
১০. তাকদীর ও তার ভালো-মন্দের উপর ঈমান ৬৯
১১. যার যেখানে মৃত্যু অবধারিত, সেখানেই তার মৃত্যু হবে ৭১
১২. ঝাড়ফুক বা ঔষধ কোন কিছুই আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না ৭২
১৩. তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারিয়াদের সম্পর্কে ৭২

১৪. (বার্ষিক্য ও মৃত্যুর বিপদ অনতিক্রম্য) ৭৩
১৫. আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা ৭৩
১৬. (তাকদীর অবিশ্বাসীদের পরিণতি) ৭৪
১৭. (তাকদীর অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ ও নবীগণের অভিসম্পাত) ৭৫
১৮. (আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে) ৭৭

অধ্যায় : ৩৩

আবওয়ালুল ফিতান (কলহ ও বিপর্যয়)

১. তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত হালাল নয় ৭৯
২. পরস্পরের জীবন ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম ৮০
৩. এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভীতি প্রদর্শন করা বৈধ নয় ৮১
৪. মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কোন ব্যক্তির তরবারি দ্বারা ইশারা করা ৮১
৫. কোষমুক্ত অবস্থায় তরবারির আদান-প্রদান নিষেধ ৮২
৬. যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে সে মহামহিম আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকে ৮২
৭. সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা ৮৩
৮. অন্যায় কাজ প্রতিরোধ না করা হলে আযাব নাযিল হয় ৮৫
৯. সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ৮৬
১০. একটি স্বৈরাচারী সামরিক বাহিনী ধ্বংসে যাবে ৮৭
১১. হাতের শক্তি অথবা ভাষা অথবা অন্তর দ্বারা হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে ৮৭
১২. একই বিষয় সম্পর্কে ৮৮
১৩. স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ ৮৯
১৪. উম্মাতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি দোয়া ৮৯
১৫. ফিতনায় পতিত ব্যক্তি সম্পর্কে ৯১
১৬. জিহ্বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক ৯২
১৭. আমানতদারি থাকবে না ৯২
১৮. তোমরা তো তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অবলম্বন করবে ৯৩
১৯. হিংস্র জন্তু কথা বলবে ৯৪
২০. চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে ৯৫
২১. ভূমিধ্বংস প্রসঙ্গে ৯৫
২২. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৯৮
২৩. ইয়াজ্জ ও মাজ্জের আত্মপ্রকাশ ৯৮
২৪. মারিকা অর্থাৎ খারিজীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ৯৯
২৫. স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্ব দেখা দিবে ১০০

২৬. কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের অবহিত করেছেন ১০১
২৭. সিরিয়াবাসীদের সম্পর্কে ১০৪
২৮. আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না ১০৫
২৯. এমন এক বিপর্যয়কর যুগ আসবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে ভাল (নিরাপদ) থাকবে ১০৫
৩০. অচিরেই অন্ধকার রাতের টুকরার মত বিপর্যয় দেখা দিবে ১০৬
৩১. ব্যাপক গণহত্যা চলাকালে ইবাদত-বন্দেগীতে লিগু থাকা ১০৮
৩২. বিপর্যয়কালে কাঠের তরবারি ধারণ ১০৯
৩৩. কিয়ামতের শর্তাবলী (আলামত) প্রসঙ্গে ১১০
৩৪. (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর নিকৃষ্টতর হবে) ১১১
৩৫. (নিকৃষ্ট লোকেরা জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী হবে) ১১২
৩৬. (জমীন তার অভ্যন্তরস্থ সম্পদ উদগীরণ করে দিবে) ১১২
৩৭. (আমার উম্মাতের মধ্যে ১৫টি অসৎ কাজের প্রসার হলে তাদের উপর গম্ব নাযিল হবে) ১১৩
৩৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : আমার ধ্বংস ও কিয়ামত এই দুই আগুলের মত কাছাকাছি ১১৬
৩৯. তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ ১১৭
৪০. কিসরার পতনের পর আর কোন কিসরা হবে না ১১৭
৪১. হিজায়ের দিক থেকে একটি অগুৎপাত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ১১৮
৪২. কতিপয় ডাহা মিথ্যাবাদীর (নুবুওয়াতের দাবিদারের) আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ১১৮
৪৩. সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যুক ও এক নরঘাতকের আবির্ভাব হবে ১১৯
৪৪. তৃতীয় যুগের বর্ণনা ১২০
৪৫. খলীফাগণ সম্পর্কে ১২১
৪৬. (যে আল্লাহর নিযুক্ত শাসককে অপমান করে) ১২২
৪৭. খিলাফত প্রসঙ্গে ১২২
৪৮. কিয়ামত পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলীফা হবে ১২৪
৪৯. (জাহুজাহু নামীয় মুক্তদাসের রাজ্যাধিকারী হওয়া) ১২৪
৫০. পথভ্রষ্টকারী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ১২৫
৫১. ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে ১২৫
৫২. ইসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কে ১২৭
৫৩. দাজ্জাল প্রসঙ্গে ১২৭
৫৪. দাজ্জালের আবির্ভাবের লক্ষণ ১২৮
৫৫. দাজ্জাল কোথা থেকে আবির্ভূত হবে? ১৩০

৫৬. দাজ্জাল আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ ১৩০
৫৭. দাজ্জালের অনাচার ১৩১
৫৮. দাজ্জালের পরিচয় ১৩৬
৫৯. দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না ১৩৬
৬০. ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন ১৩৭
৬১. (কানা দাজ্জালের কপালে 'কাফের' লেখা থাকবে) ১৩৮
৬২. ইবনে সাইয়্যাদ প্রসঙ্গে ১৩৮
৬৩. (শত বছর পর কেউ আর থাকবে না) ১৪৪
৬৪. বায়ুকে গালি দেয়া নিষেধ ১৪৫
৬৫. (জাসাসা ও দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি ঘটনা) ১৪৬
৬৬. (সামর্থ্য বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হওয়া অনুচিত) ১৪৭
৬৭. (যালেম ও ময়লুমকে সাহায্য করা) ১৪৮
৬৮. (তিন কাজে তিন ফল) ১৪৮
৬৯. (ফেতনার বন্ধ দরজা ভেঙ্গে যাবে) ১৪৯
৭০. (শাসকের অন্যায়ে সমর্থন করা ও না করার পরিণাম) ১৫০
৭১. (উত্তম লোক ও নিকৃষ্ট লোক) ১৫১
৭২. উত্তম লোকের উপর দুষ্টি লোকের কর্তৃত্ব ১৫২
৭৩. (যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক নিয়োগ করে) ১৫৩
৭৪. (উত্তম শাসক ও নিকৃষ্ট শাসক) ১৫৩
৭৫. (শাসকের অন্যায়ে কাজের প্রতিবাদ করতে হবে) ১৫৪
৭৬. (কর্তব্যকর্মের এক-দশমাংশ ত্যাগ করলেই ধ্বংস) ১৫৫

অধ্যায় : ৩৪
আবওয়াবুর স্বপ্ন
(স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য)

১. মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ ১৫৭
২. নুবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গেছে এবং সুসংবাদ প্রদানের ধারা অব্যাহত আছে ১৫৮
৩. আল্লাহর বাণী : পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ ১৫৯
৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে ১৬০
৫. কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার করণীয় ১৬০
৬. স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ১৬১
৭. (জ্ঞানী ব্যক্তি বা প্রিয়জনের নিকট স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে) ১৬২

৮. কেউ যদি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বলে ১৬৩
৯. স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধপান ও জামা দর্শন ১৬৪
১০. স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়িপাল্লা ও বালতি দর্শন ১৬৫

অধ্যায় : ৩৫
আবওয়াবুশ শাহাদা
(সাক্ষ্য প্রদান)

১. সাক্ষীগণের মধ্যে কে উত্তম? ১৭২
২. (যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়) ১৭৩

অধ্যায় : ৩৬
আবওয়াবুয যুহুদ
(পার্শ্বিক ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

১. সুস্বাস্থ্য ও সুসময় দুইটি মূল্যবান ঐশ্বর্য ১৭৮
২. নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগকারী অধিক ইবাদতকারী ১৭৮
৩. সৎকাজের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া ১৭৯
৪. মৃত্যুর স্মরণ ১৮০
৫. কবরের আযাবকে ভয় করা ১৮১
৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন ১৮১
৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছেন ১৮২
৮. আল্লাহ্র ভয়ে কান্নাকাটি করার ফযীলাত ১৮৩
৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে ১৮৩
১০. কেউ যদি লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে ১৮৪
১১. বেহুদা কথা বলা ১৮৫
১২. স্বল্পভাষী হওয়া ১৮৭
১৩. আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার মূল্যহীনতা ও তুচ্ছতা ১৮৭
১৪. দুনিয়া অভিশপ্ত ১৮৮
১৫. একই বিষয় ১৮৯
১৬. দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত ১৮৯
১৭. দুনিয়ার দৃষ্টান্ত চারজন লোকের অনুরূপ ১৯০
১৮. দুনিয়ার চিন্তা ও পার্শ্বিক মোহ ১৯১
১৯. একজন খাদেম ও একটি পরিবহনই যথেষ্ট ১৯২
২০. সম্পদ দুনিয়ামুখী করে ১৯২
২১. ঈমানদারের দীর্ঘায়ু ১৯৩

২২. দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমলের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম ১৯৩
২৩. এ উন্মাতের গড় আয়ু ষাট ও সন্তরের মাঝামাঝি হবে ১৯৪
২৪. যমানা নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাবে ১৯৪
২৫. দুনিয়াতে আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা ১৯৪
২৬. এই উন্মাতের লোক ধন-সম্পদের পরীক্ষায় নিপতিত হবে ১৯৬
২৭. কোন মানুষের দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ থাকলেও সে তৃতীয়টি কামনা করবে ১৯৬
২৮. দু'টি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবকে পরিণত হয় ১৯৭
২৯. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ১৯৮
৩০. (বাসস্থান, বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়ের অধিকার) ১৯৮
৩১. (দান-খয়রাত ও ভোগ-ব্যবহারকৃত সম্পদ) ১৯৯
৩২. (দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম) ১৯৯
৩৩. (তোমরা যদি যথার্থই আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হতে) ২০০
৩৪. (যে ব্যক্তি সপরিবারে নিরাপদে ভোরে উপনীত হয়) ২০১
৩৫. (প্রয়োজনের ন্যূনতম পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা) ২০১
৩৬. দারিদ্র্যের ফযীলাত ২০৩
৩৭. দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের আগে বেহেশতে যাবেন ২০৪
৩৮. (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা) ২০৬
৩৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা ২১০
৪০. মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য ২১৬
৪১. (নিজের মাল গ্রহণ করা) ২১৭
৪২. (দিরহাম ও দীনারের দাসরা অভিশপ্ত) ২১৭
৪৩. (সম্পদ ও প্রতিপত্তির মোহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে) ২১৮
৪৪. (পার্শ্ব জীবন ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী) ২১৮
৪৫. (ভেবে-চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করবে) ২১৯
৪৬. (তিনটি জিনিস মৃতের সাথে যায়, দু'টি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়) ২১৯
৪৭. অতি ভোজন নিন্দনীয় ২২০
৪৮. প্রদর্শনেচ্ছা ও যশের আকাঙ্ক্ষা ২২০
৪৯. (জুকুল হযন উপত্যকা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা) ২২৫
৫০. একান্ত গোপনে আমল করা ২২৫
৫১. যে যাকে ভালোবাসে (কিয়ামতের দিন) সে তার সাথী হবে ২২৬
৫২. আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ ২২৮
৫৩. পাপ ও পুণ্যের কাজ সম্পর্কে ২২৮
৫৪. আল্লাহ্র জন্যই ভালোবাসা ২২৯
৫৫. (ভালোবাসার কথা অবহিত করা) ২৩০
৫৬. চাটুকারিতা ও চাটুকার নিন্দনীয় ২৩১
৫৭. ঈমানদার লোকের সংসর্গে থাকা ২৩২

৫৮. (বিপদে ধৈর্যধারণ) ২৩৩
 ৫৯. (দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া) ২৩৫
 ৬০. একদল লোক পার্থিব স্বার্থে ধর্মকে প্রতারণার উপায় বানাবে এদের মুখে মিষ্টি বুলি অন্তরে বিষ ২৩৭
 ৬১. রসনা সংযত রাখা বা সংযতবাক হওয়া ২৩৮
 ৬২. (আল্লাহর যিকিরশূন্য কথায় অন্তর কঠোর হয়ে যায়) ২৪০
 ৬৩. (উপকারী কথাই লাভজনক) ২৪১
 ৬৪. (প্রত্যেক দাবিদারের দাবি পূরণ করতে হবে) ২৪১
 ৬৫. (আইশা ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পত্রালাপ) ২৪৩

অধ্যায় ৪ ৩৭

আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক (কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়)

১. হিসাব-নিকাশ ও প্রতিশোধ প্রসঙ্গে ২৪৪
২. কিয়ামতের মাঠে মানুষ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে ২৪৮
৩. হাশরের ময়দানের অবস্থা ২৪৯
৪. আল্লাহর সামনে হাযির করা প্রসঙ্গে ২৫০
৫. একই বিষয় সম্পর্কে ২৫১
৬. একই বিষয় ২৫১
৭. পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পেশ করবে ২৫৩
৮. শিংগার ফুৎকার প্রসঙ্গে ২৫৪
৯. পুলসিরাতের অবস্থা ২৫৫
১০. শাফাআত প্রসঙ্গে ২৫৬
১১. একই বিষয় ২৬০
১২. সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে ২৬১
১৩. (আমি শাফাআতের প্রস্তাবই গ্রহণ করলাম) ২৬৩
১৪. হাওযে কাওসারের বর্ণনা ২৬৩
১৫. হাওযের পানপাত্রের বর্ণনা ২৬৪
১৬. (এই উম্মাতের সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে) ২৬৬
১৭. (কতই না নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি) ২৬৮
১৮. (মুমিন ব্যক্তিকে সাহায্য করার ফযীলাত) ২৬৯
১৯. (ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অক্ষতিকর কাজও ত্যাগ করা) ২৭০
২০. (আমার নিকটে এলে তোমাদের যে অবস্থা হয় তা বজায় থাকলে) ২৭১
২১. (প্রতিটি জিনিসের উত্থান-পতন আছে) ২৭১
২২. (মানুষ কামনা-বাসনা ও বিপদাপদ বেষ্টিত) ২৭২
২৩. (যে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করে) ২৭৫

২৪. (কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত) ২৭৬
২৫. (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়া সম্পর্কে) ২৭৮
২৬. (পার্শ্বব আসক্তি ধ্বংসের কারণ হবে) ২৭৮
২৭. (দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা উত্তম) ২৮০
২৮. (ওজন করায় বরকত চলে গেল) ২৮২
২৯. (যা দান করা হয় তা-ই অবশিষ্ট থাকে) ২৮৩
৩০. (কষ্টের দিন স্বাচ্ছন্দ্যের দিনের চেয়ে উত্তম) ২৮৭
৩১. (আহলে সুফফার মধ্যে দুধ বস্টন) ২৮৮
৩২. (উদর পূর্তি করে আহারকারী কিয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত থাকবে) ২৯১
৩৩. (সাহাবীদের জীর্ণ পোশাক) ২৯১
৩৪. যে ব্যক্তি বিনয়ের পোশাক পরিধান করে ২৯২
৩৫. সব ব্যয় আল্লাহর পথে, ইমারত নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত ২৯২
৩৬. (বস্ত্র দানকারী আল্লাহর হেফাজতে থাকে) ২৯৩
৩৭. (সালামের প্রসার, খাদ্যদান ও গভীর রাতে নামায) ২৯৪
৩৮. (মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের বদান্যতা) ২৯৫
৩৯. (কৃতজ্ঞ ভোজনকারী) ২৯৬
৪০. (যার জন্য দোযখ হারাম) ২৯৬
৪১. (সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রতি মহানবীর সৌজন্য প্রদর্শন) ২৯৭
৪২. (অহংকারীর পরিণতি) ২৯৭
৪৩. (ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা) ২৯৮
৪৪. (আল্লাহ বান্দার তওবায় নিরতিশয় খুশী হন) ৩০২
৪৫. (উত্তম কথা বল অন্যথায় নীরব থাক) ৩০৩
৪৬. (উত্তম মুসলমান) ৩০৪
৪৭. (শুনাহ থেকে তওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ) ৩০৪
৪৮. কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ ৩০৫
৪৯. (ব্যঙ্গ করা বা নকল সাজা নিষেধ) ৩০৬
৫০. (মানুষের সাথে মেলামেশাকারী ও তাদের কষ্ট সহকারী উত্তম) ৩০৭
৫১. (পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন ও বিদেষ বর্জন) ৩০৭
৫২. (দুইটি অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও দেয়া হয়) ৩০৯
৫৩. (দীনের ব্যাপারে উচ্চ স্তরের এবং পার্শ্বব ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা) ৩০৯
৫৪. (মহানবীর সামনে সাহাবীগণের এক অবস্থা এবং পরে অন্য অবস্থা) ৩১১
৫৫. (উট বাঁধ অতঃপর তাওয়াক্কুল কর) ৩১৩

অধ্যায় : ৩৮
আবওয়াবু সিফতিল জান্নাত
(বেহেশতের বিবরণ)

১. বেহেশতের বৃক্ষের বর্ণনা ৩১৭
২. বেহেশত ও তার উপকরণাদির বিবরণ ৩১৮
৩. বেহেশতের প্রাসাদসমূহের বিবরণ ৩২০
৪. বেহেশতের স্তরসমূহের বিবরণ ৩২১
৫. বেহেশতী মহিলাদের বিবরণ ৩২৩
৬. বেহেশতীদের সংগমশক্তি ৩২৫
৭. জান্নাতবাসীগণের বৈশিষ্ট্য ৩২৫
৮. বেহেশতীদের পোশাকের বর্ণনা ৩২৭
৯. বেহেশতের ফলের বর্ণনা ৩২৭
১০. বেহেশতের পাখীর বর্ণনা ৩২৮
১১. বেহেশতের ঘোড়ার বর্ণনা ৩২৯
১২. বেহেশতীদের বয়সের বর্ণনা ৩৩০
১৩. বেহেশতীদের কাতারসমূহের বর্ণনা ৩৩১
১৪. বেহেশতের দরজাসমূহের বর্ণনা ৩৩২
১৫. বেহেশতের বাজার ৩৩৫
১৬. আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ ৩৩৫
১৭. (আল্লাহ তাআলা বেহেশতীগণকে ডেকে বলবেন) ৩৩৮
১৮. বেহেশতীরা স্ব স্ব বালাখানা থেকে পরস্পরকে দেখবে ৩৩৯
১৯. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী আবাস ৩৩৯
২০. জান্নাত শ্রম-সাধনা দ্বারা এবং দোযখ কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা বেষ্টিত ৩৪৩
২১. বেহেশত ও দোযখের বিতর্ক ৩৪৪
২২. অতি সাধারণ বেহেশতীর মর্যাদা সম্পর্কে ৩৪৫
২৩. আয়তলোচনা হুরদের বর্ণনা ৩৪৬
২৪. বেহেশতের বর্ণাসমূহের বর্ণনা ৩৪৭

অধ্যায় : ৩৯
আবওয়াবু সিফাতি জাহান্নাম
(দোযখের বিবরণ)

১. দোযখের বিবরণ ৩৫১
২. দোযখের গহবরের বর্ণনা ৩৫২
৩. দোযখীদের দেহের আকার হবে বিরাট ৩৫৩
৪. দোযখীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ ৩৫৪
৫. দোযখীদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা ৩৫৭

৬. তোমাদের এই (দুনিয়ার) আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ ৩৬০
৭. একই বিষয় ৩৬১
৮. দোযখের দু'টি নিঃশ্বাস রয়েছে এবং তৌহীদে বিশ্বাসীগণকে দোযখ থেকে বের করে আনা সম্পর্কে ৩৬২
৯. দোযখীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ৩৬৮
১০. দোযখে সর্বাধিক লঘু শাস্তি ভোগকারীর অবস্থা ৩৬৯
১১. (বেহেশত ও দোযখের অধিবাসী) ৩৭০

অধ্যায় : ৪০
আবওয়ালু ইমান
(ঈমান)

১. ৩৭০
২. আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যাবৎ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং নামায কয়েম করবে ৩৭১
৩. ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ৩৭২
৪. জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান ৩৭৩
৫. ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সাথে ফরয কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট ৩৭৬
৬. ঈমানের পূর্ণতা ও হ্রাসবৃদ্ধি ৩৭৭
৭. লজ্জা ও সম্ভববোধ ঈমানের অঙ্গ ৩৭৯
৮. নামাযের মাহাত্ম্য ৩৭৯
৯. নামায ত্যাগের পরিণতি ৩৮১
১০. ঈমানের স্বাদ লাভকারী ব্যক্তি ৩৮৩
১১. কোন ব্যক্তি যেনায় লিগু থাকে অবস্থায় মুমিন থাকে না ৩৮৪
১২. যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুমিন ৩৮৬
১৩. ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই অপরিচিত হবে ৩৮৭
১৪. মোনাফিকের আলামত ৩৮৮
১৫. মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী (পাপ) ৩৮৯
১৬. কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কুফরীর অপবাদ দিলে ৩৯০
১৭. “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই” এই সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায় ৩৯১
১৮. এই উম্মাতের অনৈক্য ৩৯৪

অধ্যায় : ৪১
আবওয়ালু ইল্ম
(জ্ঞান)

১. আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন ৩৯৭
২. জ্ঞান সন্ধানের ফযীলাত ৩৯৭

৩. ইল্ম (জ্ঞান) গোপন করা ৩৯৭
৪. জ্ঞান অন্বেষণকারীর সাথে সদ্ভাবহার করা এবং তাদের সদুপদেশ দেয়া ৩৯৯
৫. জ্ঞান উঠে যাওয়া সম্পর্কে ৪০০
৬. যে ব্যক্তি ইল্মের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ অন্বেষণ করে ৪০২
৭. শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া ৪০৩
৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা গুরুতর অপরাধ ৪০৪
৯. যে ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে ৪০৬
১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে যা বলা নিষেধ ৪০৭
১১. ইল্মে হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা ৪০৮
১২. হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে ৪০৮
১৩. বনী ইসরাঈল থেকে কিছু বর্ণনা করা সম্পর্কে ৪১০
১৪. সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ৪১১
১৫. সৎপথে বা ভ্রান্তপথে ডাকার ফলাফল ৪১৩
১৬. সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং বিদআত পরিহার করা ৪১৪
১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা ৪১৭
১৮. মদীনার আলেমদের সম্পর্কে ৪১৭
১৯. ইবাদতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী ৪১৮

অনুবাদ

মুহাম্মাদ মুসা : আবওয়াবুত তিব্ব থেকে আবওয়াবুল ওয়ালাআ ওয়ালা হিবা অধ্যায় পর্যন্ত ।
 মুহাম্মাদ শামসুল আলম : আবওয়াবুল কাদর থেকে আবওয়াবুল ইল্ম অধ্যায় পর্যন্ত
 অনুবাদ করেছেন ।

أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(চিকিৎসা)

অনুচ্ছেদ : ১

ঋগ্ন অবস্থায় সংযত পানাহার ।

১৭৮৫. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٌ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ مَهْ مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقَةٌ قَالَ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سَلْفًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصْبِ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ .

১৯৮৫। উম্মুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে এলেন। তাঁর সাথে আলী (রা)ও ছিলেন। আমাদের খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে লাগলেন। আলী (রা)-ও তাঁর সাথে খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন : হে আলী! খাম, খাম, তুমি তো অসুস্থতাজনিত দুর্বল। রাবী বলেন, আলী (রা) বসে পড়লেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে থাকলেন। আমি (উম্মুল মুনযির) তাদের জন্য বীট এবং বার্লি তৈরি করে আনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আলী! তুমি এটা খেতে পার, এটা তোমার জন্য অধিক উপযোগী (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ফুলাইহ্-এর সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ফুলাইহ্-আইউব ইবনে আবদুর রহমান সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

১৭৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي حَدِيثِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَنْفَعُ لَكَ .

১৯৮৬। উম্মুল মুনযির আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে এলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনার শেষে আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উত্তম ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, আমার নিকট আইউব ইবনে আবদুর রহমান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيْبِدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدَكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ .

১৯৮৭। কাতাদা ইবনুন নোমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমাদের কেউ তার রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে (বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি মাহমূদ ইবনে লাবীদ -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে সুহাইব-উম্মুল মুনযির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আমর ইবনে আবু আমর-আসিম ইবনে উমার ইবনে কাতাদা-মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে কাতাদার উল্লেখ নাই। কাতাদা (রা) আবু সাঈদ আল-খুদরীর বৈপিদ্রেয় ডাই। মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি যুবক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ২

চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

১৭৮৮. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآ تَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ .

১৯৮৮। উসামা ইবনে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুইনরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি (রোগীর) চিকিৎসা করব না? তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ বা নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি (রোগও রেখেছেন নিরাময়ের ব্যবস্থাও করেছেন)। কিন্তু একটি রোগের কোন নিরাময় নেই। সাহাবীগণ বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সে রোগটি কি? তিনি বলেন : বার্ধক্য (আ,দা,না,ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু খিযামা তার পিতার সূত্রে ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

রোগীর পথ্য।

১৭৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ أَنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو أَحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا .

১৯৮৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। তা তৈরি করা হলে তিনি পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিতেন এ থেকে রোগীকে পান করতে। তিনি বলতেন, এটা

দুচ্চিন্তাখস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্রেশ ও দুঃখ দূর করে। যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে থাকে (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ-আবু ইসহাক আত-তালিকানী-ইবনুল মুবারক-ইউনুস-যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪

রোগীকে জোরপূর্বক পানাহার করানো নিষেধ।

১৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرَهُوا مَرَضَكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيَهُمْ .

১৯৯০। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের রোগীদের জোরাঞ্জুরি করে পানাহারে বাধ্য করো না। কেননা প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা তাদের পানাহার করান (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫

কালিজিরার বর্ণনা।

১৯৯১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَرَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامَ الْمَوْتَ .

১৯৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা নিজেদের জন্য এই কালো বীজ (কালিজিরা) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা এর মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় রয়েছে। ‘আস-সাম’ অর্থ ‘মৃত্যু’ (বু, মু, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইবনে উমার ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৬

উটের পেশাব পান করা সম্পর্কে।

১৯৯২. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا .

১৯৯২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায়ে এলে এখানকার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সদাকার উটের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন : তোমরা এর দুধ ও পেশাব পান কর।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৭

বিষপানে বা অন্য কিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করলে।

১৯৯৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا .

১৯৯৩। আবু হুরায়রা (রা) মরফু হিসাবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করল, সে কিয়ামতের দিন ঐ লৌহ অস্ত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে অবিরত এটা নিজের পেটে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং সে অনন্তকাল দোযখে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন সে ঐ বিষ হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে চিরকাল দোযখে থাকবে এবং সর্বদা এই বিষ গলাধঃকরণ করতে থাকবে।

১৯৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِمٍّ قَسَمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا .

১৯৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি লৌহ অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে ঐ অস্ত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে সর্বদা এটা তার পেটের মধ্যে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং চিরকাল দোযখে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে ঐ বিষ হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে এবং চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে সর্বদা দোযখের মধ্যে ঝাপ দিয়ে পড়তে থাকবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে (বু, মু, দা, না)।

মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ওয়াকী-আবু মুআবিয়া-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। এটা প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। একটি সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেন : “যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তাকে দোযখের আগুনে শান্তি দেয়া হবে।” এ সূত্রে, “চিরকাল দোযখে থাকবে এবং দোযখের শান্তি ভোগ করবে” এ কথার উল্লেখ নাই। আবু যমিনাদ তার ওস্তাদ আরাজের সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সব বর্ণনার মধ্যে এটাই অধিকতর সহীহ। কেননা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে : তৌহীদে বিশ্বাসী অপরাধীরা দোযখের শান্তি ভোগ করবে। পরিশেষে তারা দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাতে এ কথার উল্লেখ নাই যে, তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।

১৯৯৫. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السَّمَّ .

১৯৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (আ, ই, দা, হা)।

অনুচ্ছেদ : ৮

নেশা জাতীয় জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা নিষেধ।

১৯৯৬। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ سُؤَيْدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُؤَيْدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا نَتَدَاوَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ .

১৯৯৬। ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সুয়াইদ ইবনে তারিক অথবা তারিক ইবনে সুয়াইদ (রা) তাকে মাদক দ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি এটা ব্যবহার করতে তাকে নিষেধ করেন। তিনি (সুয়াইদ) বলেন, আমরা এটা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা কোন ঔষধ নয়, বরং এটা স্বয়ং একটা রোগ (আ,ই,দা,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মাহমূদ-নাদর ইবনে শুমাইল ও শাবাবা-শোবা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। নাদর (র) প্রশ্নকারী সাহাবীর নাম তারিক ইবনে সুয়াইদ বলেছেন এবং শাবাবা (র) তার নাম সুয়াইদ ইবনে তারিক বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৯

নস্য (নাক দিয়ে ব্যবহার্য ঔষধ) ইত্যাদি সম্পর্কে।

১৯৯৭। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْرِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَادٍ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَّغُوا قَالَ لُدُوهُمْ قَالَ فُلِدُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ .

১৯৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সব ঔষধ তোমরা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, মুখ দিয়ে সেবন করার ঔষধ, রক্তমোক্ষণ ও জ্বালাপ (বিরেচক

ঔষধ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হলে সাহাবীগণ তাঁকে মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করান। তারা অবসর হলে তিনি বলেনঃ এদের সবাইকে লাদু (মুখ দিয়ে সেব্য ঔষধ) সেবন করাও। রাবী বলেন, আব্বাস (রা) ছাড়া সবাইকে লাদু সেবন করানো হয়।

১৯৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ وَخَيْرُ مَا اِكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْأَثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

১৯৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যেসব ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে, লাদু, নস্য, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ। তোমরা যে সুরমা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হচ্ছে ইসমিদ নামক সুরমা। কেননা এটা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার পশম গজায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানী ছিল। তিনি ঘুমানোর পূর্বে তা থেকে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি আব্বাস ইবনে মানসুর (র) বর্ণিত হাদীস।

অনুচ্ছেদঃ ১০

দাগ লাগানো (উত্তণ্ড লৌহ দ্বারা শরীর দৃষ্ট করা) নিষেধ।

১৯৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكِيِّ قَالَ فَايْتَلِينَا فَاكْتَرَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أُنْجِحْنَا .

১৯৯৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরে উত্তণ্ড লৌহ দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমরা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে উত্তণ্ড লৌহ দ্বারা দাগ লাগাই তখন ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছুই পাই না (আ, ই, দা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২০০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَيْتَنَا عَنِ الْكَلْبِيِّ .

২০০০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে শরীরে উত্তণ্ড লোহা দ্বারা দাগ লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১১

উত্তণ্ড লৌহ দ্বারা দণ্ড করার অনুমতি সম্পর্কে।

২০০১. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّرُوكَةِ .

২০০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে যুরারার বিছার কামড় অথবা চর্ম প্রদাহরোগে (Erysipelas) উত্তণ্ড লোহা দিয়ে দণ্ড করেছিলেন।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে উবাই ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১২

রক্তমোক্ষণ।

২০০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَ كَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاحِدِي وَعِشْرِينَ .

২০০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি মাসের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাতেন (দা,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২০০৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرْ عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ أَنْ مَرُّ أُمَّتِكَ بِالْحِجَامَةِ .

২০০৩। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত সম্পর্কে বলেছেন যে, এ রাতে তিনি ফেরেশতাদের যে দলের সামনে দিয়েই অতিক্রম করেছেন তারা বলেছেন, “আপনার উম্মাতকে রক্তমোক্ষণ করানোর নির্দেশ দিন” (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও ইবনে মাসউদ (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

২০০৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غَلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَامُونَ فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغْلَانِ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ وَ وَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَ يَحْجُمُ أَهْلَهُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ الْعَبْدُ الْحَجَامُ يَذْهَبُ الدَّمُ وَيُخَفُّ الصُّلْبُ وَيَجْلُو عَنِ الْبَصْرِ وَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَالَ إِنْ خَيْرٌ مَا تَحْتَجْمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ أَحْدَى وَعَشْرِينَ وَقَالَ إِنْ خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللُّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَهُ الْعَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَدُنِّي فَكُلْتُمْ أَمْسَكُوا فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِّنْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ عَمِّ الْعَبَّاسِ قَالَ عَبْدُ قَالَ النَّضْرُ اللَّدُودُ الْوَجُورُ .

২০০৪। ইকরিমা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র তিনটি গোলাম ছিল। এরা রক্তমোক্ষণের কাজ করত। এদের মধ্যে দু'টি গোলাম তার ও পরিবারের আয়ের জন্য অর্থের বিনিময়ে রক্তমোক্ষণ করত এবং অপরটি ইবনে আব্বাস (রা) ও তার পরিবারের লোকদের রক্তমোক্ষণ করত। রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রক্তমোক্ষণে অভিজ্ঞ দাস কতইনা ভাল! সে খারাপ রক্ত বের করে দিয়ে (উপার্জনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমনকালে তিনি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেন তারা বলেন, “আপনি অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করাবেন”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে তোমাদের রক্তমোক্ষণ করানো উত্তম। তিনি আরো বলেছেন : তোমরা যেসব ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, লাদু, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ। আব্বাস (রা) ও তার সংগীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কে আমাকে ঔষধ সেবন করিয়েছে? সবাই এ কথায় চুপ থাকলেন। তিনি বলেন, ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে তাদের মধ্যে তাঁর চাচা আব্বাস (রা) ছাড়া আর সবাইকে লাদু পান করানো হবে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আব্বাস ইবনে মানসূরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নাদরের মতে লাদু ও ওয়াজুর সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

ঔষধ হিসাবে মেহেদীর ব্যবহার।

২০০৫। حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدِ الْحِطَّاطُ حَدَّثَنَا فَائِدُ مَوْلَى لِأَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةً وَلَا نَكْبَةً إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ .

২০০৫। আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে যখনই তরবারি বা দা-এর আঘাতে জখম হত, তিনি তাতে মেহেদী লাগিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন (ই)।

আবু ঙ্গসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল ফাইদের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কেউ কেউ এই হাদীস ফাইদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আলী-তার দাদী সালমা থেকে বর্ণিত। সনদসূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবনে আলী উল্লেখ করাই সহীহ, মতান্তরে সালমা। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-যাইদ ইবনুল হুবাব-উবাইদুল্লাহ ইবনে আলীর মুক্তদাস যাইদ-তার দাদী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি মাকরুহ।

২০০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَفَّانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِيَ مِنَ التَّوَكُّلِ .

২০০৬। আফ্ফান ইবনুল মুগীরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুগীরা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (শরীরে) দাগ নেয় অথবা ঝাড়ফুঁক করায় সে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা) থেকে বিচ্যুত হয়েছে (আ,না,ই,হা)।

আবু ঙ্গসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির অনুমতি সম্পর্কে।

২০০৭. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرْثِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ .

২০০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর, বদনজর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি (pimple) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

২০০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ وَابْنُ نَعِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرْثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحَمَةِ وَالنَّمْلَةِ .

২০০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর ও ফুসকুড়ির ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমার মতে এ হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইমরান ইবনে হুসাইন, জাবির, আইশা, তালক ইবনে আলী, আমর ইবনে হায়ম ও আবু খিয়ামা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

২০০৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَرْقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْحُمَةٍ .

২০০৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বদনজর ও জ্বর ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ঝাড়ফুঁক জায়েয নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হুসাইন-শাবী-বুরাইদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

সূরা ফালাক ও সূরা নাস দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা।

২০১০. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمَزْنِيُّ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى تَزَلَّتِ الْمُعْوَدَتَانِ فَلَمَّا نَزَلْنَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَأْسُوَاهُمَا .

২০১০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হলে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলো ত্যাগ করেন (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

বদনজরে ঝাড়ফুক করা।

২০১১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهُوَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَكَدَّ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرَ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ .

২০১১। উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাফরের সন্তানদের দ্রুত বদনজর লেগে যায়। আমি কি তাদের ঝাড়ফুক করতে পারি? তিনি বলেন : হাঁ। কেননা যদি কোন জিনিস তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত তবে বদনজরই তা অতিক্রম করতে পারত (আ,ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আইউব-আমর ইবনে দীনার-উরওয়া ইবনে আমের-উবাইদ ইবনে রিফাআ-আসমা বিনতে উমাইস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল (র)-আবদুর রাযযাক-মামার-আইউব (র) সূত্রে এই হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

হাসান-হুসাইন (রা)-কে ঝাড়ফুক।

২০১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنصُورٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّدُ إِسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

২০১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের জন্য এই দোয়া পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : “আমি তোমাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ কল্যাণময় কালামের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান, জীবননাশক বিষ ও অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”। তিনি বলতেন : এভাবে ইবরাহীম (আ) তাঁর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাইলের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনে হারুন ও আবদুর রায়যাক-সুফিয়ান-মানসূর (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

বদনজর সত্য এবং এজন্য গোসল করা।

২০১৩। ২০১৩। হাইয়া ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হাশ্ব বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শাইবান (র) ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর-হাইয়া ইবনে হাবিস-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মুবারক ও হারব ইবনে শাদ্দাদ এতে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

২০১৪। ২০১৪। হাইয়া ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হাশ্ব বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শাইবান (র) ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর-হাইয়া ইবনে হাবিস-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মুবারক ও হারব ইবনে শাদ্দাদ এতে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

২০১৪। ২০১৪। হাইয়া ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হাশ্ব বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শাইবান (র) ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর-হাইয়া ইবনে হাবিস-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মুবারক ও হারব ইবনে শাদ্দাদ এতে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

২০১৪। ২০১৪। হাইয়া ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হাশ্ব বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য।

সক্ষম হত তবে বদনজরই তা অতিক্রম করতে পারত। এ বিষয়ে যদি কেউ তোমাদের গোসল করাতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তোমরা তাতে সম্মত হও (আ,নু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ৪ ২০

ঝাড়ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা।

২০.১৫. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبِاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَةٍ فَتَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمْ الْقِرَى فَلَمْ يَقْرُؤْنَا فَلَدَغَ سَيْدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا قَالَ فَاِنَا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعَجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدَمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ اِقْبِضُوا الْغَنَمَ وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

২০১৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি সামরিক অভিযানে পাঠান। আমরা একটি জনপদে পৌঁছে তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদের আতিথ্য প্রদর্শন করল না। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র প্রধানকে বিছায় দংশন করে। তারা আমাদের কাছে এসে বলে, তোমাদের মধ্যে বিছায় দংশনকারীকে ঝাড়ফুঁক করার মত লোক আছে কি? আমি বললাম, হাঁ আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে এক পাল বকরী না দিলে আমি ঝাড়ফুঁক করতে রাজী নই। তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে তিরিশটি বকরী দিব। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমি সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। ফলে সে দংশনমুক্ত (বিষমুক্ত) হল এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। রাবী বলেন, এই ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহ জাগল। আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়্যাসাঈমের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা (সিদ্ধান্তে পৌছতে) তাড়াহুড়া করব না। রাবী বলেন, আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি যা করেছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি বলেন : তুমি কেমন করে জানলে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুক করা যায়? বকরীগুলো হস্তগত কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ দিও (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কুরআন শিক্ষাদান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ। শিক্ষক এই বিষয়ে চুক্তিও করতে পারবেন। শোবা-আবু আওয়ানা-হিশাম প্রমুখ-আবু বিশর-আবুল মুতাওয়্যাক্কিল-আবু সাঈদ (রা)-রাসূলুল্লাহ (সা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু নাদরার নাম আল-মুনযির ইবনে মালেক ইবনে কাতাআ।

২০১৬. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤُوهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَاسْتَكْبَى سَيِّدُهُمْ فَاتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْ لَمْ تُقْرُؤْنَا وَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا عَلَيَّ ذَلِكَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ نَهْيًا مِنْهُ وَقَالَ كُلُّوْا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُمْ .

২০১৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী কোন এক আরব গোত্রের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাদের মেহমানদারী করল না। ঘটনাক্রমে তাদের গোত্রপ্রধান অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা আমাদের কাছে এসে বলে, তোমাদের কাছে কোন ঔষধ আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ আছে কিন্তু তোমরা আমাদের আতিথ্য প্রদর্শন বা মেহমানদারী করনি। অতএব তোমরা যতক্ষণ আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করবে আমরা চিকিৎসা করব না। তারা আমাদেরকে একপাল বকরী দিতে সম্মত হল। আমাদের এক ব্যক্তি তাকে

সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুক করল। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। তিনি বলেন : তুমি কি করে জানলে যে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুক করা যায়? রাবী তাঁর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন : এগুলো তোমরা ভোগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ রাখ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের তুলনায় এটা অধিকতর সহীহ। একাধিক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বিশর-আবুল মুতাওয়াল্লিল-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে। জাফর ইবনে ইয়াস হলেন জাফর ইবনে আবু ওয়াহশিয়া।

অনুচ্ছেদ : ২১

ঝাড়ফুক ও ঔষধের বর্ণনা।

২০১৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي خَرَّامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً تَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاهُ نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ .

২০১৭। আবু খিয়ামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে ঝাড়ফুক করি, ঔষধ ব্যবহার করি এবং বিভিন্ন রকম সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি, এগুলো কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে রদ করতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন : এগুলোও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান-সুফিয়ান-যুহরী-আবু খিয়ামা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রটিও হাসান ও সহীহ। উভয় রিওয়ায়াত ইবনে উয়াইনার সূত্রে বর্ণিত। কতক রাবী আবু খিয়ামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবার কতক রাবী ইবনে আবু খিয়ামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবার কতক রাবী আবু খিয়ামা বলেছেন। ইবনে উয়াইনা ব্যতীত অপর রাবীগণ এ হাদীসটি যুহরী-আবু খিয়ামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিকতর সহীহ। আবু খিয়ামার সূত্রে এই একটি হাদীসই বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি।

অনুচ্ছেদ : ২২

আজওয়া খেজুর ও ছত্রাক (ব্যাক্টের ছাতা) সম্পর্কে ।

২.১৪ . حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِّنَ السُّمِّ وَالْكُمَاءُ مِنَ الثَّمَنِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

২০১৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আজওয়া হল বেহেশতের খেজুর এবং এতে রয়েছে বিষের প্রতিষেধক । ছত্রাক হল মান নামক আসমানী খাবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক (আ,ই) ।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । সাঈদ ইবনে আমের-মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি । এ অনুচ্ছেদে সাঈদ ইবনে যায়েদ, আবু সাঈদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

২.১৭ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَاءُ مِنَ الثَّمَنِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

২০১৯ । সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'ছত্রাক' মানের অন্তর্ভুক্ত । এর পানি চোখের জন্য নিরাময় (ব,মু,না,ই) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।

২.২ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْكُمَاءُ جُدْرَى الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ
شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ .

২০২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী বলেন, ছত্রাক হল জমীনের বসন্ত রোগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছত্রাক হল মান্নের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক। আজওয়া হল বেহেশতের খেজুরের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা বিষের প্রতিষেধক (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুআয-তার পিতা-কাতাদা-আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি ছত্রাক নিলাম। এগুলো নিংড়িয়ে পানি বের করে একটি শিশিতে জমা করলাম। এটা আমার এক বাঁদীর চোখে লাগিয়ে দিলাম এবং সে রোগমুক্ত হয়ে গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুআয ইবনে হিশাম-তার পিতা-কাতাদা-আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কালিজিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগেরই ঔষধ। কাতাদা (র) বলেন, প্রতিদিন একশটি কালিজিরার দানা নিয়ে কাপড়ের টুকরায় রেখে পানিতে ভিজাবে। প্রতিদিন নাকের সাহায্যে এর পানি উপরের দিকে টানবে। প্রথম দিন ডান দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা এবং বাম দিকের নাসারন্ধ্রে এক ফোঁটা দিবে। দ্বিতীয় দিন বাঁ দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা এবং ডান দিকের নাসারন্ধ্রে এক ফোঁটা, তৃতীয় দিন ডান দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা এবং বাঁ দিকের নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা দিবে।

অনুচ্ছেদ : ২৩

গণকের পারিশ্রমিক।

২০২১ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

২০২১। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয় মূল্য, বেশ্যার পারিশ্রমিক এবং গণকের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৪

তাবিজ ইত্যাদি লটকানো মাকরুহ ।

২.২২ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْوَيْهَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ أَبِي مَعْبِدِ الْجُهَنِيِّ أَعُوذُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا أَلَا تَعْلَقُ شَيْئًا قَالَ أَلَمْ تَأْتِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ .

২০২২। ঈসা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি অসুস্থ আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম আবু মাবাদ আল-জুহনীকে দেখতে গেলাম । তিনি বিসাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন । আমি বললাম, কিছু তাবিজ-তুমার লটকিয়ে নিন না কেন? তিনি বলেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয় ।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উকাইমের হাদীসটি আমরা কেবল ইবনে আবু লাইলার সূত্রেই জানতে পেরেছি । এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পেলেও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেননি । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট পত্র লিখেন । মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ-ইবনে আবু লাইলা (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে ।

অনুচ্ছেদ : ২৫

পানি ঢেলে জ্বর ঠাণ্ডা করা ।

২.২৩ . حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ .

২০২৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হল জাহান্নামের একটি উত্তাপ । তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা কর (বু, মু) ।

এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাকর, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, যুবাইরের স্ত্রী ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২.২৪. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ .

২০২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হল জাহান্নামের উত্তাপের অংশবিশেষ। তোমরা একে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা কর (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। হারুন ইবনে ইসহাক-আবদাহ-হিশাম ইবনে উরওয়া-ফাতিমা বিনতুল মুনযির-আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রটিও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৬

(জ্বর ও বেদনা উপশমের দোয়া)।

২.২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ النَّارِ .

২০২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জ্বর ও অন্যান্য সকল প্রকার ব্যথায় এই দোয়া পড়ার তালিম দিতেন : “মহান আল্লাহর নামে, আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্ততাপের আক্রমণ থেকে এবং দোষখের উত্তপ্ত আঙনের ক্ষতি থেকে” (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবু হাবীবের সূত্রে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈলকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে “ইরকিন ইয়াআর” (যে শিরা ফরকায় বা লাফায়)।

অনুচ্ছেদ : ২৭

দুগ্ধবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করা ।

২.২৬ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْقَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهَبٍ وَهِيَ جُدَامَةٌ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ .

২০২৬। আইশা (রা) থেকে জুদামা বিন্তে ওয়াহ্ব (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (জুদামা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে, পারস্য ও রোমের (এশিয়া মাইনর) লোকেরা এটা করে থাকে (দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকাকালীন সময়ে সংগম করে)। অথচ তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে না (উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংগমে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না) (মা,আ,যু,দা,না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। মালেক-আবুল আসওয়াদ-উরওয়া-আইশা-জুদামা বিন্তে ওয়াহ্ব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (র) বলেন, 'গীলা' অর্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সংগম করা।

২.২৭ . حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْقَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَقَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ .

২০২৭। জুদামা বিনতে ওয়াহ্ব আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি সন্তানের দুখ পানের মেয়াদের মধ্যে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। অবশেষে আমি

জানতে পারলাম, পারস্য ও রোমের লোকেরা (এ সময়) খ্রীস্বে বাস করে। এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না (না,আ)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইসা ইবনে আহমাদ (র) ইসহাক ইবনে ইসা-মালেক-আবুল আসওয়াদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৮

নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহের ঔষধ।

২.২৮ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّالٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتِ وَالْوَرَسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ يَلْدُهُ وَيَلْدُهُ مِنَ
 الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ .

২০২৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুসফুসের প্রদাহে যাইতুন ও ওয়ারসের (ওষধি বিশেষ) প্রশংসা করতেন। কাতাদা (র) বলেন, দেহের যে দিক আক্রান্ত, এ ঔষধ চামচ দিয়ে মুখের সেদিক দিয়ে ঢালতে হবে (ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আবদুল্লাহর নাম মাইমুন, তিনি বসরার মুহাদ্দিস।

২.২৯ . حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنِ أَبِي رَزِينٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ .

২০২৯। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুশতে বাহরী (চন্দন কাঠ) ও যাইতুনের তৈল দিয়ে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার নির্দেশ (পরামর্শ) দিয়েছেন (আ,হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। মাইমুন-যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মাইমুন থেকে একাধিক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। “যাতুল জান্ব” অর্থ “আস-সিল্ল” ফুসফুসের প্রদাহ, যদ্বরুন্ন রোগী কৃশ হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ : ২৯

দোয়া পড়ে ব্যথার উপর হাত বুলানো ।

২.৩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
 يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ
 بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَبِيَّ وَجَعٌ قَدْ كَانَ يُهْلِكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ
 قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ .

২০৩০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি ধ্বংসাত্মক ব্যথায় অস্থির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থানটা সাতবার মর্দন কর এবং বল,

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ .

“আমি আল্লাহর ইজ্জাত ও সম্মান, তাঁর কুদরত ও শক্তি এবং তাঁর রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের কাছে আমার এই কষ্ট থেকে আশ্রয় চাই”। রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমার সব ব্যথা দূর করে দিলেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবারের লোকদের এবং অন্যান্যদের এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে আসছি (মু, দা, না, ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩০

সোনামুখী পাছ ও এর পাতা।

২.৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
 بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عْتَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمِ تَسْتَمَشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ
 قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا
 كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا .

২০৩১। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি দিয়ে জ্বোলাপ দাও? তিনি বললেন, শুবরুম (ছোলা সদৃশ এক প্রকার দানা) দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা তো খুব গরম ঔষধ। আসমা (রা) বলেন, অতঃপর আমি সোনামুখী গাছের পাতা (senna) দিয়ে জ্বোলাপ দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'মৃত্যু' নামক রোগের নিরাময় যদি কোন জিনিস দিয়ে সম্ভব হত তবে সোনামুখী গাছ দিয়েই তা সম্ভব হত (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৩১

মধু সম্পর্কে।

২. ৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطْلَاقًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرًّا .

২০৩২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা (উদরাময়) হচ্ছে। তিনি বলেন : তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করায়, অতঃপর এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে দান্ত আরো বেড়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে মধু পান করাও। রাবী বলেন, সে তাকে মধু পান করায় অতঃপর এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে তা পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে তার দান্ত আরো বেড়ে গেছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ সত্যিই বলেছেন (মধুর মধ্যে নিরাময় রয়েছে), কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা

বলছে। তাকে আবার মধু পান করাও। অতএব লোকটি তাকে মধু পান করায় এবং সে রোগমুক্ত হয়ে যায় (বু,মু)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩২

(রোগীর জন্য দোয়া তার রোগমুক্তির কারণ হয়)

২. ৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يُشْفِيكَ إِلَّا عُوِيَ .

২০৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি যদি কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাতবার এই দোয়া করলে :

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يُشْفِيكَ .

“আমি মহান আরশের রব মহামহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি তোমাকে রোগমুক্তি দান করুন”, তাকে রোগমুক্ত করা হবে (দা,না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবুল মিনহালের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

(জ্বরের তদবীর)।

২. ৩৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ الْمُرِيطِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ ابْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَنَا ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ الْحُمَّى فَاِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ

بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَيَغْتَمَسَ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِن لَّمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ وَإِن لَّمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٍ فَإِن لَّمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللَّهِ .

২০৩৪। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হল দোষখের একটি টুকরা। তোমাদের কারো জ্বর হলে সে যেন তা পানি ঢেলে নিভায়। (এর নিয়ম হচ্ছে) ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবহমান ঝর্ণায় নেমে স্রোত প্রবাহের দিকে মুখ করে সে বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقَ رَسُولِكَ

“আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে রোগমুক্ত করে দাও এবং তোমার রাসূলকে সত্যবাদী প্রমাণ কর”। অতঃপর ঝর্ণার পানিতে তিনবার ডুব দিবে। তিন দিন এরূপ করবে। তিন দিনেও যদি জ্বর না ছাড়ে তবে পাঁচ দিন এরূপ করবে। পাঁচ দিনেও নিরাময় না হলে সাত দিন এরূপ করবে। সাত দিনেও ভাল না হলে নয় দিন এরূপ করবে। আল্লাহর হুকুমে জ্বর নয় দিনের বেশি অতিক্রম করতে পারবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

রক্ত প্রবাহ বন্ধের জন্য ছাই দেয়া।

۲۰۳۵ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سُنِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ جَرْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ فِي تَرْسِهِ وَقَاطِمَةٌ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيرٌ فَحُشِيَ بِهِ جَرْحُهُ .

২০৩৫। আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে সাদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল এবং আমিও তা শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জখমে কি জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল? তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক কেউ জানে না। আলী (রা) তার ঢালে করে পানি আনছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর জখমের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি মাদুর পুড়িয়ে তার ছাই তাঁর ক্ষত স্থানের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

(কল্প ব্যক্তিকে বেঁচে থাকায় আশাবিত করা)।

২. ৩৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السُّكُونِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفْسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ .

২০৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে বেঁচে থাকায় আশাবিত করবে। তা যদিও কোন কিছুকে (তাকদীরকে) রোধ করতে পারবে না তবুও তার মনটা এতে প্রফুল্ল হবে, শান্তি পাবে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অধ্যায় : ২৯

أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ফারাইয)

অনুচ্ছেদ : ১

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

২. ৩৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَالِيٌ .

২০৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার পরিবারের (ওয়ারিসদের) প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি (সহায়হীন) পরিবার রেখে মারা গেলে তাদের (ভরণপোষণের) দায়িত্ব আমার উপর (বু, মু, আ, না, ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম যুহরী তার সনদ পরস্পরায় আবু হুরায়রার এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। “মান তারাকা দাইয়াআন” অর্থঃ সহায়-সম্বলহীন পরিবার রেখে কেউ মারা গেল যাদের কিছুই নাই, তাদের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। “ফাইলাইয়্যা” আমি তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করব।

অনুচ্ছেদ : ২

ফারাইয শিক্ষা করা।

২. ৩৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১। ‘ফারাইয’ শব্দটির একবচন ‘ফারীদাহ’ নির্ধারিত বিষয়, অবশ্য করণীয় বিষয় (ফরজ)। এ অধ্যায়ে শব্দটির অর্থ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার নিয়ম-কানুন (অনু.)।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ .

২০৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মীরাস বণ্টন নীতি ও কুরআন শিক্ষা কর এবং তা অন্য লোকদেরও শিক্ষা দাও। কেননা আমি তো অবশ্যই মরণশীল (আ, না, হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবু উসামা-আওফ-জনৈক ব্যক্তি-সুলাইমান ইবনে জাবির-ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইস-আবু উসামা-আওফ সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-আসাদীকে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের অংশ।

২. ৩৯ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُتِدِّ شَهِيدًا وَإِنْ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَتَّكَحَانِ الْأَوْلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَزَلْتِ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ .

২০৩৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনুর রবী (রা)-র স্ত্রী সাদের ঔরসজাত তার দুই কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সাদ ইবনুর রবীর দুই কন্যা। এদের বাপ আপনার সাথে উহদের মুন্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ

হয়েছেন। এদের চাচা এদের সব মাল নিয়ে নিয়েছে, এদের জন্য একটি কপর্দকও রাখেনি। এদের ধন-সম্পদ না থাকলে এদের বিবাহও তো হবে না। তিনি বলেন : আল্লাহুই এ বিষয় মীমাংসা করে দিবেন। এরই পরিশ্রেক্ষিতে মীরাস বণ্টন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচাকে ডেকে এনে বলেন : সাদের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ সম্পত্তি দিয়ে দাও, অতঃপর অবিশিষ্ট যা থাকে তা তোমার (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীলের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। শারীকও এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

ঔরসজাত কন্যার সাথে পৌত্রীর মীরাস।

২০৪০. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلَّمَ بِنِ رَيْبَعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْأَبْنَةِ وَالْأَبْنِ وَأَخْتِ لِأَبٍ وَأُمِّ فَقَالَا لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ وَقَالَا لَهُ انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيَتَابِعُنَا فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتَ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَالْأَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَلِلْأَخْتِ مَا بَقِيَ .

২০৪০। হুযাইল ইবনে শুরাহ্বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মুসা (রা) ও সালামান ইবনে রবীআ (রা)-র কাছে এসে তাদের নিকট কন্যা, পৌত্রী ও সহোদর বোনের মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারা উভয়ে বলেন, কন্যা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এবং অবশিষ্ট অংশ পাবে সহোদর বোন। তারা আরো বলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। তিনিও আমাদেরই অনুসরণ করবেন। লোকটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে এসে তাকে ঘটনা বলে এবং তারা উভয়ে যা বলেছেন তাও তাকে জানায়। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাদের উভয়ের অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হব এবং সঠিক পথে

টিকে থাকতে পারব না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ ফয়সালাই দান করব। কন্যা পাবে অর্ধেক সম্পত্তি এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তি। এভাবে উভয়ের অংশ মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে বোন (বু,দা,না,ই,দার)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কায়েস আল-আওদীর নাম আবদুর রহমান, পিতা ছারওয়ান আল-কুফী। শোবাও এই হাদীস আবু কায়েসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ৫

সহোদর ভাইদের মীরাস।

২. ৬১. حَدَّثَنَا بُنْدَاكُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحُرثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقْرَعُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ (يَرِثُونَ) دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ .

২০৪১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক :

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

“যা কিছু তোমরা ওসিয়াত কর বা যে ঋণ রয়েছে তা পূরণ করার পর.....”- (সূরা নিসা : ১২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছেন। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে বৈমাত্রের বা বৈপিত্রের ভাইদের আগে (যদি মৃতের উভয় ধরনের ভাই বর্তমান থাকে)। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে, বৈপিত্রের ভাইর পূর্বে (ই,হা)।

বুনদার (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন-যাকারিয়া ইবনে আবু যাইদা-আবু ইসহাক-আল-হারিস-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. ৬২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْحُرثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ .

২০৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, সহোদর ভাইরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে, কিন্তু বৈমাংদ্রেয় ভাই ওয়ারিস হবে না।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবু ইসহাক-আল-হারিস-আলী (রা) সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। একদল বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস হারিসের সমালোচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

কন্যাদের সাথে পুত্রদের মীরাস।

২০৪৩। حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَتَزَلْتُ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ) الْآيَةَ .

২০৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি সালামা গোত্রে রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার ধন-সম্পদ আমার সন্তানদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করব? তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। ইতিমধ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হল :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.....

“তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের এই বিধান দিচ্ছেন—একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার অংশের সমান.....” (সূরা নিসা : ১১)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি শোবা, ইবনে উয়াইনা প্রমুখ-মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

বোনদের মীরাস।

২০৪৪। حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَجَدَنِي قَدْ أَعْمَى عَلَى فَاتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَى مَنْ وَضُوئِهِ فَأَقْفَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضَى فِي مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَحْوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةُ قَالَ جَابِرٌ فِي نَزَلَتْ .

২০৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। আবু বাকর (রা)-ও তাঁর সাথে আমাকে দেখতে আসেন। তাঁরা উভয়ে পদব্রজে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন এবং উয়ুর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমার হুঁশ ফিরে এলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করব? তিনি আমার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। (অখঃস্তন রাবী বলেন) তার নয়টি বোন ছিল। অবশেষে মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.....

“লোকেরা তোমার নিকট জানতে চায়। বল! আল্লাহ তোমাদেরকে কালিলা সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন.....” (সূরা নিসা : ১৭৬)। জাবির (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৪৮

আসাবার মীরাস ১২

٢٠٤٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ

২। যেসব লোকের মীরাসী অংশ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাবিউল ফুরুয বা আসহাবুল ফারাইদ বলে। তাদের সংখ্যা বার : পিতা, দাদা, বৈপিত্রয়েয় ভাই, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রয়েয় বোন, বৈপিত্রয়েয় বোন, মা এবং দাদী-নানী। যেসব লোকের অংশ কুরআন-হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, তবে যাবিউল ফুরুযদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা এদের দিতে বলা হয়েছে, এ জাতীয় হকদারকে আসাবা বলে। আসাবা কেবলমাত্র পুরুষরাই হয়ে থাকে। “ইলহাকুল ফারাইদা বিআহলিহা” বলতে যাবিউল ফুরুযদের বুঝানো হয়েছে এবং “আওলা রাজুলিন যাকার” বলতে আসাবাদের বুঝানো হয়েছে (অনু.)।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِبُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ .

২০৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নির্ধারিত অংশ তার প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন কর (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আব্দ ইবনে হুমাইদ (র) আবদুর রায্যাক-ইবনে তাউস-তার পিতা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কতিপয় রাবী এটাকে ইবনে তাউসের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৯

পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ।

٢٠٤٦ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هَمَامِ بْنِ يَحْيَى
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ
سُدْسٌ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدْسٌ آخَرَ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّدْسَ
الْآخَرَ طُعْمَةٌ .

২০৪৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার এক পৌত্র মারা গেছে। তার পরিত্যক্ত সম্পদের আমি কি অংশ পাব? তিনি বলেন : তুমি এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তিনি তাকে ডেকে বলেন : তুমি আরো এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। সে যখন পুনরায় চলে যাচ্ছিল, তিনি তাকে আবার ডেকে বলেন : পরবর্তী এক-ষষ্ঠাংশ তোমার জন্য অতিরিক্ত রিযিকস্বরূপ (অতিরিক্ত ওয়ারিস থাকলে তুমি তা পেতে না)।^৩

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩। মৃত ব্যক্তির দুই কন্যা ছিল। তাই দাদা যাবিউল ফুরয হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়ার পর অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ আসাবা হিসাবে পেয়েছে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ৪ ১০

দাদী-নানীর অংশ।

২০৬৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً قَالَ قَبِيصَةُ وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٌ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكَ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَكَ بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ قَالَ فَسَأَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالَفُهَا إِلَى عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَنِي فِيهِ مَعَمْرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفَظْتُهُ مِنْ مَعَمْرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنَّ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمْمَا وَإِتَّكَمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২০৪৭। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী অথবা নানী আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে বলল, আমার পৌত্র অথবা দৌহিত্র মারা গেছে। আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, কুরআনে আমার জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি কুরআনে তোমার জন্য নির্ধারিত কোন অংশ দেখতে পাচ্ছি না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তোমার (দাদীর প্রাপ্য অংশের) ব্যাপারে কোন ফয়সালা দিতে শুনিনি। অতএব আমি লোকদের কাছে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে নিব। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাদীকে) এক-ষষ্ঠাংশ দান করেছেন। তিনি বলেন, তোমার সাথে এটা আর কে গুনেছে? তিনি (মুগীরা) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)। রাবী বলেন, তিনি (আবু বাক্‌র) তাকে (দাদীকে) এক-ষষ্ঠাংশ দান করলেন। পরবর্তী কালে আর এক দাদী বা নানী উমার (রা)-র কাছে আসে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমার যুহরীর সূত্রে আমাকে আরো বলেছেন, কিন্তু আমি তা যুহরীর সূত্রে

কখনো মুখস্ত করিনি, বরং আমি মামারের সূত্রে তা মুখস্ত করেছি। উমার (রা) বলেন, তোমরা (দাদী-নানী) উভয়ে যদি জীবিত থাক তবে এটা (এক-ষষ্ঠাংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দুইজনের মধ্যে যদি একজন বর্তমান থাকে তবে এটা সে একাই পাবে।

২.৪৮. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خُرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ دُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَأَرْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيْتُكُمَا خَلَّتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২০৪৮। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে বলেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কিছু নির্ধারিত নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুল্লাতেও তোমার সম্পর্কে কিছু নেই। তুমি চলে যাও, আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটি জেনে নেই। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তাকে (দাদীকে) এক-ষষ্ঠাংশ দান করার ফয়সালা দিয়েছেন। তিনি (আবু বাক্‌র) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে আরো কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র অনুরূপ কথাই বলেন। অতএব আবু বাক্‌র (রা) তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়ার বিধান জারি করেন। পরবর্তী কালে অপর এক দাদী এসে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন,

আল্লাহুর কিতাবে তোমার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। তবে তোমার জন্য ঐ এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত আছে। তোমরা (দাদী-নানী) যদি উভয়ে জীবিত থাক তবে এটা (এক-ষষ্ঠাংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে তবে এটা সে একাই পাবে (দা,না,ই,আ,মা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১১

দাদীর পুত্রের সাথে একত্রে দাদীর মীরাস।

২০৪৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجِدَّةِ مَعَ ابْنِهَا إِنَّهَا أَوْلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدْسًا مَعَ ابْنِهَا وَأَبْنُهَا حَىٰ ۝

২০৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন এক দাদী সম্পর্কে বলেন যার পুত্রও তার সাথে জীবিত ছিল। সে ছিল প্রথম দাদী, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রের বর্তমানে তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন (দার)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি মরফু হিসাবে জানতে পেরেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী দাদীকে তার পুত্রের বর্তমানে ওয়ারিস ঘোষণা করেছেন। তাদের অপর দল এনেয়ে তাকে ওয়ারিস ঘোষণা করেননি।

অনুচ্ছেদ : ১২

মামার মীরাস।

২০৫০. حَدَّثَنَا بَنُكَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَلِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْحَالُ
وَأَرِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .

২০৫০। আবু উমামা ইবনে সুহাইল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার মারফতে আবু উবাইদা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার অভিভাবক। যার অন্য কোন ওয়ারিস নাই, মামা তার ওয়ারিস (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২.০৫১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَائُوسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالُ وَأَرِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .

২০৫১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিস নাই (তার) মামা তার ওয়ারিস হবে (দার,না,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। একদল রাবী এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আইশা (রা)-র উল্লেখ করেননি। একদল সাহাবী মামা, খালা ও ফুফুকে ওয়ারিস গণ্য করেছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম যাবিল আরহাম (যারা আসাবাগণের অবর্তমানে ওয়ারিস হয়) ওয়ারিস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এ হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) যাবিল আরহামকে ওয়ারিস হিসাবে স্বীকার করেন না। তার মতে (যাবিল ফুরুয ও আসাবাদের অবর্তমানে) মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে (বাইতুল-মালে) জমা হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

ওয়ারিসহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে।

২.০৫২. حَدَّثَنَا بُنْدَاكُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَهُوَ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَاْرَثٍ قَالُوا لَا قَالَ فَأَدْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ .

২০৫২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক আযাদকৃত গোলাম খেজুর গাছের মাথা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখ তার কোন ওয়ারিস আছে কি না? লোকেরা বলল, কেউ নেই। তিনি বলেন : তার পরিত্যক্ত মাল গ্রামের কাউকে দিয়ে দাও (দা,না,ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

মুক্তদাসের উত্তরাধিকার।

٢٠٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَاْرثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ .

২০৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ওয়ারিসহীন অবস্থায় মারা যায়। তার একটি মুক্তদাস ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দান করেন (দা,না,ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলেমদের মতে, কোন ব্যক্তি আসাবা না রেখে (ওয়ারিসহীন অবস্থায়) মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুসলমানদের বাইতুল মালে (সরকারী তহবিলে) জমা হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

মুসলমান ও কাফের পরস্পরের ওয়ারিসী স্বত্ব বাতিল।

٢٠٥٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عَلَىٰ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২০৫৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলিম ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না এবং কাফের ব্যক্তিও মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না (বু, মু, দা, ই, মা)।^৪

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান-যুহরী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মামার প্রমুখ যুহরীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেক (র) যুহরী-আলী ইবনুল ছসাইন-উমার ইবনে উসমান-উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালেকের বর্ণনা ভ্রান্তিপূর্ণ। এতে মালেকই ভুল করেছেন। কোন কোন রাবী এই হাদীস মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং আমর (উমার-এর স্থলে) বলেছেন। মালেকের অধিকাংশ শাগরিদ ‘মালেক-উমার’ বলেছেন। উসমান (রা)-এর সন্তানদের মধ্যে আমর প্রসিদ্ধ। উমার নামে তার কোন সন্তান ছিল না। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি (মীরাস) সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল সাহাবী ও অপরাপর আলেম বলেছেন, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মুসলিম ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হবে। তাদের অপর দল বলেছেন, সেও মুসলমানদের ওয়ারিস হবে না এবং মুসলমানরাও তার ওয়ারিস হবে না। তারা উপরের হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈর এই মত।

২. ০৫৫ . حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

২০৫৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হবে না (আ, ই, দা)।

৪। কাফের কখনো মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। জমহূর সাহাবী ও তাবিঈদের মতে কোন মুসলমানও কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে না। মুআয ইবনে জাবাল, মুআবিয়া (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও মাসরূকের মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে, মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা তার মুসলিম ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হবে এবং মুরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা বাইতুল মালে জমা হবে (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন; এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে আবু লাইলার সূত্রে জাবির (রা) বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ১৬

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

২০৫৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

২০৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না (ই,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়। কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রেই এ হাদীসটি জানা গেছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহকে পরিত্যক্ত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাদের অন্যতম। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ (আবু হানীফাসহ) এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না, চাই সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করুক অথবা ভুলবশত হত্যা করুক। ইমাম মালেকের মতে, ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলে হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিস হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

স্বামীর দিয়াতে স্ত্রীর ওয়ারিসী স্বত্ব।

২০৫৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَلَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِثَ امْرَأَةٌ أَشِيمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .

২০৫৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, দিয়াত (রক্তমূল্য) আকিলার উপর ধার্য হবে। স্ত্রী স্বামীর দিয়াতে ওয়ারিস হবে না। তখন দাহ্‌হাক ইবনে সুফিয়ান আল-কিলাবী (রা) তাকে বলেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে পাঠিয়েছেন : “আস্‌ইয়াম আদ-দিবাবীর জ্বীকে তার স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস বানাও” ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

মীরাস ওয়ারিসদের প্রাপ্য এবং আকিলা আসাবাদের উপর ।

২০৫৮ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَنِّ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِّينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوَفِّيتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا .

২০৫৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিহ্য়ান গোত্রের এক জ্বীলোককে তার (অন্যের আঘাতে মৃত্যুজনিত কারণে) গর্ভপাতের দিয়াত হিসাবে একটি গোলাম অথবা একটি বাদী দেয়ার ফয়সালা দেন । যে জ্বীলোকটির উপর তিনি এই দিয়াত ধার্য করেন পরে সে মারা যায় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেন যে, এটা তার স্বামী ও পুত্রদের মধ্যে বন্টিত হবে এবং তার উপর ধার্যকৃত দিয়াত তার আসাবাগণের উপর বর্তাবে (বু, মু, দা, না) ।

আবু ঈসা বলেন, ইউনুস (র) যুহরী-সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । মালেক-যুহরী-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । মালেক-যুহরী-সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত ।

অনুচ্ছেদ : ১৯

যে ব্যক্তি কারো হাতে মুসলমান হয় তার মীরাস সম্পর্কে ।

২০৫৯ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةَ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ
وَمَمَاتِهِ .

২০৫৯। তামীমুদ দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মুশরিক ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে (মুসলিম ব্যক্তি) তার (নও-মুসলিমের) জীবনে-মরণে অন্য সব লোকের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য (আ,ই,দার,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহবেদ সূত্রেই জানতে পেরেছি। আবার কেউ ইবনে মাওহিব-তামীমুদ দারী (রা) সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এই হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব ও তামীমুদ দারী (রা)-র মাঝখানে কাবীসা ইবনে যুআইব (র)-কে যোগ করেছেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। ইয়াহুইয়া ইবনে হামযা এ হাদীস আবদুল আযীয ইবনে উমার-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে কাবীসা ইবনে যুআইব-এর নাম যোগ করেছেন। আমার মতে এ হাদীসের সনদ মুস্তাসিল নয়। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, যে ব্যক্তির হাতে সে মুসলমান হয়েছে সে তার ওয়ারিস হবে। বিশেষজ্ঞদের অপর দল বলেছেন, তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালে জমা হবে। ইমাম শাফিঈর এই মত। তার দলীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস : “যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করে সে-ই ‘ওয়ালার’ স্বত্বাধিকারী হবে”।

۲۰۶۰ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أُمَّةٍ
فَالْوَلَدُ وَكَدُّ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .

২০৬০। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি কোন স্বাধীন স্ত্রীলোক অথবা বাঁদীর সাথে যেনা করলে (তার ফলে জন্ম নেয়া) সন্তান ‘জারজ সন্তান’ বলে গণ্য হবে। সে কারো ওয়ারিস হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিস হবে না।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে লাহীআ ছাড়াও অন্য রাবীগণ আমর ইবনে শূআইবের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মদাতা পিতার ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ : ২০

ওয়ালার ওয়ারিস কে হবে?

২.৬১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ .

২০৬১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মালের ওয়ারিস হবে সে-ই ওয়ালার ওয়ারিস হবে (অর্থাৎ যে গোলাম আযাদ করার মূল্য পরিশোধ করবে সে-ই গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ : ২১

ওয়ালার উপর মহিলাদের মীরাসি স্বত্ব।

২.৬২. حَدَّثَنَا هُرُونُ أَبُو مُوسَى الْمُسْتَمَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ رُوَيْةَ التُّغَلَيْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ بْنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَ لَقِيْطَهَا وَ وَكْدَهَا الَّذِي لَاعَنْتَ عَلَيْهِ .

২০৬২। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রীলোকেরা (এককভাবে) তিন ধরনের মীরাসী সম্পত্তির ওয়ারিস হতে পারে : নিজের আযাদকৃত গোলামের, যে শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে সে তুলে নিয়ে লালন-পালন করেছে তার এবং যে শিশু সম্পর্কে সে লিআন করেছে তার (আ, দা, না, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে হারব-এর সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

أَبْوَابُ الْوَصِيَّةِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(ওসিয়াত)

অনুচ্ছেদ : ১

তিনের-একাংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত সীমাবদ্ধ।

২.৬৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا
أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ بِرِثْنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأُوصِي
بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ
فَالثُلُثُ قَالَ الْثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى
اللُّقْمَةَ تَرَقَّعَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ عَنْ هِجْرَتِي
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ
رُفْعَةً وَدَرَجَةً زَعَمَكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرَبَ بِكَ آخِرُونَ
أَلَلَّهُمْ أَمْضٍ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ
بُنْ حَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

২০৬৩। আমের ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাদ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম এবং মৃত্যুর আশংকা হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অঢেল ধন-সম্পদ আছে। একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিস নাই।

আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেন : না। আমি বললাম, তবে দুই-তৃতীয়াংশ মাল অসিয়াত করব কি? তিনি বলেন : না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বলেন : না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেন : হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ করতে পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার ওয়ারিসদের সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র এবং অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। তুমি যাই খরচ করবে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুমি তুলে দাও তার জন্যও তুমি সওয়াব পাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার হিজরত থেকে পিছনে পড়ে থাকব (মদীনায় ফিরে যেতে পারব না)? তিনি বলেন : যদি তুমি আমার পরেও বেঁচে থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কাজই কর তাতে তোমার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আশা করি তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। বহু লোক তোমার দ্বারা উপকৃত হবে এবং বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করে দাও, তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিও না। সাদ ইবনে খাওলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি মক্কায় ইত্তিকাল করেন (বু, যু, দা, না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপরাপর সূত্রেও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। কোন ব্যক্তির জন্য তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়াত করা ঠিক নয়। “তিনের-একাংশও অধিক” মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্যের আলোকে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ ওসিয়াত করাই উত্তম বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২

ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন।

২. ৬৪. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ جَدُّ هَذَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ

يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَى
 أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ إِلَى
 قَوْلِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

২০৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক ষাট বছর ধরে
 আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করল। অতঃপর তাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তারা
 ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে তাদের জন্য দোষখের আগুন
 নির্ধারিত হয়ে যায়। (শাহর ইবনে হাওশাব বলেন) অতঃপর আবু হুরায়রা (রা)
 আমার উপস্থিতিতে এ আয়াত পাঠ করেন :

مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

“যখন ওসিয়াত পূরণ করা হবে এবং (মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী) ঋণ পরিশোধ
 করা হবে। অবশ্য তা (ওসিয়াত) যেন ক্ষতিকর না হয়। ওসিয়াত সম্পর্কে এটা
 আল্লাহর নির্দেশ... প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট সাফল্য” (সূরা নিসা : ১২, ১৩)
 (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আল-
 আশআস ইবনে জাবির থেকে যে নাসর ইবনে আলী হাদীস বর্ণনা করেন তিনি
 হলেন নাসর ইবনে আলী আল-জাহদামীর দাদা।

অনুচ্ছেদ : ৩

ওসিয়াত করার জন্য উৎসাহ প্রদান।

٢٠٦٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَيْتٍ لَيْلَتَيْنِ
 وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

২০৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানের কাছে ওসিয়াত করার মত কিছু
 থাকলে তার নিজের কাছে ওসিয়াতনামা লিখে না রেখে দুই রাতও অতিবাহিত
 করার অধিকার তার নাই (আ,ই,বু,মু,মা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যুহরী-সালেম-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত করেননি।

২.৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَتْ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ .

২০৬৬। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (কিছু) ওসিয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে ওসিয়াত কি করে বিধিবদ্ধ হল এবং তিনি কিসের ভিত্তিতে লোকদের (ওসিয়াত করার) নির্দেশ দিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তিনি ওসিয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন (বু, যু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কেবল মালেক ইবনে মিজওয়ালের সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫

ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা জায়েয নেই।

২.৬৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهْنَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَيْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَةِ الْوَالِدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَهَى إِلَيْهِ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَبْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ

أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ
وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .

২০৬৭। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি : বরকতময় ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক (নির্দিষ্ট করে) দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান বিছানার (মালিকের); আর যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয় এবং যে গোলাম নিজের মনিব ছাড়া অন্য মনিবের পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহর অভিশাপ অব্যাহতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত। স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন : এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। তিনি আরো বলেন : ধারের জিনিস ফেরতযোগ্য, মানীহা (দুধপানের জন্য ধার নেয়া পণ্ড) ফেরতযোগ্য, ঋণ পরিশোধযোগ্য এবং যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে (আ,ই,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অপরাপর সূত্রেও আবু উমামা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আমার ইবনে খারিজা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইরাক ও হিজায়বাসীদের থেকে ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশের একক বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি তাদের সূত্রে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সিরিয়াবাসীদের সূত্রে বর্ণিত তার হাদীসসমূহ অধিকতর সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি যে, বাকিয়্যার তুলনায় ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশের অবস্থা সন্তোষজনক। বাকিয়্যা সিকাহ রাবীদের সূত্রেও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাকারিয়া ইবনে আদীকে বলতে শুনেছি, আবু ইসহাক আল-ফায়রী বলেন, বাকিয়্যা সিকাহ রাবীদের সূত্রে যা বর্ণনা করেন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য যাদের সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করুন তা তোমরা গ্রহণ করো না।

٢٠٦٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنْ لَعَابَهَا يَسِيلُ
بَيْنَ كَتْفَيْ فَمَسَعَتْهُ بِقَوْلِ إِنْ اللَّهُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِيُكَرِّثُ
وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ
مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَأَيُّقَبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا .

২০৬৮। আমর ইবনে খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রের পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দেন। আমি এর ঘাড়ের নীচে দাঁড়ানো ছিলাম। উষ্ট্রী জাবর কাটছিল এবং এর লালা আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসদের জন্য অসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান বৈধ বিছানার (মালিকের) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (আ,না,ই,বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি আহমাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, আমি শাহর ইবনে হাওশাব বর্ণিত হাদীসের কোন পরোয়া করি না। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে শাহর ইবনে হাওশাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন, ইবনে আওন তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার হিলাল ইবনে আবু যয়নাব-শাহর ইবনে হাওশাব সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে দেনা পরিশোধ করতে হবে।

٢٠٦٩ . حَدَّثَنَا بِنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ .

২০৬৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত পূর্ণ করার আগে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তোমরা (কুরআনে) ঋণের পূর্বে ওসিয়াতের কথা পড়ে থাক (আ)।

আবু ঈসা বলেন, সব বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাদের মতে ওসিয়াত পূর্ণ করার পূর্বে দেনা পরিশোধ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ৭

মৃত্যুর সময় কেউ দান-খয়রাত করলে বা গোলাম আযাদ করলে ।

২০৭. حَدَّثَنَا بُنْدَاكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِبِيَّ قَالَ أَوْصَى إِلَىٰ أَخِي بَطَانَةَ مِنْ مَالِهِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ أَخِي أَوْصَى إِلَىٰ بَطَانَةَ مِنْ مَالِهِ فَأَيْنَ تَرَىٰ لِي وَضَعَهُ فِي الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْمَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمَجَاهِدِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الذِّي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الذِّي يَهْدِي إِذَا شَبِعَ .

২০৭০। আবু হাবীবা আত-তাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাই তার সম্পদের একটা অংশ আমার জন্য ওসিয়াত করে যান। আমি আবুদ দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমার ভাই তার সম্পত্তির একটা অংশ আমার জন্য ওসিয়াত করে গেছেন। এ ব্যাপারে আপনার কি মত? আমি কি তা ফকীর-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করব, না আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য ব্যয় করব? তিনি বলেন, যদি আমি হতাম তবে এ ব্যাপারে আমি মুজাহিদদের মোকাবেলায় অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় (গোলাম) আযাদ করে সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যত যে তৃপ্তি সহকারে আহরারের পর উপঢৌকন দেয় (আ,না,দার)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৮

আযাদকারী ওয়ালাআর স্বত্বাধিকারী।

২০৭১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضَىٰ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَنَّ لِي وَلَاؤُكَ فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنَّ شَأْنَهُ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ وَيَكُونَنَّ لَنَا وَلَاؤُكَ فَلْتَفَعَلْ فَذَكَرْتُ

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ .

২০৭১। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আইশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন। বারীরা (রা) নিজের মুক্তির চুক্তিপত্রের ব্যাপারে আইশা (রা)-র কাছে তার সাহায্য প্রার্থনা করতে আসেন। এ পর্যন্ত তিনি তার চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী কিছুই পরিশোধ করতে সক্ষম হননি। আইশা (রা) তাকে বলেন, তুমি তোমার মালিক পরিবারে ফিরে যাও। তারা যদি রাজী হয় যে, আমি তোমার চুক্তিপত্রে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করব এবং তোমার 'ওয়ালাআর' হকদার আমি হব, তবে আমি মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছি। তিনি ফিরে গিয়ে তার মালিক পরিবারের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। কিন্তু তারা এ শর্তে রাজী হল না। তারা বলল, যদি তিনি সওয়াবের আশায় তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তোমার ওয়ালাআর অধিকারী আমরা হব তবে এই শর্তে আমরা রাজী আছি এবং তিনি তা করতে পারেন। তিনি (আইশা) এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করে সে-ই ওয়ালাআর মালিক হয়। ^{উঁতঃ}পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে বলেন : লোকদের কি হল। তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নাই। যে ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নাই সেরূপ শর্ত তার কোন উপকারে আসবে না, সে শতবার শর্ত আরোপ করলেও (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আইশা (রা) থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে আযাদকারীই ওয়ালাআর স্বত্বাধিকারী হবে।

أَبْوَابُ الْوَلَاءِ وَالْهَبَةِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ওয়াল্লাআ ও হেবা)

অনুচ্ছেদ : ১

যে আযাদ করে সে-ই ওয়াল্লাআর মালিক ।

২০৭২. حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ فَأَشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ .

২০৭২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু মালিক পক্ষ নিজেদের জন্য ওয়াল্লাআর শর্ত আরোপ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে মূল্য পরিশোধ করে অথবা যে নিআমতের (আযাদকৃতের) মালিক সে-ই ওয়াল্লাআর অধিকারী (বু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২

ওয়াল্লাআ-স্বত্ব বিক্রয় করা বা হেবা করা নিষেধ।

২০৭৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبَتِهِ .

২০৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল্লাআ-স্বত্ব বিক্রয় অথবা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে উমার-ইবনে উমার-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে জানতে পেরেছি। তিনি ওয়াল্লাআ

বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন। শোবা, সুফিয়ান সাওরী ও মালেক ইবনে আনাস (র) উপরোক্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শোবা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার যখন এ হাদীস বর্ণনা করেন তখন আমি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, তিনি অনুমতি দিলে আমি উঠে গিয়ে তার মাথায় চুমু খেতাম। ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম এই হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-নাফে-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি আছে। ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম এতে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। সহীহ সনদ হল উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একাধিক রাবী উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪৩

নিজের মনিব অথবা পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের মনিব অথবা পিতা বলে দাবি করা।

২.৭৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيًّا فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنْ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْأَيْلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ .

২০৭৪। ইবরাহীম আত-তিরমিযী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের কাছে সাল্লাল্লাহু কিতাব এবং এই পুস্তিকা যার মধ্যে উটের বয়সের বিবরণী ও জখমের ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে তা ব্যতীত আরো কোন কিতাব

আছে সে মিথ্যাবাদী। তিনি তার ভাষণে আরো বলেন, এই পুস্তিকায় আরো আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আইর পাহাড় থেকে সাওর পর্বত পর্যন্ত মদীনার হেরেমের সীমা। যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোন বিদআতের প্রচলন করবে অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কোন ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে দাবি করে (নিজের বংশপরিচয় গোপন করে অন্য বংশের পরিচয় দেয়) অথবা নিজের মনিবকে পরিত্যাগ করে অন্য মনিবের কাছে ভেগে যায় তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার ফরজ বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। মুসলমানদের যিম্মা প্রদান এক বরাবর ও অখণ্ড। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তি (কাউকে) আশ্রয় দান করলে তাও রক্ষা করা হবে (বু, যু, আ, না)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উপরোক্ত হাদীস আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রাবী আমাশ-ইবরাহীম আত-তাইমী-হাবিশ ইবনে সুওয়াইদ-আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

কোন ব্যক্তি নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে।

২০৭৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا أَوْرُقٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ أَتَى اِتَّاهَا ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ عَرَقًا نَزَعَهَا قَالَ فَهَذَا لَعَلَّ عَرَقًا نَزَعَهُ .

২০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফায়ারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তোমার উট আছে কি ? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন : সেগুলোর বর্ণ কি? সে বলল, লাল। তিনি বলেন : সেগুলোর মধ্যে খুসর বর্ণের উট আছে কি? সে বলল, হাঁ সেগুলোর মধ্যে খুসর বর্ণের কয়েকটি উট আছে। তিনি বলেন : সেগুলোর এই রং কোথা থেকে এল ? সে বলল, সম্ভবত তা বংশধারা থেকে এসেছে (এই বংশে এরূপ কোন উট ছিল হয়ত)। তিনি বলেন : সম্ভবত এটাও বংশধারার টান, (তোমার) পূর্বপুরুষের মধ্যে এরূপ কেউ ছিল (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫

চেহারা ও গঠন-শকৃতি দেখে বংশ নির্ণয় (কিয়ামা)।

۲۰۷۶. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبَرَّقَ آسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنْ مُجَزَّرًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

২০৭৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে উৎফুল্ল অবস্থায় প্রবেশ করেন। তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলো বিদ্যুতের ন্যায় চকচক করছিল। তিনি বলেন : তুমি কি দেখনি! এইমাত্র একজন নৃতত্ত্ববিদ যাকে ইবনে হারিসা ও উসামা ইবনে য়ায়েদকে দেখে বলল, এগুলো একটি থেকে আর একটি উদগত হয়েছে (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে উয়াইনা এ হাদীস যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে, “তুমি কি দেখনি! একজন বংশবিশারদ যাকে ইবনে হারিসা ও উসামা ইবনে য়ায়েদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের উভয়ের মাথা ঢাকা ছিল কিন্তু তাদের পা উন্মুক্ত ছিল। সে বলল, এ পাগুলো একটি থেকে অপরটি উদগত”। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান প্রমুখ-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-যুহরী-উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলোমের মতে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য লক্ষণ বা চিহ্নকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে এ হাদীস পেশ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপটোকন আদান-খদানে উৎসাহ দিতেন।

২০৭৭. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِبِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَ فِرْسَنٍ شَاةٍ .

২০৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা একে অপরকে উপহার দাও। উপহার মনের ময়লা দূর করে। এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর পায়ের এক টুকরা ক্ষুর হলেও তা উপহার দিতে যেন অবহেলা না করে (আ)।

আবু ইসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম আবু মিশারের স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। আবু মিশারের নাম নাজীহ, বানু হাশিমের মুক্তদাস।

অনুচ্ছেদ : ৭

দান করে তা ফেরত নেয়া আপত্তিকর।

২০৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَكْتَبِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُؤُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ .

২০৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয় সে কুকুর সমতুল্য, যে পেট পূরে খাওয়ার পর বমি করে, পুনরায় ফিরে এসে তা গলাধঃকরণ করে (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ইসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٧٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ
 قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى
 وَكَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا
 شَبِعَ قَاءً ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .

২০৭৯। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তির জন্য উপহার দিয়ে তা পুনরায় ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে দেয়া উপহার ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি উপহার দিয়ে বা দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয় সে কুকুর সমতুল্য। যেমন কুকুর পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে এবং পুনরায় তা খায় (আ, দা, না, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম শাফিঈ বলেন, দানকারীর জন্য তার দানকৃত বস্তু পুনরায় ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতার জন্য তা হালাল অর্থাৎ সে তার সন্তানকে কিছু দান করে তা পুনরায় ফেরত নিতে পারে। ইমাম শাফিঈ এ হাদীস তার মতের অনুকূলে দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।

অধ্যায় : ৩২

أَبْوَابُ الْقَدْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(তাকদীর)

অনুচ্ছেদ : ১

তাকদীর সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করা নিষেধ।

২০৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْمَا فُقَيْ فِي وَجَنَّتِيهِ الرُّمَانُ فَقَالَ ابْهَذَا أَمْرُكُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ .

২০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে দেখলেন যে, আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছি। তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তাঁর দুই গালে যেন ডালিম নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমরা কি এজন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের প্রতি এটা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যখনই এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে তখনই ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদেরকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলছি : তোমরা যেন কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও।

এ অনুচ্ছেদে আমরা, আইশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গরীব। সালেহ আল-মুররীর বর্ণনা ছাড়া আমরা এ ব্যাপারে আর কিছু জানি না। তার আরও কিছু গরীব পর্যায়ভুক্ত একক বর্ণনা আছে।

অনুচ্ছেদ : ২

আদম (আ) ও মুসা (আ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক।

২০৮১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ أَتَلَوْنِي عَلَى عَمَلٍ عَمَلْتُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى .

২০৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (রুহ্ জগতে) আদম (আ) ও মুসা (আ) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হন। মুসা (আ) আদম (আ)-কে বলেন : আপনি তো সেই আদম, যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রুহ্ সঞ্চার করেছেন। আর আপনিই মানবজাতির বিপথগামী ও তাদের বেহেশত থেকে বহিষ্কারের কারণ হলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর আদম (আ) বলেন : আপনিই তো মুসা, আল্লাহ আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। আপনি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য অভিযুক্ত করছেন, যা করার সিদ্ধান্ত আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর সেই বিতর্কে আদম (আ) মুসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন (বু, মু)।

আবু ইসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উমার ও জুনদুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সুলায়মান আত-তাইমী-আমাশ সূত্রে গরীব। আর আমাশের কতক শাগরিদ-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আর কতক রাবী আমাশ-আবু সালেহ-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য।

২০৮২. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ أَوْ فِيمَا قَدْ فُرِعَ

مَنْهُ فَقَالَ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلُّ مَيْسِرٍ أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلْسُّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ .

২০৮২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমলের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমরা যা করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে? তিনি বলেন: হে খাত্তাবের পুত্র! তা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে। আর প্রত্যেকের করণীয় বিষয় আয়াসসাধ্য করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই নেকীর কাজ করে আর দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি দুর্ভাগ্যজনক কাজই করে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, হুয়াইফা ইবনে উসাইদ, আনাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২. ৪৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عَلِمَ وَقَالَ وَكَيْعٌ الْأَقْدَقُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا أَفَلَا نَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا أَعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسِرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

২০৮৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি কাঠির সাহায্যে মাটিতে দাগ কাটছিলেন। হঠাৎ আসমানের দিকে মাথা তুলে তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা দোযখে বা বেহেশতে চিহ্নিত করে বা লিখে রাখা হয়নি। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি (সেই লেখার উপর) নির্ভর করে থাকবো না? তিনি বলেন: না, বরং কাজ করতে থাকো। কেননা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেয়া হয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১. এই প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য: “যে ব্যক্তি দান করেছে, সাবধান হয়েছে এবং ভাল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার জন্য আমি তা সহজ করে দিয়েছি” (সূরা আল-লাইল: ৫-৭)।

অনুচ্ছেদ ৪৪

আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

২. ৪৬. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَ يُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ سَقَى أَوْ سَعَيْدُهُ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

২০৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, আর তিনি তো সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত : তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার মায়ের গর্ভে (জমাট বাঁধা) শুক্ররূপে সমন্বিত হতে থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে, অতঃপর অনুরূপ দিনে গোশতপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তার মধ্যে রুহ সঞ্চার করেন। আর তাকে চারটি বিষয় সম্পর্কে আদেশ করা হয়। সুতরাং সেই ফেরেশতা লিখেন তার রিযিক, মৃত্যু, তার কার্যক্রম এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা— এই বিষয়গুলো। সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! তোমাদের মধ্যে কেউ বেহেশতীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মাঝখানে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার সামনে তার সেই তাকদীরের লেখা উপস্থিত হয়, তখন সে দোষীদের আমলের উপর নিঃশেষ হয়, ফলে সে দোষখেই প্রবেশ করে। আর তোমাদের কেউ দোষীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও দোষখের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার সামনে তাকদীরের

সেই লেখা এসে হাযির হয় এবং বেহেশতীদের আমলের উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-আমাশ-যায়েদ ইবনে ওয়াহ্ব-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন....পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাবী বলেন, আমি আহমাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি : আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানের মত ব্যক্তিত্ব নিজের চোখে আর দেখিনি। শোবা ও সাওরীও আমাশের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

প্রত্যেক শিশু প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে।

২.৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَيْعَةَ الْبِنَانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْاِمْلَةِ فَاَبَوَاهُ يَهُودًا اَوْ يُنصَرَانِه اَوْ يُشْرَكَانِه قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ .

২০৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেকটি সন্তান আল্লাহর অনুগত হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা মুশরিক বানায়। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! যেসব সন্তান এর পূর্বেই (শিশু অবস্থায়) মারা যায় ? তিনি বলেন : তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করত সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত (বু, মু)।

আবু কুরাইব ও হাসান ইবনে হুরাইস-ওয়াকী-আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আর এই হাদীসে “ইউলাদু আলাল-মিল্লাতি”-এর স্থলে “ইউলাদু আলাল ফিতরাতি” (প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে) বাক্য এসেছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শোবা ও অন্যান্যরা

আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও “ইউলাদু আলাল ফিতরাতি” উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ : ৬

দোয়া ব্যতীত তাকদীর রদ হয় না।

২.০৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الزُّرَيْسِ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعَمْرِ إِلَّا الْبِرُّ .

২০৮৬। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোয়া ব্যতীত আর কিছুই তাকদীর রদ করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত আর কিছুই আয় বৃদ্ধি করতে পারে না (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু উসাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং সালমান (রা)-র বর্ণনা হিসাবে গরীব। কেবল ইয়াহইয়া ইবনুদ দুরাইসের সূত্রে আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু মাওদুদ দুই ব্যক্তি। এতদুভয়ের একজনের নাম ফিদাহ, আল-বসরী যিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরজন হলেন আবদুল আযীয ইবনে আবু সলাইমান আল-মাদানী। আর তারা ছিলেন সমসাময়িক।

অনুচ্ছেদ : ৭

সমস্ত অন্তর আল্লাহর দুই আংগুলের মাঝে অবস্থিত।

২.০৮৭. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ نَبِئْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

২০৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এই দোয়া করতেন : হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর মজবুত (ঢ়) রাখো। আমি বললাম, হে

আল্লাহর নবী! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে কোনরূপ আশংকা করেন? তিনি বলেনঃ হাঁ, কেননা সমস্ত অন্তরই আল্লাহর আংগুলসমূহের মধ্যকার দু'টি আংগুলের মাঝখানে রয়েছে। তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে নাওয়াস ইবনে সামআন, উম্মু সালামা, আইশা ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী আমাশ-আবু সুফিয়ান-আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আমাশ-আবু সুফিয়ান-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা)-র সূত্রে আবু সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৮

আল্লাহ বেহেশতী ও দোষীদের জন্য একটি করে কিতাব লিখে রেখেছেন।

২০৮৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ شُفْيَى بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيَمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَيَسِمُ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ فَقَالَ سَدَدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُحْتَمُّ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ آيُّ عَمَلٍ وَإِنْ صَاحِبَ النَّارِ يُحْتَمُّ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ آيُّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرِغْ مِنْ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ .

২০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন : তোমরা কি জান এই দু'টি কিতাব সম্পর্কে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইশারা করে বলেন : এটা রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এতে বেহেশতীদের সকলের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম ও তাদের বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর শেষে এর যোগফল রয়েছে এবং এতে হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইশারা করে বলেন : এটাও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এতে দোষীদের সকলের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম ও বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। তাঁর সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিষয়টি যদি এরূপ চূড়ান্তই হয়ে গিয়ে থাকে তবে আর আমাদের কি দরকার? তিনি বলেন : তোমরা সত্য পথে থেকে ঠিকভাবে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা বেহেশতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ বেহেশতীদের কাজই হবে, আগে সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। আবার দোষী ব্যক্তির অন্তিম আমল দোষীদের আমলই হবে, আগে সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে ইশারা করেন এবং কিতাব দু'টি ফেলে দিয়ে বলেন : তোমাদের রব তাঁর বান্দাদের কাজ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। একদল যাবে বেহেশতে আর অপর দল দোযখে (আ, না)।

কুতাইবা-বাকর ইবনে মুদার-আবু কাবীল (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আর আবু কাবীলের নাম হুবাই ইবনে হানী।

২. ১৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدَ خَيْرٍ اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوقِفُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ .

২০৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ করতে চাইলে তাকে কাজ করার সুযোগ দেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তিনি তাকে কাজ করতে দেন? তিনি বলেন : তিনি সেই বান্দাকে মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজ করার তওফীক দান করেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৯

রোগ সংক্রমণ, পৈচকের ডাক বা সফর মাস সম্পর্কে অশুভ ধারণা ঠিক নয়।

২. ৯০. حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبُ لَنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا فَقَالَ أَغْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعِيرُ أَجْرَبُ الْحَشْفَةُ يُدْنِيهِ فَيَجْرِبُ الْأَيْلَ كُلَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَجْرَبُ الْأَوَّلُ لَا عَدُوِّي وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرَزَقَهَا وَمَصَائِبَهَا .

২০৯০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন : কোন কিছুই অন্য কিছুকে সংক্রমণ করতে পারে না। জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! লিংগে চর্মরোগযুক্ত উট সব উটকেই তো চর্মরোগাক্রান্ত করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলে প্রথম উটটিকে কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছিল? হোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই এবং সফর মাসকেও অশুভ মনে করার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনকাল, রিযিক ও বিপদাপদ সবকিছু লিখে দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে সাফওয়ান আস-সাকাফী আল-বসরীকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি : আমি রুকনে যামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারি যে, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দীর চাইতে বড় আলেম আর দেখিনি।

অনুচ্ছেদ : ১০

তাকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান।

২. ৯১. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ .

২০৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার নিশ্চিত প্রত্যয় থাকতে হবে যে, যা তার ভাগ্যে ঘটর আছে তা কখনো তাকে ত্যাগ করবে না এবং যা তার ভাগ্যে ঘটর নয় তা তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না (আ,ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উবাদা, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে মাইমূনের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাইমূন হাদীস বর্ণনার বেলায় মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

٢٠٩٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَتَيْنَا شُعْبَةَ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ رِيعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى
مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ بِعَثْنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَيَأْتِ بِعَثِ بَعْدَ الْمَوْتِ
وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ .

২০৯২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই ঈমানদার হতে পারবে না : (১) সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন; (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান আনবে এবং (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-নাদর ইবনে শুমাইল-শোবা (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে রিবঈ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবু দাউদ-শোবা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি নাদর বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। আরো একাধিক রাবী মানসূর-রিবঈ-আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জারুদ আমাদের বলেছেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি : আমি অবগত হয়েছি যে, রিবঈ

ইবনে হিরাশ (খিরাশ) তার ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে কখনও একটি মিথ্যা কথাও বলেননি।

অনুচ্ছেদ : ১১

যার যেখানে মৃত্যু অবধারিত, সেখানেই তার মৃত্যু হবে।

২.৯৩. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُؤْمَلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَطْرِ بْنِ عُكَامِيسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً .

২০৯৩। মাতার ইবনে উকামিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির যে স্থানে মৃত্যু অবধারিত করেন, তখন সে স্থানে যাওয়ার জন্য তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আবু আযযা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই হাদীস ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাতার ইবনে উকামিস (রা)-র আর কোন হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। মাহমূদ ইবনে গাইলান মুআম্মাল ও আবু দাউদ আল-হুফারী-সুফিয়ান (র) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২.৯৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً .

২০৯৪। আবু আযযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দার মৃত্যু কোন স্থানে হওয়ার ফয়সালা করেন তখন তার জন্য সে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু আযযা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। তার নাম ইয়াসার ইবনে আব্দ। আবুল মালীহ-এর নাম আমের ইবনে উসামা ইবনে উমাইর আল-হযালী। তিনি যানেদ ইবনে উসামা নামেও কথিত।

অনুচ্ছেদ : ১২

ঝাড়ফুক বা ঔষধ কোন কিছুই আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না।

২. ৯৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بَنِي أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءٌ تَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاهُ نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا فَقَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ .

২০৯৫। আবু খিয়ামা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমরা এই যে ঝাড়ফুক করাই বা ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসা গ্রহণ করি বা অন্য কোন উপায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি এগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীরের কিছু রদ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন : তোমাদের এসব চেষ্টা-তদবীরও আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্গত (আ, ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি যুহরী ছাড়া আরো কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। অবশ্য একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ান (র) যুহরী-আবু খিয়ামা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। আর যুহরী (র) আবু খিয়ামা-তার পিতার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩

তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারিয়াদের সম্পর্কে।

২. ৯৬. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيِّ بْنِ نِزَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمَرْجُئَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ .

২০৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের দুই ধরনের লোক, যাদের জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই : মুরজিআ ও কাদারিয়া (ই)। ২

২. তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে দু'টি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে : কাদারিয়া ও জাবারিয়া বা মুরজিআ। কাদারিয়া সম্প্রদায়ের লোক তাকদীরকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের মতে মানুষের কাজের দ্রষ্টা মানুষই। এ ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীন। জাবারিয়াদের মতে মানুষের

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উমার, ইবনে উমার ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে-মুহাম্মাদ ইবনে বিশর-সাল্লাম ইবনে আবু আমরাহ-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বিশর-আলী ইবনে নিযার-নিযার-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

(বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদ অনতিক্রম্য)।

২. ৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَّاسِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَأَلْيِ جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً أَنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَائِيَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ .

২০৯৭। আবদুল্লাহ (র) থেকে তাঁর পিতা শিখীর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আদম-সন্তানের রূপক আকৃতির সাথে তার পাশেই থাকে নিরানব্বই ধরনের মৃত্যু ঘটায় মত বিপদ। সে এসব বিপদ অতিক্রম করে যেতে পারলে উপনীত হয় বার্ধক্যে, অবশেষে মারা যায় (বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদ থেকে আর বাঁচতে পারে না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ব্যতীত হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। রাবী আবুল আওয়ামের নাম ইমরান আল-কাত্তান।

অনুচ্ছেদ : ১৫

আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

২. ৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ

কাজের উপর মানুষের কোন হাত নেই, মানুষ আল্লাহর হাতে সম্পূর্ণ যন্ত্রের ন্যায় অসহায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে উপরে বর্ণিত উভয় মতই ভ্রান্ত।

অজ্ঞান ও সত্য মত হল মানুষের মধ্যে এমন একটি গুণ বা যোগ্যতা আছে, যা দ্বারা সে ভালো-মন্দের যে কোন একটি বেছে নিতে পারে। একে বলে এখতিয়ার (স্বাধীন ক্ষমতা)। এ স্বাধীন ক্ষমতা দ্বারা মানুষ যখন ভালো-মন্দের একটিকে বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তার সে কাজ সৃষ্টি করেন। সুতরাং মানুষ কিন্তু খালেক নয়, খালেক স্বয়ং আল্লাহ। কসবের (কর্ম সম্পাদনের) ব্যাপারে মানুষের যে স্বাধীনতা আছে, তা দ্বারা তাকদীর পরিবর্তিত হয়ে যায়। হাদীসে আছে “একমাত্র দোয়া দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়” (অনু.)।

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرَكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ .

২০৯৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম-সন্তানের জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হল তার সৌভাগ্য। আর আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা ত্যাগ করাই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর নাখোশ হওয়াও তার দুর্ভাগ্য (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। তাকে হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদও বলা হয়। তিনি হলেন আবু ইবরাহীম আল-মাদানী। হাদীসবেত্তাদের মতে তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

(তাকদীর অবিশ্বাসীদের পরিণতি)।

٢٠٩٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثَ فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ فِي أُمَّتِي الشُّكُّ مِنْهُ حَسْفٌ أَوْ مَسْحٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ .

২০৯৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জানতে পারলাম, সে নাকি বিদ্‌আতী। সত্যিই যদি সে তাই হয় তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের কাদারিয়া আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে ঘটবে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণ (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু সাখরের নাম হুমাইদ ইবনে যিয়াদ।

২১০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رَشْدِيُّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدْرِ .

২১০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের মধ্যে তাকদীরে অবিশ্বাসীদের উপর ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির বিপদ সংঘটিত হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

(তাকদীর অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ ও নবীগণের অভিসম্পাত)।

২১০১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي الْمُرْنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّةٌ لَعْنَتُهُمْ لَعْنَتُهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرُوتِ لِيُعْزَ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذَلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي .

২১০১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ছয় শ্রেণীর লোককে আমি অভিসম্পাত করছি। আল্লাহ তাআলা এবং সকল নবী (আ) এদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তারা হল : আল্লাহর কিতাবের বিকৃতিসাধনকারী, আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর অস্বীকারকারী, আল্লাহ যাকে অপদস্ত করেছেন তাকে সম্মানিত করার এবং যাকে ইজ্জত দান করেছেন তাকে অপমান করার জন্য শক্তিবলে ক্ষমতা দখলকারী, আল্লাহর হেরেমে (হেরেম শরীফে) রক্তপাতকারী, আমার বংশধরের রক্তপাত আল্লাহ হারাম করেছেন তার রক্তপাতকারী এবং আমার প্রদর্শিত পথ (সুনাত) ত্যাগকারী।

আবু ঈসা বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবুল মাওয়ালী উপরোক্ত হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মাওহিব-আমরা-আইশা (রা)-নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, হাফস ইবনে গিয়াস প্রমুখ-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মাওহিব-আলী ইবনুল হুসাইন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্রটিই অধিকতর সহীহ।

২১.২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَّاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقَيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا
مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدْرِ قَالَ يَا بَنِيَّ اتَّقُوا الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ
قَالَ فَأَقْرَأُ الزُّخْرُفَ قَالَ فَقَرَأْتُ حَمَّ وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينَا لَعَلَى حَكِيمٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا أُمُّ
الْكِتَابِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
السَّمَوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ فِيهِ أَنْ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَفِيهِ تَبَّتْ
يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ صَاحِبَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةَ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ
قَالَ دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي يَا بَنِيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ حَتَّى
تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَإِنْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ
النَّارَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ أَكْتُبُ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ
إِلَى الْأَبَدِ .

২১০২। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সুলাইম (র) বলেন, আমি মক্কায় গিয়ে আতা ইবনে আবু রাবাহর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! বসরাবাসীরা তো তাকদীর সম্পর্কে এরূপ অস্বীকারমূলক কথা বলছে। তিনি বলেন, হে বৎস! তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে সূরা 'যুখরুফ' তিলাওয়াত কর। তিনি বলেন, তখন আমি এ আয়াত পাঠ করলাম : “হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তা নাযিল করেছি

আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার। তা সংরক্ষিত রয়েছে আমার নিকট একটি মূল কিতাবে, এতো অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মহান বিজ্ঞানময়” (সূরা যুখরুফ : ১-৪)।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি জান, মূল কিতাব কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তা একটি মহাগ্রন্থ যা আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাতে এ কথা লেখা আছে যে, ফিরআওন দোষখীদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে এ কথাও লেখা আছে যে, আবু লাহাবের দু’টি হাত ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। আতা (র) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর পুত্র ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার পিতা তার মৃত্যুর সময় আপনাকে কি কি ওসিয়াত করে গেছেন? তিনি বলেন, তিনি আমাকে কাছে ডেকে বলেন, হে বৎস! আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, তুমি যতক্ষণ আল্লাহর উপর ঈমান না আনবে এবং তাকদীর ও তার ভালো-মন্দের উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারবে না। এ বিশ্বাস ছাড়া তোমার মৃত্যু হলে তুমি দোষখী হবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন : লিখ। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বলেন : তাকদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সব কিছই।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৮

(আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে)।

২১.০৩. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُّ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيْحٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِيْهِ الْحَوْلَانِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَدَرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ .

২১০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ মাখলূকাতের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন (যু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

২১০৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا
 وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ
 بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ
 يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
 بِقَدَرٍ .

২১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুরাইশ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তারা তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছিল। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয় : “যেদিন তাদেরকে উপর করে দোযখে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, (আর বলা হবে) দোযখের যন্ত্রণার স্বাদ আন্বাদন কর। আমরা প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে (তাকদীর) সৃষ্টি করেছি” (সূরা কামার : ৪৮-৪৯) (আ, ই, যু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কাবীসা-আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (র) সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

أَبْوَابُ الْغِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(কলহ ও বিপর্যয়)

অনুচ্ছেদ : ১

তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত হালাল নয়।

২১০৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الضَّبِّيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَتَشُدُّكُمْ اللَّهُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ زَنَا بَعْدَ احْتِصَانٍ أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بَغَيْرِ حَقٍّ فَقَتَلَ بِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا ارْتَدَدْتُ مِنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيمَ تَقْتُلُونَنِي .

২১০৫। আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদ্রোহী কর্তৃক উসমান (রা) বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় (বিদ্রোহীদের) বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহর শপথ করে বলছি : তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি অপরাধের যে কোন একটি ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়? বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগী হওয়া এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। এগুলোর যে কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। আল্লাহর শপথ! আমি জাহিলী যুগেও ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি এবং ইসলাম গ্রহণের পরও নয়। যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনুগত্যের শপথ (বাইআত) করেছি সেদিন থেকে ধর্মত্যাগীও হইনি। আর আমি এমন কোন প্রাণও হত্যা করিনি যার হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তোমরা কি কারণে আমাকে হত্যা করবে (আ, ই, না, দার)?

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদীসটি

ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ থেকে মরফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাস্তানসহ একাধিক রাবী এ হাদীসটি ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেন, মরফু হিসেবে নয়। এ হাদীসটি উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২

পরস্পরের জীবন ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

২১.৬. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٍ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِيرَ ضَى بِهِ .

২১০৬। সুলায়মান ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতা আহুওয়াছ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি : এটা কোন্ দিন? লোকেরা বলল, হজ্জের বড় দিন। তিনি বলেন : আজকের এ দিন ও তোমাদের এ শহর যেমন হারাম (মহাপবিত্র) তদুপ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান পরস্পরের জন্য হারাম। সাবধান! অপরাধী নিজেই তার অপরাধের জন্য দায়ী। সাবধান! জনকের অপরাধ সন্তানের উপর এবং সন্তানের অপরাধ জনকের উপর বর্তায় না। জেনে রাখো, তোমাদের এ শহরে কখনও শয়তানের ইবাদত করা হবে না, এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর সেসব কাজে অচিরেই তার অনুসরণ করা হবে এবং তাতে সে খুশী হবে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা, ইবনে আব্বাস, জাবির ও হিয্যাম ইবনে আমর আশ-সাদী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যাইদাও শাবীব ইবনে গারকাদার সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল শাবীব ইবনে গারকাদার সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৩

এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভীতি প্রদর্শন করা বৈধ নয়।

২১.৭. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ عَصَا أَخِيهِ لِأَعْبَا أَوْ جَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ .

২১০৭। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের লাঠিতে কৌতুকোচ্ছলে বা প্রকৃতই যেন হাত না দেয়। কেউ তার ভাইয়ের লাঠি নিয়ে গেলে সে যেন তাকে তা ফেরত দেয় (দা)।

আবু ঙ্গসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, সূলায়মান ইবনে সুরাদ, জাদা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবনে আবু যিবের বর্ণনা ছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি নাবালেগ অবস্থায় এ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের সময় সাইব (রা) সাত বছরের বালক ছিলেন। তার পিতা ইয়াযীদ ইবনুস সাইব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নামিরের বোনের পুত্র ছিলেন।

কুতাইবা-হাতেম ইবনে ইসমাইল-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, ইয়াযীদ (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জ পালন করেন, তখন আমি সাত বছরের বালক ছিলাম। আলী ইবনুল মাদীনী (র) ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান সূত্রে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ হাদীস শায়ে বিশ্বেস্ত রাবী। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেছেন, তিনি আমার মায়ের দিক থেকে আমার নানা।

অনুচ্ছেদ : ৪

মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কোন ব্যক্তির তরবারি দ্বারা ইশারা করা।

২১.৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ
الْمَلَائِكَةُ .

২১০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লৌহ (তরবারি) দ্বারা ইশারা করে, ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করেন (বু, যু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা, আইশা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। খালিদ আল-হায্যার কারণে এতে গরীবী এসেছে। আইউব-ইবনে সীরীন-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তা মরফু হিসেবে নয়। আর সেই হাদীসে “ওয়াইন কানা আখাহ্ লিআবীহি ওয়া উম্মিহি” (যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়) কথাটুকুও আছে। কুতাইবা-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আইউব (র) সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

কোষমুক্ত অবস্থায় তরবারির আদান-প্রদান নিষেধ।

٢١٠٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا .

২১০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোষমুক্ত অবস্থায় তরবারি আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন (আ, দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনার কারণে গরীব। ইবনে লাহীআ (র) আবুয যুবায়র-জাবির-বান্নাতুল জুহানী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার মতে হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে সে মহামহিম আত্মাহর তত্ত্বাবধানে থাকে।

٢١١٠ . حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَتَّبِعُنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِمَّتِهِ .

২১১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে, সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তোমাদের যেন তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অভিযুক্ত না করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জুনদুব ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং এ সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৭

সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা।

২১১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ أَبُو الْمُغْبِرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَطَبْنَا عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَأَيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْأَثْنَيْنِ أَبَعْدَ مَنْ أَرَادَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ مِنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمَوْمِنُ .

২১১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) 'জাবিয়া' (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক স্থানে আমাদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন : হে উপস্থিত জনতা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ আমাদের মাঝে দাঁড়াতে, আমিও সেরূপ তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়েছি। অতঃপর তিনি (সা) বলেন : আমি আমার সাহাবীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি (তাদের যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ), অতঃপর তাদের পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তিকে শপথ করতে না বলা হলেও সে শপথ করবে, আর সাক্ষ্য দিতে না বলা হলেও সাক্ষ্য দিবে। সাবধান! নির্জনে কোন পুরুষ যেন কোন স্ত্রীলোকের সাথে সাক্ষাত না করে, অন্যথায় শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসাবে অবশ্যই অবস্থান করে (এবং পাপাচারে উস্কানী দেয়)। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান। কেননা বিচ্ছিন্নজনের সাথে

শয়তান থাকে এবং দুইজন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি বেহেশতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে সে যেন একতাবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার নেক কাজ তাকে আনন্দিত করে এবং পাপ কাজ ব্যথিত করে সেই হল ঈমানদার (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। ইবনুল মুবারকও এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে সূকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

২১১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ طَوْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ .

২১১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জামাআতের উপর আল্লাহর (রহমতের) হাত প্রসারিত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

২১১৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ .

২১১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ আমার উম্মাতকে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামাআতের উপর আল্লাহর হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে ব্যক্তি (মুসলিম সমাজ থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই দোযখে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব। সুলাইমান আল-মাদানী বলতে আমার মতে সুলাইমান ইবনে সুফিয়ানকে বুঝায়। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আবু আমের আল-মুকরী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা আরো বলেন, হাদীস বিশারদগণের মতে

‘আল-জামাআত’ বলতে ফিক্হ ও হাদীসসহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বিশেষজ্ঞ আলেমগণের জামাআতকে বুঝায় (জনগণকে তাদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে)। আমি আল-জারুদ ইবনে মুআযকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের নিকট জামাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, আবু বাকর ও উমার (রা)-এর দলকে বুঝায়। তাকে বলা হল, তারা তো ইনতিকাল করেছেন। তিনি বলেন, অমুক এবং অমুক। তাকে বলা হল, অমুক ও অমুকও তো মারা গেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, আবু হামযা আস-সুক্কারী হলেন জামাআত (কেন্দবিদু)। আবু ঈসা বলেন, আবু হামযার নাম মুহাম্মাদ, পিতা মাইমুন। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ বুয়ুর্গ। তিনি তার জীবদ্দশায় আমাদের নিকট একথা বলেন।

অনুচ্ছেদ : ৮

অন্যায় কাজ প্রতিরোধ না করা হলে আযাব নাযিল হয়।

২১১৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ .

২১১৪। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো নিশ্চয়ই এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাক : “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সংশোধন করা তোমাদেরই কর্তব্য। তোমরা সৎপথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না” (সূরা মাইদা : ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মানুষ কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার দুই হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করলে অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক আযাবে নিষ্কিন্তু করবেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াযীদ ইবনে হারুন-ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (রা)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মু সালামা, নুমান ইবনে বশীর,

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও হুয়াইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী ইসমাঈলের সূত্রে ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ ইসমাঈল থেকে মরফু'রূপে আর কেউ মওকুফরূপে এটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৯

সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

২১১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو وَعَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ .

২১১৫। হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। নতুবা অবিলম্বে আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে দোয়া করলেও তিনি তোমাদের সেই দোয়া কবুল করবেন না।

আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আমর ইবনে আবু আমর (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

২১১৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْأَسْهَلِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا أِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَبِرِثِ دُنْيَاكُمْ شِرَارَكُمْ .

২১১৬। হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে এবং পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির তোমাদের দুনিয়ার হর্তাকর্তা হবে, ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমর ইবনে আবু আমরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ ৪১০

একটি স্বৈরাচারী সামরিক বাহিনী ধসে যাবে।

২১১৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِي يَخْسِفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمَكْرَةَ قَالَ إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ .

২১১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করলেন, যারা ভূমিতে (জীবন্ত) ধসে যাবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, হয়ত তাদের মধ্যে কিছু লোককে জবরদস্তিমূলকভাবে ভর্তি করা হয়ে থাকবে। তিনি বলেন : তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে (আ, যু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ হাদীসটি নাফে ইবনে জুবাইর-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ৪১১

হাতের শক্তি অথবা ভাষা অথবা অন্তর দ্বারা হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে।

২১১৮. حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَوْلَى مَنْ قَدَّمَ الْحُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرَوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرَوَانَ خَالَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَا فَلَانُ تَرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكَرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ .

২১১৮। তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম মারওয়ান ঈদের নামাযের পূর্বে খুত্বার প্রচলন করে। তখন জনৈক ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করে মারওয়ানকে বলেন, আপনি তো সুন্নাহ (বিধান) পরিপন্থী কাজ করলেন। মারওয়ান বলল, হে মিয়া! এখানে ঐ পন্থা পরিত্যক্ত হয়ে আছে। পরে

আবু সাঈদ (রা) বলেন, এ প্রতিবাদকারী তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা প্রয়োগে) তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (অন্যায়কে ঘৃণা করে)। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমান (আ, যু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১২

একই বিষয় সম্পর্কে।

২১১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا قَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا نَدْعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتَوَدُّونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا فَاِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِي فَاِنِ اخْتَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنْعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكَوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا.

২১১৯। নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর বিধানকে যারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং যারা অবহেলা করে তাদের দৃষ্টান্ত হল সমুদ্রগামী একটি জাহাজের আরোহীদের মত, যারা লটারীর মাধ্যমে এর দুই তলায় আসন নির্ধারণ করল। একদল উপর তলায় আর একদল নীচের তলায়। নীচের তলার লোকেরা উপর তলায় উঠত পানি সংগ্রহ করতে। ফলে উপরের লোকদের ওখানে পানি পড়ত। উপর তলার লোকেরা বলল, তোমরা আমাদের এখানে পানি ফেলে আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। সুতরাং আমরা তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। নীচের তলার লোকেরা বলল, তাহলে আমরা জাহাজের তলা ফুটো করে পানি সংগ্রহ করব। এই অবস্থায় উপরের তলার লোকেরা যদি নীচের তলার লোকদের হাত ঝাপটে ধরে ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে তবে সকলেই বেঁচে যাবে। কিন্তু

তারা যদি এদেরকে এ কাজ করতে ছেড়ে দেয় (প্রতিরোধ না করে) তবে সকলেই ডুবে মরবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

২১২. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

২১২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায্যসংগত কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৪

উম্মাতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি দোয়া।

২১২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَطَالَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ أَجَلَ أَنْهَا صَلَاةً رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُدْبِقَ بَعْضُهُمْ بِأَسِّ بَعْضٍ فَمَنْعَنِيهَا .

২১২১। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনুল আরাতি (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায খুব

দীর্ঘায়িত করে পড়েন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এভাবে কখনো নামায পড়েননি! তিনি বলেন : হাঁ, এ নামায ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও ভীতিপূর্ণ। আমি এতে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের ফরিয়াদ করেছি। তিনি আমাকে দু'টি প্রদান করেছেন এবং একটি দেননি। আমি তাঁর কাছে ফরিয়াদ করেছি, তিনি যেন আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দোয়া মঞ্জুর করেছেন। অতঃপর আমি আবেদন করেছি যে, তিনি বিজাতীয় শত্রুদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন। তিনি আমার এ দোয়াও মঞ্জুর করেছেন। আমি আরো ফরিয়াদ জানিয়েছি যে, তারা যেন পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আশ্বাদ না নেয়। তিনি আমার এ দোয়া মঞ্জুর করেননি (নাসাঈ)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২১২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا وَأَعْطَيْتُ الْكُتْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَصْفَرَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بَسَنَةِ عَامَةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيَضَّتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بَسَنَةِ عَامَةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيَضَّتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَاقَطَارَهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

২১২২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করেন। ফলে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সবদিক অবলোকন করি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে, অচিরেই আমার উম্মাতের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর লাল-সাদা (সোনা-রূপা) দু'টি খনিজ ভাগরই আমাকে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু

আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য ফরিয়াদ জানিয়েছি যে, তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করেন এবং তাদের ছাড়া বিজাতি দুশমনদের যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে বিনাশ করার সুযোগ পেতে পারে। আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফয়সালা করলে তা মোটেই পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মাতের জন্য মঞ্জুর করলাম যে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষে তাদের ধ্বংস করব না, তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোন দুশমনদের তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মাতকে বিনাশ করতে সুযোগ না পায়, এমনকি তারা (পৃথিবীর) সকল অঞ্চল থেকে একজোট হয়ে এলেও। তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৫

ফিতনায় পতিত ব্যক্তি সম্পর্কে।

২১২৩. حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْرِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَرَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخَيِّفُ الْعَدُوَّ وَيُخَيِّفُونَهُ .

২১২৩। উম্মু মালেক আল-বাহযিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ফিতনার উল্লেখ করে বলেন : তা অতি নিকটবর্তী। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ফিতনার সময় সবচাইতে ভালো মানুষ কে হবে? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তার পশুপাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, পশুপালের হক (যাকাত) আদায় করবে এবং তাঁর রবের ইবাদত করবে। আর যে ব্যক্তি তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করবে এবং তারাও তাকে ভয় দেখাবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু মুবাশশির, আবু সাঈদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে গরীব। লাইস ইবনে আবু সুলাইমও এ হাদীসটি তাউস-উম্মু মালেক আল-বাহযিয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

জিহ্বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক ।

২১২৪ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَيْمِينَ كَوْشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ .

২১২৪ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন এক ফিতনার উদ্ভব হবে, যা সমগ্র আরবকে গ্রাস করবে । এতে নিহত ব্যক্তির হা হতে দোষখী । তখন জিহ্বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক (দা, না, ই) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, এ হাদীস ব্যতীত যিয়াদ ইবনে 'সীমীন গোশের' বর্ণিত আরো হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই । হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) লাইস থেকে মরফু'রূপে এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) লাইস থেকে মওকুফ হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

অনুচ্ছেদ : ১৭

আমানতদারি থাকবে না ।

২১২৫ . حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرَهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرَهَا مِثْلَ الْمَجَلِ كَجَمْرِ دَحْرَجَتْهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَقَطُّ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا

أَجَلَدُهُ وَأَظْرَقَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ قَالَ
وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ لِنَنْ كَانَ مُسْلِمًا لِيرُدُّهُ
عَلَى دِينِهِ وَلِنَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيرُدُّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ
فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا .

২১২৫। হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। এতদুভয়ের মধ্যে একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমানত মানুষের হৃদয়মূলে নাযিল হয়। অতঃপর নাযিল হয় কুরআন। সুতরাং তারা কুরআনের শিক্ষালাভ করে এবং সুন্নাহ (হাদীস) সম্পর্কেও শিক্ষালাভ করে। অতঃপর তিনি আমানত উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার হৃদয় থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। আর এর চিহ্নটা হবে কালো বিন্দুর মত। অতঃপর সে নিদ্রাগ্ন হবে এবং আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। এতে ফোসকা সদৃশ চিহ্ন পড়বে, যেমন জ্বলন্ত অংগার তোমার পায়ে রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্কীত দেখতে পাও কিন্তু তার ভেতরে কিছুই নেই। অতঃপর তিনি একটি শিলাখণ্ড তাঁর পায়ে রেখে দেখান। তিনি আরও বলেন, লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করবে কিন্তু কেউই আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক আছে। অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে, সে কত বড় জ্ঞানী, সে কত হুঁশিয়ার এবং সে কত সাহসী। অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। হুয়াইফা (রা) বলেন, আমার উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি তোমাদের কারো সাথে বেচা-কেনা করতে চিন্তা করতাম না। কেননা সে মুসলমান হলে তার দীনদারিই তাকে আমার প্রাপ্য ফেরত দিতে বাধ্য করত। আর সে ইহুদী বা খৃষ্টান হলে তার শাসকই তাকে আমার প্রাপ্য আদায় করে দিত। কিন্তু এখন আমি অমুক অমুক লোক ছাড়া তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করি না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

তোমরা তো তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্ৰীতিনীতি অবলম্বন করবে।

۲۱۲۶. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الرُّهْرِيِّ عَنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانَ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ
 أَنْوَاطٍ يُعَلَّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ
 كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا
 كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
 لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .

২১২৬। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে ‘যাতু আনওয়াত’ বলা হত। তারা তাদের অস্ত্রসমূহ এতে ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের যাতু আনওয়াতের মত আমাদের একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সুবহানাল্লাহ! এ তো মূসা (আ)-এর উম্মাতের কথার মত হল। তারা বলেছিল, কাফেরদের যেমন অনেক উপাস্য আছে তদ্রূপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীগণের নীতি অবলম্বন করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হাবিস ইবনে আওফ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

হিংস্র জন্তু কথা বলবে।

২১২৭. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا
 أَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَاعُ الْإِنْسَانَ
 وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةً سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فِخْذُهُ بِمَا أَحَدَثَ أَهْلُهُ
 مِنْ بَعْدِهِ .

২১২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যতক্ষণ

না কোন ব্যক্তির চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে বাক্যলাপ করবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। কেননা আল-কাসিম ইবনুল ফাদলের রিওয়ায়াত ছাড়া এ হাদীসটি আমাদের জানা নেই। হাদীসবেত্তাদের মতে আল-কাসিম ইবনুল ফাদল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান ও আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী তাঁকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে।

۲۱۲۸. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْثَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُوا .

২১২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একদা চাঁদ বিদীর্ণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সাক্ষী থাকো (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আনাস ও জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২১

ভূমিধস প্রসঙ্গে।

۳۱۶۹. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فَرَاتِ الْقَرَّازِ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالذَّابَّةَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسَفَ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفَ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَتَارَ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ

عَدَنَ تَسْوِقُ النَّاسِ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبَيَّتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُقْبِلُ مَعَهُمْ
حَيْثُ قَالُوا .

২১২৯। হুয়াইফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে এলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা দশটি আলামত না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না : (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে, (২) ইয়াজ্জ ও মাজ্জের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, (৩) দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তিনটি ভূমি ধ্বস হবে : (৪) একটি প্রাচ্যে (৫) একটি পাশ্চাত্যে এবং (৬) একটি আরব উপদ্বীপে, (৭) ইয়ামনের অন্তর্গত আদন (এডেন)-এর একটি গভীর কূপ থেকে অগুৎপাৎ হবে, যা মানুষকে তাড়িয়ে নেবে বা একত্র করবে, তারা যেখানে রাত যাপন করবে আশুনও সেখানে রাত কাটাতে এবং তারা যেখানে দিনের বেলায় বিশ্রাম করবে, আশুনও সেখানেই বিশ্রাম করবে (মু,না,দা,ই)।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে : আদ-দুখান অর্থাৎ ধোঁয়া নির্গত হবে। হান্নাদ-আবুল আহুওয়াস-ফুরাত আল-কাযযায (র) সূত্রেও সুফিয়ান-ওয়াকী (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। মাহমূদ ইবনে গাইলান-আবু দাউদ আত-তাইয়ালিসী-শোবা ও মাসউদী-ফুরাত আল-কাযযায (র) সূত্রে সুফিয়ান-ফুরাত সূত্রে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় দাজ্জাল ও ধোঁয়ার উল্লেখ আছে। আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আবুন নোমান আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী-শোবা-ফুরাত (র) সূত্রে আবু দাউদ-শোবা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আরো আছে : “কিয়ামতের দশম নিদর্শন হল এমন প্রবল বাতাস যা তাদেরকে সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপ করবে অথবা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ”। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুরায়রা, উম্মু সালামা ও সাফিয়্যা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢١٣٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمَرْهَبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ

حَتَّى يَفْزَوْا جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بَبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ حُسِفَ
بِأَوْلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ قَالَ
يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ .

২১৩০। সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ আল্লাহর এই ঘরের (কাবা) বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে না। অবশেষে একটি বাহিনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে যখন বায়দা নামক উপত্যকায় অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হবে তখন তাদের অগ্র-পশ্চাতের সবাইকে নিয়ে জমিন ধসে যাবে। তাদের মধ্যভাগের মানুষও পরিভ্রাণ পাবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যে যারা জোর-যবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে যোগদান করবে তাদের কি হবে? তিনি বলেন : আল্লাহ তাদের অন্তরের নিয়ান্ত অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুত্থান করবেন (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

۲۱۳۱. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رَيْعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسْفٌ وَمُسَخٌّ وَقَذْفٌ قَالَتْ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخَبْثُ .

২১৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস, দৈহিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আপতিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, যখন ঘণ্য পাপাচারের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমারীর স্বরণশক্তি দুর্বল বলে সমালোচনা করেছেন (অবশ্য তার ছোট ভাই উবাইদুল্লাহ সিকাহ রাবী)।

অনুচ্ছেদ ৪ ২২

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়।

২১৩২. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اطْلَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

২১৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে বসা ছিলেন। তিনি বলেন : হে আবু যার! তুমি কি জান এই সূর্য কোথায় যায় ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন : সে (আল্লাহর সমীপে) সিজদার অনুমতি প্রার্থনা করতে যায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয় এবং তাকে যেন বলা হয়, যে দিক থেকে তুমি এসেছ সেদিক থেকেই উদিত হও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন : “এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ভ্রমণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ” (সূরা ইয়াসীন : ৩৮) (বু, মু, দা, না)। তিনি (আবু যার) বলেন, এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআত।

আবু ইসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাফওয়ান ইবনে আসসাল, হুয়াইফা ইবনে উসাইদ, আনাস ও আবু মুসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৪ ২৩

ইয়াজ্জ ও মাজ্জের আত্মপ্রকাশ।

২১৩৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ

اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ مُحَرَّمًا وَجْهَهُ وَهُوَ يَقُولُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَرُدُّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ
مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجَ وَمَآجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ عَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَفْنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحُبُّ .

২১৩৩। যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগলেন, তখন তাঁর চেহারা লালবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে লাগলেন। তা তিনবার বলার পর তিনি বলেন : ঘনিয়ে আসা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। আজ ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ ফাঁক হয়ে গেছে। এই বলে তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সাহায্যে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে ইশারা করেন। যয়নব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বলেন : হাঁ, যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে (বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান (র) এ হাদীসকে উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হুমাইদী বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আমি যুহরীর নিকট এ হাদীসের সনদে চারজন মহিলার নাম মুখস্ত করেছি। যয়নব বিনতে আবু সালামা ও হাবীবা দুইজনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নীকন্যা (তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) ছিলেন। উম্মু হাবীবা ও যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা দু'জন ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। আমার প্রমুখ এ হাদীসটি যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা সনদে হাবীবাব উল্লেখ করেননি। ইবনে উয়াইনার কোন কোন শাগরিদ এই হাদীস ইবনে উয়াইনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা সনদে উম্মু হাবীবা (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ২৪

মারিকা অর্থাৎ খারিজীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

۲۱۳۴. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ زَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ

يَقْرَتُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ
الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

২১৩৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যমানায় একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে অপরিপক্ব ও নির্বোধ। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচের হাড়ও অতিক্রম করবে না। সৃষ্টির সেরা মানুষের কথাই তারা বলবে, কিন্তু দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক (তীর) শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

আবু ইসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু সাঈদ ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীস ছাড়াও উক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও হাদীস আছে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, “তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলার হাড়ও অতিক্রম করবে না, তীর যেরূপ শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায় তারাও দীন থেকে তদ্রূপ বেরিয়ে যাবে” উক্ত হাদীসসমূহে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা হল হারুরী প্রভৃতি খারিজী সম্প্রদায়।

অনুচ্ছেদ : ২৫

স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্ব দেখা দিবে।

২১৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمَلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي آثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ .

২১৩৫। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক আনসারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন অথচ আমাকে নিয়োগ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি (স্বার্থপরতা) দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে যতক্ষণ না হাওযে কাওসারে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয় (বু, মু, আ, না)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي آثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُّوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ .

২১৩৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার পরে তোমরা অচিরেই স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও তোমাদের অপছন্দনীয় বহু বিষয় দেখতে পাবে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! তখন আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বলেন : তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তা তোমরা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের অধিকার আন্বাহর কাছে প্রার্থনা করবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৬

কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের অবহিত করেছেন।

২১৩৭. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَرَّازُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيهَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ حَضْرَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا فَنَاطِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ إِلَّا فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَكَانَ فِيهَا قَالَ إِلَّا لَا يَمْنَعُنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهَيْبَتُنَا فَكَانَ فِيهَا قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامٍ عَامَةٍ يُرَكِّزُ لَوْأَهُ عِنْدَ أَسْتِهِ فَكَانَ فِيهَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ

أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَىٰ
 مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ كَافِرًا وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا
 وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَىٰ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ كَافِرًا
 وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ وَمِنْهُمْ
 سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ
 الْفَيْءِ أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ أَلَا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ
 الْفَيْءِ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ حَسَنُ
 الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَيِّئُ
 الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلَا وَخَيْرُهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ أَلَا وَشَرُّهُمْ
 سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلَا وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَا
 رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَأَنْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحْسَبُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصِقْ
 بِالْأَرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا أَلَّا
 كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ .

২১৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে একটু বেশী বেলা
 থাকতেই আসরের নামায পড়ে, অতঃপর ভাষণ দিতে দাঁড়ান। উক্ত ভাষণে
 কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটবে সেই সম্পর্কেই তিনি আমাদেরকে অবহিত
 করেন। কেউ সেগুলো স্মরণ রেখেছে এবং কেউ আবার তা ভুলে গেছে। তাঁর
 ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল : দুনিয়াটা সবুজ-শ্যামল ও সুমিষ্ট
 (আকর্ষণীয়), আর আল্লাহ তোমাদেরকে এর ওয়ারিস বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা
 কি করছ তা তিনি লক্ষ্য রাখছেন। শোন! দুনিয়া ও নারীদের ব্যাপারে সাবধান।
 তিনি আরো বলেন : সাবধান! কেউ যখন কোন সত্য কথা জানবে, তখন তাকে
 মানুষের ভয় যেন সেই সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, এই কথা
 বলে আবু সাঈদ (রা) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এরূপ

কত কাজ হতে দেখেছি কিন্তু তা বলতে মানুষকে ভয় করেছি। তিনি আরো বলেন : জেনে রাখ! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে ভীষণ কোন বিশ্বাসঘাতকতা নেই। তার এই পতাকা তার নিতম্বের কাছে স্থাপন করা হবে। সেদিনের আরও যেসব কথা আমরা স্বরণ রেখেছি তন্মধ্যে ছিল : শুনে রাখ! আদম-সন্তানদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের এক দল তো মুমিন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং মুমিন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের অপর দল কাফের অবস্থায় জন্মেছে, কাফের অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা গেছে। অপর দল মুমিন অবস্থায় জন্মেছে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে। অপর দল আবার কাফের অবস্থায় জন্মেছে, কাফের অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং মুমিন অবস্থায় মারা গেছে। জেনে রাখ! মানুষের মধ্যে কারো রাগ আসে দেরিতে এবং প্রশমিত হয় খুব তাড়াতাড়ি। আবার কারো রাগ আসে তাড়াতাড়ি এবং চলেও যায় তাড়াতাড়ি। সুতরাং এর জন্য এই। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে কারো রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় খুব দেরিতে। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে উত্তম হল যাদের রাগ আসে দেরিতে এবং চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি। আর তারাই খুব নিকৃষ্ট, যাদের রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় দেরিতে। জেনে রাখ! মানুষের মধ্যে কেউ পাওনা পরিশোধের বেলায়ও ভালো আবার পাওনা উসুলের ক্ষেত্রেও ভদ্র। আবার কেউ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট কিন্তু পাওনা উসুলের ক্ষেত্রে ভদ্র। আবার কেউ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে ভদ্র কিন্তু উসুলের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট। এক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে যায়। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে কারো পাওনা পরিশোধ নিকৃষ্ট এবং সে তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ভদ্র। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার পাওনা পরিশোধও নিকৃষ্ট এবং যে তাগাদা প্রদানেও অভদ্র। জেনে রাখ! রাসূল মানুষের অন্তরের অগ্নিস্কুলিংবত। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, রাগান্বিত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠে। সুতরাং তোমাদের কেউ এরূপ অনুভব করলে সে যেন মাটিতে লুটিয়ে যায় (তাহলে রাগ দূর হয়ে যাবে)। রাবী বলেন, আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে লাগলাম যে, তা এখনো অবশিষ্ট আছে কি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জেনে রাখ! তোমাদের এই দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে, সেই হিসাবে এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই যতটুকু আজকের এই দিনের অতিবাহিত হয়েছে তার তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে (আ, হা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মুগীরা ইবনে শোবা, আবু য়ায়েদ ইবনে আখতাব, হুযাইফা ও আবু মরিয়ম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো তাদের কাছে বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৭

সিরিয়াবাসীদের সম্পর্কে।

২১৩৮। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ .

২১৩৮। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সিরিয়াবাসীরা যখন খারাপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের আর কোন কল্যাণ নেই। তবে আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে। তাদেরকে অপমানিত করতে তৎপর ব্যক্তির কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র) বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) সে সম্প্রদায়টি হল হাদীসবেত্তাদের জামাআত (আ)। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়াল্লা, ইবনে উমার, য়ায়েদ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৩৯। حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَأْمُرُنِي قَالَ هَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ .

২১৩৯। বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য শুনে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে কোথায় বসবাসের নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন : এই দিকে। এই বলে তিনি হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইংগিত করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৮

আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না ।

২১৬. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

২১৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জারীর, ইবনে উমার, কুরয ইবনে আলকামা ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা আস-সুনাবিহী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৯

এমন এক বিপর্যয়কর যুগ আসবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে ভাল (নিরাপদ) থাকবে।

২১৬। حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ
فِتْنَةِ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا
سَتَكُونُ فِتْنَةً الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيِ
وَالْمَاشِيِ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيِ قَالَ أَفْرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِي وَوَسَطَ يَدُهُ إِلَيَّ
لِيَقْتُلَنِي قَالَ كُنْ كَابْنَ أَدَمَ .

২১৪১। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। খলীফা উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর (রাজনৈতিক) বিপর্যয় ও বিদ্রোহকালে সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই এমন এক বিপর্যয় দেখা দিবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে ভাল (নিরাপদ) থাকবে, আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চাইতে ভাল থাকবে, আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চাইতে ভাল থাকবে। সাদ (রা) বলেন, আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন যদি ফিতনাবাজ কোন ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে

এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়? তিনি বলেন : তুমি আদমের ছেলের (হাবীলের) মত হয়ে যাও (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, খাব্বাব ইবনুল আরাতি, আবু বাকরা, ইবনে মাসউদ, আবু ওয়াকিদ, আবু মূসা ও খারাশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। কেউ কেউ এ হাদীসটি লাইস ইবনে সাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদে আরও একজন রাবীর উল্লেখ আছে। এ হাদীসটি সাদ (রা)-এর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩০

অচিরেই অন্ধকার রাতের টুকরার মত বিপর্যয় দেখা দিবে।

২১৪২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسُ كَافِرًا وَيُؤْمِسُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

২১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অন্ধকার রাতের টুকরার মত বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। ঐ সময় সকালে যে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় যে মুমিন থাকবে সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দিবে (আ, যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৪৩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَّاحِبَ الْحُجْرَاتِ رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ .

২১৪৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠে বলেন : সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কতই না

বিপর্যয় অবতীর্ণ হয়েছে, কতই না অনুগ্রহের ভাগ্য নাইল হয়েছে। কে আছে এমন যে এই গৃহবাসীদের জাগাবে? দুনিয়াতে অনেক পোশাক পরিহিতা, পরকালে থাকবে উলংগ (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৪৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسِي كَافِرًا وَيُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

২১৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপর্যয় দেখা দিবে। সে সময় যে ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। একদল লোক পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রয় করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, জুনদুব, নোমান ইবনে বশীর ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে গরীব।

২১৪৫. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسِي كَافِرًا وَيُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحْرَمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعَرَضِهِ وَمَالِهِ وَيُؤْمِسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ وَيُؤْمِسِي مُحْرَمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعَرَضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ .

২১৪৫। হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসে তিনি আরও উল্লেখ করতেন যে, সেই বিপর্যয়কালে যে ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সে সকালে কাফের হয়ে যাবে। সকালে কোন ব্যক্তি তার অপরাধের রক্ত (প্রাণ), সম্মান ও সম্পদ (ধ্বংস করা) অবৈধ মনে করবে, অথচ সন্ধ্যায় সে এগুলো নিজের জন্য বৈধ মনে করবে। আবার

এক ব্যক্তি সন্ধ্যায় তার ভাইয়ের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ অবৈধ মনে করবে, অথচ সকালে সে এগুলো নিজের জন্য বৈধ মনে করবে।

২১৬৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ .

২১৪৬। আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। জৈনিক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল : আমাদের নেতারা যদি এমন হয় যে, তারা আমাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে না কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় আমরা কি করব বলে আপনি মনে করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (তাদের কথা) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর। কেননা তাদের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহি তাদেরকে করতে হবে এবং তোমাদের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহি তোমাদেরকে করতে হবে (মু)।

আবু দ্বিসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩১

ব্যাপক গণহত্যা চলাকালে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা।

২১৬৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنْ وُرَائِكُمْ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ .

২১৪৭। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে, যখন (দীনী) ইল্ম তুলে নেয়া হবে এবং হারাজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাবাজ কি? তিনি বলেন : ব্যাপক গণহত্যা (বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৪৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْأَهْرَجِ كَالْهَجْرَةِ إِلَى .

২১৪৮। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ব্যাপক গণহত্যা চলাকালে ইবাদত করা আমার নিকট হিজরতের সমতুল্য (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মুআল্লা ইবনে যিয়াদের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২১৪৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ أَبِي أَسْمَاءَ عَنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২১৪৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যখন তরবারি রাখা হবে (পরস্পর হানাহানি শুরু হবে) তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হবে না (হানাহানি বন্ধ হবে না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩২

বিপর্যয়কালে কাঠের তরবারি ধারণ।

২১৫০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِي الْغَفَارِيِّ قَالَتْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّ خَلِيلِي وَأَبْنَ عَمِّكَ عَهْدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ آتَخِذَ سَيْفًا مِّنْ حَشَبٍ فَقَدْ آتَخَذْتُهُ فَإِنْ شِئْتَ حَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكَهُ .

২১৫০। উদাইসা বিনতে উহ্বান ইবনে সাইফী আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমার পিতার কাছে আসেন এবং তার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান জানান। আমার পিতা তাকে বলেন, আমার পরম বন্ধু এবং আপনার চাচাতো ভাই (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, “মানুষ যখন পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হবে, তখন আমি যেন কাঠের তরবারি বানিয়ে নেই (অকেজো তরবারি রাখি যাতে যুদ্ধে বা ফিতনায় জড়াতে না হয়)। বর্তমানে আমি তাই করেছি। এখন আপনি চাইলে আমি সেটি নিয়েই আপনার সাথে যেতে পারি। রাবী বলেন, অতঃপর আলী (রা) তাকে স্বঅবস্থায় রেখে গেলেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২১৫১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرْوَانَ عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ كَسَرُوا فِيهَا قَسِيكُمْ وَقَطَعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَأَلْزَمُوا فِيهَا أَجْوَابَ بِيُوتِكُمْ وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ .

২১৫১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা প্রসঙ্গে বলেন : এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেঙে ফেল, ধনুকের ছিল কেটে ফেল, তোমাদের ঘরের কোণে অবস্থান কর এবং আদম (আ) পুত্রের (হাবীল) মত হয়ে যাও (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে সারওয়ান হলেন আবু কায়েস আল-আওদী।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

কিয়ামতের শর্তাবলী (আলামত) প্রসঙ্গে।

২১৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الرِّثَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقْلُ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمٌ وَاحِدٌ .

২১৫২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমার পরে আর কেউ তোমাদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করবেন না, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের নিদর্শন হল : 'ইল্ম (দীনী জ্ঞান) উঠে যাবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে, মদ পান করা হবে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের একজন মাত্র তত্ত্বাবধায়ক পুরুষ থাকবে (আ, বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

(পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর নিকৃষ্টতর হবে)।

٢١٥٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلَقْنَا مِنْ أَكْجَاجٍ فَقَالَ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২১৫৩। যুবায়ের ইবনে আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর কাছে এসে আমাদের উপর হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে যুলুম-নির্যাতন চলছিল সে সম্পর্কে তার নিকট অভিযোগ করলাম। তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিটি বছর পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হবে, যাবত না তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হও। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ কথা শুনেছি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ .

২১৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীতে যত দিন আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার মত কেউ থাকবে তত দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না (আ, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-খালিদ ইবনুল হারিস-হমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই সনদসূত্রে হাদীসটি মরফু হিসাবে বর্ণিত হয়নি। আর এই রিওয়ায়াত প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

(নিকৃষ্ট লোকেরা জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী হবে)।

২১৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالْدُنْيَا لُكْعُ ابْنِ لُكْعٍ .

২১৫৫। হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে পর্যন্ত না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা দুনিয়ায় ভাগ্যবান হবে, তত দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এ হাদীসটি কেবল আমর ইবনে আবু আমরের সূত্রে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

(জমীন তার অভ্যন্তরস্থ সম্পদ উদগীরণ করে দিবে)।

২১৫৬. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَقَىُّ الْأَرْضِ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُورَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ
فِيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا قُطِعَتْ يَدِي وَبَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي
هَذَا قَتَلْتُ وَبَجِيءُ الْقَاطِعِ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ رَحْمِي ثُمَّ يَدْعُونَهُ
فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا .

২১৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (এমন এক সময় আসবে) যখন যমীন তার সোনা-রূপার সমস্ত খনিজ ভাণ্ডার কলিজার টুকরার মত স্তূপাকারে বের করে দিবে। তখন চোর এসে বলবে, এ সম্পদের কারণেই তো আমার হাত কাটা গেছে। ঘাতক (হস্তা) এসে বলবে, এ সম্পদের জন্যই তো আমি হত্যা করেছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এসে বলবে, এ সম্পদের কারণেই তো আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করেছি। অতঃপর তারা এ সম্পদ ছেড়ে যাবে, তা থেকে কিছুই নেবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল এ সূত্রেই হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

(আমার উম্মাতের মধ্যে ১৫টি অসৎ কাজের প্রসার হলে তাদের উপর গযব নাযিল হবে)।

২১৫৭. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ أَبُو
فُضَالَةَ الشَّامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتَ أُمَّتِي
خَمْسَ عَشْرَةَ خُضَلَّتْ حُلٌّ بِهَا الْبِلَاءُ فَقِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا
كَانَ الْمَغْنَمُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزُّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ
أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَّ أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ
الْقَوْمِ أَرْدَلَهُمْ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَبَسَ الْحَرِيرُ
وَآتَخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ
ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْحًا .

২১৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাত যখন পনরটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বিপদ-মুসীবত আপতিত হবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেগুলো কি কি? তিনি বলেন : যখন গানীমাতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানত লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাত জরিমানারূপে গণ্য হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর সাথে সদ্যবহার করা হবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে, মসজিদে শোরগোল করা হবে, সবচাইতে নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কোন লোককে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হবে, নর্তকী-গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে, বাদ্যযন্ত্রসমূহের কদর করা হবে এবং এই উম্মাতের শেষ যমানার লোকেরা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধস অথবা চেহারার বিকৃতির আঘাতের অপেক্ষা করবে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উক্ত সূত্রেই এটিকে আলী (রা) বর্ণিত হাদীসরূপে জানতে পেরেছি। আল-ফারাজ ইবনে ফাদালা (র) ব্যতীত আর কেউ এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন হাদীসবেত্তা আল-ফারাজ ইবনে ফাদালা সমালোচনা করেছেন এবং স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াকী (র) এবং আরো কতিপয় রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৫৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْمُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَمِيْعِ الْجَذَامِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ مَعْنَمًا وَالزُّكَاةُ مَقْرَمًا وَتَعَلَّمَ لَغِيْرَ الدِّيْنِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةُ فَاسْقَهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا

حَمْرَاءَ وَزُرْكَهٗ وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَأَيَّاتٍ تَتَابَعُ كِنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ
سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ .

২১৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন গানীমাতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানতের মাল লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার প্রচলন হবে, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হবে কিন্তু নিজ মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নিবে, কিন্তু পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, মসজিদে কলরব ও হট্টগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোন মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখানো হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদপান করা হবে, এই উম্মাতের শেষ যমানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধস, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণরূপ শাস্তির এবং আরো আলামতের অপেক্ষা করবে যা একের পর এক নিপতিত হতে থাকবে, যেমন পুরানো পুঁতির মালা ছিড়ে গেলে একের পর এক তার পুঁতি ঝরে পড়তে থাকে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানেতে পেরেছি।

২১৫৯. حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَدُوسِ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَبِيئَاتُ
وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتِ الْحُمُورُ .

২১৫৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ উম্মাতের মধ্যে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণরূপ শাস্তি নেমে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব শাস্তি কখন হবে? তিনি বলেন : যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র প্রসার লাভ করবে এবং মদপানের সয়লাব শুরু হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমাশ-আবদুর রহমান ইবনে বাসেত-নবী (সা) সূত্রে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে।

অনুব্ধেদ : ৩৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : আমার প্রেরণ ও কিয়ামত এই দুই আঙ্গুলের মত কাছাকাছি ।

২১৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْبِيِّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ الْفَهْرِيِّ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هَذِهِ لِإِضْبَاعِهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

২১৬০। আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ আল-ফিহরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তো কিয়ামতের স্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটতর সময়ে) প্রেরিত হয়েছি। আমি তার অগ্রে এসেছি মাত্র যেমন এটি ও এটি অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে যতটুকু দূরত্ব (আমার ও কিয়ামতের মধ্যে তদ্রূপ নিকটতর দূরত্ব)।

আবু ঈসা বলেন, আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। কেননা এই সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

২১৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَاءَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى فَمَا فَضَلَ أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى .

২১৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার প্রেরণ ও কিয়ামত হওয়ার মাঝে এতটুকু ব্যবধান, যেমন এ দু'টি। আবু দাউদ (র) তার তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলের মাধ্যমে ইশারা করে দেখান। এই দুইটির মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই (আ,বু,মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

ছুরীদের সাথে যুদ্ধ।

২১৬২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَانَ وَجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ.

২১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের পাদুকা হবে চুলের তৈরী। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যাবত না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চেহারা হবে বহু স্তরবিশিষ্ট ঢালের মত (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর সিদ্দীক, বুরাইদা, আবু সাঈদ, আমর ইবনে তাগলিব ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪০

কিসরার পতনের পর আর কোন কিসরা হবে না।

২১৬৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

২১৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (পারস্য সম্রাট) কিসরার পতনের পর আর কোন কিসরা ক্ষমতাসীন হবে না এবং (রোম সম্রাট) কাইজারের পতনের পরও আর কোন কাইজার ক্ষমতাসীন হতে পারবে না। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! এই দুই রাজ্যের সমস্ত ধনভাণ্ডার আদ্বাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪১

হিজায়ের দিক থেকে একটি অগ্নুৎপাত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ।

২১৬৪ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ .

২১৬৪ । সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে হাদরামাওত থেকে অথবা অচিরেই হাদরামাওতের (সাগরের) দিক থেকে একটি অগ্নুৎপাত হবে এবং তা লোকদেরকে একত্র করবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের তখন কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বলেন : তোমরা সিরিয়াতেই অবস্থান করবে (আ) ।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে হুয়াইফা ইবনে উসাইদ, আনাস, আবু হুরায়রা ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং ইবনে উমার (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে গরীব ।

অনুচ্ছেদ : ৪২

কতিপয় ডাহা মিথ্যাবাদীর (নুবুওয়্যাতের দাবিদারের) আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ।

২১৬৫ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ .

২১৬৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রায় ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদী প্রত্যেকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না । তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (আ, দা, বু, মু) ।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قِبَائِلُ مَنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي .

২১৬৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না, এমনকি তারা মূর্তিপূজাও করবে। অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন ডাहा মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যুক ও এক নরঘাতকের আবির্ভাব হবে।

২১৬৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُضْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَقِيفٍ كَذَابٌ وَمُبِيرٌ .

২১৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতকের জন্ম হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে ওয়াকিদ-শারীক (র) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল শারীকের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। শারীক বলেন, রাবী আবদুল্লাহ ইবনে উস্ম এবং ইসরাঈল বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাহ। আবু ঈসা আরও বলেন,

কথিত আছে যে, এ মিথ্যাবাদী ব্যক্তিটি হল মুখতার ইবনে আবু উবাইদ এবং রক্তপিপাসু নরঘাতক হল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (এরা উভয়ে সাকীফ গোত্রীয়)। আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে সাল্‌ম আল-বালখী-নাদর ইবনে শুমাইল-হিশাম ইবনে হাসসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যেসব লোককে শ্রেফতার করে এনে হত্যা করে তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

তৃতীয় যুগের বর্ণনা।

২১৬৮. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيَحِبُّونَ السَّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَلَوْهَا .

২১৬৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার যুগই হল সর্বোৎকৃষ্ট যুগ, অতঃপর এর নিকটবর্তীদের যুগ, অতঃপর এর নিকটবর্তীদের যুগ। অতঃপর এমন যুগ আসবে যখনকার লোকেরা হবে স্থূলদেহী এবং তারা স্থূলদেহী হতে পছন্দ করবে। সাক্ষ্য চাওয়া না হলেও তারা সাক্ষ্য দিবে।

আবু ইসা বলেন, এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইল এ হাদীসটি আমাশ-আলী ইবনে মুদরিক-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর একাধিক হাফেয রাবী-আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তারা রাবী আলী ইবনে মুদরিকের উল্লেখ করেননি। হুসাইন ইবনে হুরাইস (র) ওয়াকী-আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী বলেন) এ সূত্রটি আমার মতে মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের সূত্র অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। এ হাদীসটি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২১৬৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ ابْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي

الْقَرْنَ الَّذِي بُعِثَتْ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّلَاثَ أَمْ لَا ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْسُؤُ فِيهِمُ السَّمَنُ .

২১৬৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যে যুগে যাদের মধ্যে খেরিত হয়েছে সেই যুগের আমার উম্মাতই হল শ্রেষ্ঠ; অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের লোক। রাবী বলেন, তৃতীয় যুগের কথা বলা হয়েছে কি না আমি জানি না। অতঃপর এমন কিছু লোকের উদ্ভব হবে যাদের কাছে সাক্ষ্য না চাওয়া হলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না এবং তাদের মধ্যে স্থলদেহী লোকের বিস্তার ঘটবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

খলীফাগণ সম্পর্কে।

٢١٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبِيدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمُهُ فَسَأَلْتُ الَّذِي يَلِينِي فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .

২১৭০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে বারোজন শাসক হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কি যে বললেন, আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার নিকটের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাদের প্রত্যেকেই হবে কুরাইশ বংশীয় (দা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু কুরাইব-উমার ইবনে উবাইদ-তার পিতা-আবু বাকর ইবনে আবু মূসা-জাবির ইবনে সামুরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু মূসা-জাবির ইবনে সামুরা (রা) সূত্রে এটিকে গরীব বলা হয়। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

(যে আল্লাহর নিযুক্ত শাসককে অপমান করে) ।

২১৭১ . حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَهْرَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَوْسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مَنِيرِ بْنِ
عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ رِقَاقٍ فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ أَنْظِرُوا إِلَى أَمِيرِنَا
يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَشْكُتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ .

২১৭১ । যিয়াদ ইবনে কুসাইব আল-আদাবী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন,
আমি আবু বাক্‌রা (রা)-র সাথে ইবনে আমেরের মিশরের নিকট বসা ছিলাম । তিনি
তখন সূক্ষ্ম মিহি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ভাষণ দিচ্ছিলেন । আবু বিলাল বলেন,
তোমরা আমাদের শাসকের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তিনি পাপিষ্ঠদের অনুরূপ পোশাক
পরিধান করেছেন । আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, তুমি চুপ কর, আমি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর
নিযুক্ত শাসককে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমান করবেন (নাসাই) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

খিলাফত প্রসঙ্গে ।

২১৭২ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
لَوْ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ إِنْ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ لَمْ اسْتَخْلَفْ لَمْ
يَسْتَخْلَفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২১৭২ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব
(রা)-কে বলা হল, আপনি যদি আপনার পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যেতেন!
তিনি বলেন, আমি যদি পরবর্তী খলীফা মনোনীত করি তবে আবু বাক্‌র (রা)-ও
পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন । আর আমি যদি পরবর্তী খলীফা মনোনীত

করে না যাই (তাও যথার্থ হবে), তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাননি। এ হাদীসে আরও দীর্ঘ ঘটনা আছে (যা সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ইমারা-র প্রথমদিকে উল্লেখিত) (বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

۲۱۷۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ لِي أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ قَالَ كَذَبُوا بَنُوا الزَّرْقَاءَ بَلْ هُمْ مَلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ .

২১৭৩। সাঈদ ইবনে জুহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফীনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের খিলাফতের মেয়াদ হবে ত্রিশ বছর, অতঃপর হবে রাজতন্ত্র। অতঃপর সাফীনা (রা) আমাকে বলেন, তুমি আবু বাকর (রা)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। অতঃপর বলেন, উমার ও উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। অতঃপর বলেন, আলী (রা)-র খিলাফতকালও গণনা কর। আমরা গণনা করে এর মেয়াদ ত্রিশ বছরই পেলাম। সাঈদ (র) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, বনু উমাইয়্যার লোকেরাও দাবি করে যে, তাদের মাঝেও খিলাফত বিদ্যমান? তিনি বলেন, যারকার সন্তানেরা মিথ্যা বলছে, বরং তারা তো নিকৃষ্ট রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী (আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার ও আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলাফতের বিষয়ে কোন স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি অবশ্য একাধিক রাবী সাঈদ ইবনে জুমহান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল তার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

১. বনু উমাইয়াদের পূর্বপুরুষের মাঝে যারকা নামী জনৈক মহিলা ছিলেন (অনু.)।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

কিয়ামত পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলীফা হবে ।

২১৭৪ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْهَدَيْلِ يَقُولُ كَانَ نَاسٌ مِّنْ رَّبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَكْرِ ابْنِ وَاثِلٍ لَتَتَّهَيْنَ فُرَيْشٌ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمُوهٍ مِّنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فُرَيْشٌ وَوَلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২১৭৪ । হাবীব ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুযাইল (র)-কে বলতে শুনেছি : রবীআ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আমার ইবনুল আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল । বাকর ইবনে ওয়াইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, কুরাইশদের অবশ্যই অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত । নতুবা আল্লাহ এ (খিলাফতের) দায়িত্ব আরব ও অনারবদের দিবেন । আমার ইবনুল আস (রা) বলেন, তুমি ভুল বলেছ । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ভালোমন্দ সব অবস্থায় কুরাইশগণ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত জনগণের নেতৃত্ব দিবে (আ) ।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব ।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

(জাহজাহ নামীয় মুক্তদাসের রাজ্যাধিকারী হওয়া) ।

২১৭৫ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهَّاهُ .

২১৭৫ । উমার ইবনুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন : ‘জাহ্‌জাহ্‌’ নামক জনৈক মুক্তদাস রাজা না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামত) হবে না (যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৫০

পথভ্রষ্টকারী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে।

২১৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي إِسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْدُلُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

২১৭৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমি পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরই আশংকা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : আল্লাহর হুকুম (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী অবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত করতে চাইবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না (যু, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি : আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। আলী (র) তাদের সম্পর্কে বলেন, এরা হল হাদীস বিশারদগণ।

অনুচ্ছেদ : ৫১

ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে।

২১৭৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زُرَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي إِسْمُهُ أَسْمِي .

২১৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবী ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না আরবের অধিপতি হবে আমার পরিবারের এক ব্যক্তি। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু সাঈদ, উম্মু সালামা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجُبَّارِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلِيُّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي قَالَ عَاصِمٌ وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَّ .

২১৭৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার পরিবারের একজন লোক রাজ্যাধিপতি হবে, তার নাম আমার নামের অনুরূপ হবে। আসেম (র) বলেন, আবু সালেহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়া ধ্বংসের মাত্র এক দিনও যদি বাকী থাকে, তবে আল্লাহ সে দিনটিকেই তার রাজত্বের জন্য দীর্ঘায়িত করে দিবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصَّدِّيقِ النَّاجِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِينَا حَدَّثُ فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا زَيْدُ الشَّاكِّ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ سَنِينَ قَالَ فَيَجِيءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي أَعْطِنِي قَالَ فَيَجِيءُ لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ .

২১৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নতুন কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে। সুতরাং আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ

ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : আমার উম্মাতের মাঝে মাহ্‌দীর আবির্ভাব হবে, সে পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় পর্যন্ত জীবিত থাকবে (যায়েদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, উর্ধ্বতন রাবী কোন্ সংখ্যাটি বলেছেন)। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই সংখ্যায় কি বুঝায়? তিনি বলেন : বছর। মানুষ তার কাছে এসে বলবে, হে মাহ্‌দী! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর সে তার কাপড় বা খলেতে যতটুকু বহন করে নিতে সক্ষম হবে তিনি ততটুকু তাকে দান করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অন্যান্য সূত্রেও আবু সাঈদ (রা)-এর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবুস সিদ্দীক আন-নাজীর নাম বাকর ইবনে আমর, মতান্তরে বাকর ইবনে কায়স।

অনুচ্ছেদ : ৫২

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কে।

২১১৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَمَ حَكَمًا مَقْسُطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَقْبِضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ .

২১৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ন্যায়বিচারক শাসক হিসাবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিয্যা রহিত করবেন। তখন ধন-সম্পদের এতই প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

দাজ্জাল প্রসংগে।

২১১৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ

نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ الْأَقْدَانُذَرِ الدَّجَالِ قَوْمَهُ وَأَنِّي أَنْذَرُكُمْوَهُ فَوَصَّفَهُ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيَذُرُّكَ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَوْ سَمِعَ
كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ مِثْلَهَا يَعْنِي الْيَوْمَ
أَوْ خَيْرٌ .

২১৮১। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নূহ (আ)-এর পর থেকে এমন কোন নবী আসেননি যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে তাঁর জাতিকে সতর্ক করেননি। আর আমিও তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দাজ্জালের পরিচয় বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, যারা আমাকে দেখেছে বা আমার কথা শুনেছে তাদের কেউ হয়ত তার সাক্ষাত পাবে। উপস্থিত জনতা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে সময় আমাদের অন্তরের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বলেন : বর্তমানে যেমন আছে বা তার চাইতেও ভাল হবে (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে বুসর, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-জুযায়ঈ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি হাসান ও গরীব। কেবল খালিদ আল-হাযযার সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র নাম আমার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

দাজ্জালের আবির্ভাবের লক্ষণ।

২১৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ
فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأَنْذَرُكُمْوَهُ وَمَا مِنْ
نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا
لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ

وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمئِذٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فَتَنَتَهُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ عَيْنِيهِ كَفَّرَ يَقْرَأُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ .

২১৮২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বলেন : আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে তাঁর জাতিকে সাবধান করেননি, এমনকি নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই যা অন্য কোন নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। নিশ্চয়ই সে হবে কানা। অথচ আল্লাহ তো কানা নন। যুহরী (র) বলেন, উমার ইবনে সাবিত আনসারী (র) আমাকে বলেছেন, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন জনগণকে ফিতনা সম্পর্কে সাবধান করতে গিয়ে বলেন : জেনে রাখ, তোমাদের কেউই মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পাবে না, অধিকন্তু তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে। যে ব্যক্তি তার কাণ্ডক্রিয়া অপছন্দ করবে, সে তা পড়তে সক্ষম হবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২১৮৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقَاتَلَكُمْ الْيَهُودُ فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتَلَهُ .

২১৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাতে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। এমনকি পাথর পর্যন্ত বলবে, হে মুসলিম! এই যে আমার আড়ালে এক ইহুদী (লুকিয়ে) আছে, তাকে হত্যা কর (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫৫

দাজ্জাল কোথা থেকে আবির্ভূত হবে?

২১৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي التِّيَّاحِ عَنِ الْمُغْفِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَّاسَانُ يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَانَ وَجُوهُهُمْ المَجَانُ المَطْرَقَةُ .

২১৮৪। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন : দাজ্জাল প্রাচ্যের ‘খোরাসান’ থেকে আবির্ভূত হবে। এমন কতক জাতি তার অনুসরণ করবে, যাদের চেহারা হবে স্তরবিশিষ্ট চওড়া ঢালের মত (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অধিকন্তু এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে শাওযাব প্রমুখ আবু তাইয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল আবু তাইয়্যাহর সূত্রেই এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

দাজ্জাল আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ।

২১৮৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبَةَ السُّكُونِيِّ عَنْ أَبِي بَحْرِيَةَ صَاحِبِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَلْحَمَةُ العُظْمَى وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ .

২১৮৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহা হত্যাকাণ্ড, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে সাত মাসের মধ্যে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাব ইবনে জাসসামা, আবদুল্লাহ ইবনে বুসর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত

আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। মাহমূদ ইবনে গাইলান-আবু দাউদ-শোবা-ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ-আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কনষ্টান্টিনোপল বিজয় সংঘটিত হবে কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে। মাহমূদ বলেন, এ হাদীসটি গরীব। 'কনষ্টান্টিনোপল' রোম সাম্রাজ্যের (বর্তমান তুরস্কের) একটি প্রসিদ্ধ শহর। দাঙ্জালের আবির্ভাবকালে এটা বিজিত হবে। এটা অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবীদের যমানায় (আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে) বিজিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪৫৭

দাঙ্জালের অনাচার।

২১১৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْأَخْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفِضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدُّجَالَ الْغَدَاةَ فَخَفِضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدُّجَالَ أَخَوْفُ لِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيهٌ بِعَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ قَطَنِ فَمَنْ رَأَاهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَشَمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَثْبِتُوا (الْبُثُورَا) قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمَ كَسَنَةِ وَيَوْمَ كَشْهَرِ

وَيَوْمَ كَجُمُعَةٍ وَسَآئِرِ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ
الَّذِي كَالسَّنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَقْدُرُوا لَهُ قَالَ قُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي
الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُكَذِّبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَتَتَّبِعُهُ
أَمْوَالُهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ
فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فْتُمْطِرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ
تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ فَتَرَوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًّا وَأَمَدَهُ حَوَاصِرَ
وَأَذْرَهُ ضُرُوعًا قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْخَرِيَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرَجِي كُنُوزَكَ فَيَنْصَرِفُ
مِنْهَا فَيَتَّبِعُهُ كَيْعَاسِيبِ النُّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا شَابًا مُمْتَلِنًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ
بِالسِّيفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبَلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهَهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ
كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَرْقِي دِمَشْقَ عِنْدَ الْمِنَارَةِ
الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَأَضَعَا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ
قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ قَالَ وَلَا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ يَعْنِي
أَحَدَ الْأَمَاتِ وَرِيحَ نَفْسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ
لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَيَلْبِثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ يُوحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ
حَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانَ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ
قَالَ وَبَيَّعْتُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَآجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَنْسَلُونَ قَالَ فَيَمُرُّ أَوْلَهُمْ بِبَحِيرَةِ الطَّبْرِيةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا
أَخْرَهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ
بَيْتِ مَقْدِسٍ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلَنَقْتُلَ مَنْ فِي السَّمَاءِ
فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مُحْرَمًا دَمًا

وَحَاصِرُ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا
لأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ قَالَ فَيَرْغَبُ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ
وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ قَرَسَى
مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَيَهْبِطُ عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ
شِبْرِ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهْمَتُهُمْ وَتَنَّتُهُمْ وَدَمَاؤُهُمْ قَالَ فَيَرْغَبُ عَيْسَى إِلَى اللَّهِ
وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ قَالَ فَتَحْمِلُهُمْ
فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبَلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَسِيهِمْ وَنَشَابِهِمْ وَجَعَابِهِمْ
سَبْعَ سِنِينَ قَالَ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطْرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتٌ وَرٍ وَلَا مَدْرٍ قَالَ
فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلْفَةِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَخْرَجِي ثَمْرَتَكَ
وَرُدِّي بَرَكَتَكَ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعَصَابَةُ مِنَ الرَّمَانَةِ وَيَسْتَنْظِلُونَ بِقِحْفِهَا
وَيُبَارِكُ فِي الرَّسْلِ حَتَّى أَنْ الْفِتَامَ مِنَ النَّاسِ لِيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْإِيلِ
وَأَنْ الْقَبِيلَةَ لِيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْبَقْرِ وَأَنْ الْفَخْدَ لِيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ
الْغَنَمِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَبَقِيَ
سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا يَتَهَارَجُ الْحُمْرُ فَعَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ .

২১৮৬। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা জন্মাল যে, সে হয়ত খেজুর বাগানের ওপাশেই বিদ্যমান। রাবী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে চলে গেলাম, অতঃপর বিকালে আবার হাযির হলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতির আলামত দেখে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকালে আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, সে বোধ হয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেন : দাজ্জাল ছাড়াও তোমাদের ব্যাপারে আমার আরও কিছু আশংকা আছে। আমার জীবদ্দশায় সে যদি তোমাদের

মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হব। আর আমার অবর্তমানে যদি সে প্রকাশিত হয়, তাহলে তোমরাই তার প্রতিপক্ষ হবে। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহই আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুখিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আবদুল উযযা ইবনে কাতান সদৃশ। তোমাদের মধ্যে কেউ তার সাক্ষাত পেলে সে যেন সূরা কাহুফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। তিনি বলেন : সে আত্মপ্রকাশ করবে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল থেকে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেন : চল্লিশ দিন। এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান এবং এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো তোমাদের বর্তমান দিনের সমান হবে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে এক দিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন : না, বরং তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নেবে (এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে)। আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে তার চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বলেন : তার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায়; অতঃপর সে কোন জাতির কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজের দলে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট থেকে প্রস্থান করবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পেছনে পেছনে চলে আসবে। পরদিন সকালে তারা নিজেদেরকে নিঃশব্দ অবস্থায় পাবে। অতঃপর সে আরেক জাতির নিকট গিয়ে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে আদেশ করবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে জমিনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। অতঃপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোরা ভেতরের খনিজ ভাগর বের করে দে। অতঃপর সে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং সেখানকার ধনভাগর তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছির রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। অতঃপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহ্বান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করে ফেলবে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সামনে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায়

এদিকে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা নীচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উঁচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তাঁর নিঃশ্বাস যাকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তাঁর শ্বাস-বায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে 'লুদ্'-এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। তিনি বলেন : আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এভাবে তিনি অতিবাহিত করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠাবেন : “আমার বান্দাদেরকে ত্বর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা আমি এমন একদল বান্দা নাযিল করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই”। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ ইয়াজ্জ-মাজ্জের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হল, “তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে” (সূরা আশিয়া : ৯৬)। তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এখান দিয়ে এদের শেষ দলটি অতিক্রমকালে বলবে, এই জলাশয়ে নিশ্চয়ই কোনকালে পানি ছিল। অতঃপর বায়তুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছে তাদের অভিযান শেষ হবে। তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো পৃথিবীর বাসিন্দাদের শেষ করেছি, এবার চল আসমানের বাসিন্দাদের শেষ করি। এই বলে তারা আসমানের দিকে তাদের তীর ছুড়বে। আল্লাহ তাদের তীরসমূহ রক্ত রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের এক শত দীনারের চাইতে বেশী উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করবেন। আল্লাহ তখন তাদের (ইয়াজ্জ-মাজ্জ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে ‘নাগাফ’ নামক কীটের উদ্ভব করবেন। অতঃপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। তখন ঈসা (আ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তিনি সেখানে এমন এক বিষত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না থাকবে। অতঃপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী পাঠাবেন। সেই পাখী ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর খাদে নিক্ষেপ করবে। মুসলমানগণ এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তৃণীরাগুলো সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানীরূপে ব্যবহার করবে। অতঃপর আল্লাহ এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে

এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসলসমূহ বের করে দে এবং বরকত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। দুধেও এমন বরকত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় কিছু দিন যাওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ এমন এক বাতাস পাঠাবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে কেবল দু'চরিত্রের লোক যারা গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে নারী সঙ্যোগে লিপ্ত হবে। অতঃপর তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে (আ, মু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব, হাসান ও সহীহ। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবিরের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

দাজ্জালের পরিচয়।

২১৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَالِ فَقَالَ الْإِنُّ رَيْكُمُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ الْإِنُّ وَأَنَّهُ أَعْوَرٌ عَيْنُهُ الْيَمْنَى كَأَنَّهَا عَيْنَةٌ طَافِيَةٌ .

২১৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : জেনে রাখ, তোমাদের রব কানা নন। জেনে রাখ, দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটি মনে হবে যেন ফুলে উঠা একটি আংগুর (বু, মু)।

আবু ইসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাদ, হুয়াইফা, আবু হুরায়রা, আসমা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু বাকরা, আইশা, আনাস, ইবনে আব্বাস ও ফালতান ইবনে আসিম (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৫৯

দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

২১৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَأْتِي الدُّجَالَ الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدُّجَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

২১৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জাল মদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পাবে যে, ফেরেশতাগণ তা পাহারা দিচ্ছেন। অতএব আল্লাহর ইচ্ছায় মহামারী ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ফাতিমা বিনতে কায়েস, মিহজান, উসামা ইবনে যায়েদ ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ।

২১৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانُ وَالْكَفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفِدَّادَيْنِ أَهْلُ الْخَيْلِ وَأَهْلُ الْوَبْرِ يَأْتِي الْمَسِيحُ (أَيَ الدُّجَالَ) إِذَا جَاءَ دُبْرَ أَحَدٍ صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهَنَالِكَ يَهْلِكُ .

২১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঈমান হল ইয়ামানে, কুফর হল প্রাচ্যে, বকরীওয়ালাদের মধ্যে আছে শান্তি এবং উচ্চৈশ্বরে চিৎকারকারী ঘোড়াওয়ালারা ও উটওয়ালাদের মধ্যে আছে গর্ব-অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছা। দাজ্জাল মাসীহ আত্মপ্রকাশ করে যখন উহদের পশ্চাতে হাযির হবে, তখন ফেরেশতারা তার চেহারা (চলার গতি) সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬০

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

২১৯০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمَّعَ بْنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ
بِيَابِ لُدٍّ .

২১৯০। আমর ইবনে আওফ গোত্রের আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (র) বলেন, আমি আমার চাচা মুজাম্মে ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'লুদ্'-এর দ্বারপ্রান্তে ঈসা (আ) দাজ্জালকে নিপাত করবেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন, নাফে ইবনে উতবা, আবু বারযা, হুযাইফা ইবনে উসাইদ, আবু হুরায়রা, কায়সান, উসমান ইবনে আবুল আস, জাবির, আবু উমামা, ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, সামুরা ইবনে জুনদুব, নাওয়াস ইবনে সামআন, আমর ইবনে আওফ ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-র সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬১

(কানা দাজ্জালের কপালে 'কাফের' লেখা থাকবে)।

٢١٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَتَدَّرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَّ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر .

২১৯১। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন কোন নবী প্রেরিত হননি, যিনি তাঁর জাতিতে কানা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করেননি। জেনে রাখ, সে অবশ্যই কানা হবে। আর তোমাদের রব তো অন্ধ নন। ঐ মিথ্যাবাদীর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬২

ইবনে সাইয়্যাদ প্রসঙ্গে।

٢١٩٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَحِبْنِي ابْنُ صَائِدٍ إِمَّا حُجْبًا وَإِمَّا مُعْتَمِرِينَ

فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتَرَكْتُ اَنَا وَهُوَ فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ اِقْشَعَرَّتْ مِنْهُ وَاسْتَوْحِشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تَلِكَ الشَّجْرَةَ قَالَ فَاَبْصَرَ غَنَمًا فَاَخَذَ الْقَدْحَ فَاَنْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ ثُمَّ اَتَانِي بِلَبَنٍ فَقَالَ لِي يَا اَبَا سَعِيدٍ اشْرَبْ فَكَرِهْتُ اَنْ اشْرَبَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا لَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَانَفَ وَاَنِي اَكْرَهُ فِيهِ اللَّبَنَ قَالَ لِي يَا اَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُخَذَ حَبْلًا فَاَوْثَقَهُ اِلَى الشَّجْرَةِ ثُمَّ اَخْتَنَقَ لَمَّا يَقُولُ النَّاسُ لِي وَفِي اَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثِي فَلَنْ يُخْفِيَ عَلَيْكُمْ السُّتْمُ اَعْلَمَ النَّاسُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ كَافِرٌ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ عَقِيمٌ لَا يُوَلِّدُ لَهُ وَقَدْ خَلَفْتُ وَكَلِدِي بِالْمَدِينَةِ اَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ اَوْ لَا تَحِلُّ لَهُ مَكَّةُ اَلَسْتُ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ ذَا اَنْطَلَقَ مَعَكَ اِلَى مَكَّةَ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِيْ بِهَذَا حَتَّى قُلْتُ فَلَعَلَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا سَعِيدٍ وَاللّٰهِ لَا خُبْرَتِكَ خَيْرًا حَقًّا وَاللّٰهُ اِنِّي لَا عَرْفُهُ وَاَعْرِفُ وَالِدَهُ اَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الْاَرْضِ فَقُلْتُ تَبًّا لَكَ سَائِرِ الْيَوْمِ .

২১৯২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে ইবনে সাইয়্যাদ একদা আমার সাথী হল। সমস্ত লোক চলে গেল কিন্তু আমি ও সে পেছনে পড়ে গেলাম। আমি তার সাথে একা হয়ে গেলে লোকেরা তার সম্পর্কে যা বলাবলি করত তা মনে উদয় হলে আমি শংকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। এক স্থানে আমি বিশ্বামের জন্য অবতরণ করে তাকে বললাম, ঐ গাছের কাছে তোমার মালপত্র রেখে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর সে এক পাল বকরী দেখে একটি পেয়লা নিয়ে সেদিকে গেল এবং কিছু দুধ দোহন করে আমার কাছে নিয়ে এলো। সে আমাকে বলল, হে আবু সাঈদ! দুধ পান করুন। মানুষ তার সম্বন্ধে নানা কথা বলাবলি করার কারণে তার হাতের কিছু পান করা আমি অপছন্দ করলাম।

কাজেই আমি তাকে বললাম, আজকের দিনটি অত্যন্ত গরমের, এমন দিনে আমি দুধপান পছন্দ করি না। তখন সে আমাকে বলল, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমাকে ও আমার সম্পর্কে যে নানা কথা বলে সেজন্য আমার ইচ্ছা হয় একটি গাছে রশি বেঁধে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করি। আপনি কি মনে করেন, কারো কাছে আমার বিষয় অজ্ঞাত থাকলেও আপনাদের কাছে তো তা মোটেই অস্পষ্ট নয়। আপনারা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে সমধিক অবহিত। হে আনসার সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে (দাজ্জাল) হবে কাফের? অথচ আমি মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে হবে নিঃসন্তান? অথচ আমি মদীনায় আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, তার জন্য মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা বৈধ (সম্ভব) নয়? আমি কি মদীনাবাসী নই? আমি সেখান থেকেই তো আপনার সাথে মক্কায় এসেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! সে অনবরত একটার পর একটা যুক্তি উপস্থাপন করতে লাগলো। অবশেষে আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত তার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। সে আবার বলল, হে আবু সাঈদ, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সঠিক সংবাদ প্রদান করব। আল্লাহর শপথ! আমি নিসন্দেহে তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার পিতাকেও চিনি এবং বর্তমানে সে কোন্ অঞ্চলে আছে তাও জানি। তখন আমি বললাম, গোটা দিনটাই তোর নিপাত যাক (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

২১৯৩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَاحْتَبَسَهُ وَهُوَ غَلَامٌ يَهُودِيٌّ وَلَهُ ذُوَابَةٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْهَدُ أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْتَ أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا فَوْقَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ فَوْقَ الْبَحْرِ قَالَ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى صَادِقًا وَكَاذِبَيْنِ أَوْ صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاعَاهُ .

২১৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার একটি গলিতে ইবনে সাইয়্যাদের সাক্ষাত পেয়ে তিনি তাকে আটক করলেন। সে ছিল এক ইহুদী বালক। তার চুল ছিল বেণীবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন আবু বাকর ও উমার (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমিও আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহে ও তাঁর রাসূলদের উপর এবং আখেরাতের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কী দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি সমুদ্রে শয়তানের আসন দেখতে পাও। তিনি আরও জিজ্ঞেস করেন : তুমি আর কি দেখ? সে বলল, আমি একজন সত্যবাদী ও দু'জন মিথ্যাবাদী অথবা দু'জন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী দেখতে পাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন, তার নিকট ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। তোমরা উভয়ে একে ত্যাগ কর (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার, হুসাইন ইবনে আলী, আবু যার, ইবনে মাসউদ, জাবির ও হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

২১৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَكْتُ أَبُو الدُّجَالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُوَلِّدُ لِهَمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُوَلِّدُ لِهَمَا غُلَامٌ أَعْوَرَ أَضْرُ شَيْءٍ وَأَقْلَهُ مَنَفَعَةٍ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ أَبُوهُ طِرَالٌ ضَرَبَ اللَّحْمُ كَانَ أَثْفَهُ مَنَقَارٍ وَأُمُّهُ امْرَأَةٌ فَرُضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الثُّدَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا نَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ مَكْتَنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُوَلِّدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا

غُلَامٌ أَضْرُسِيُّ وَأَقْلَهُ مَنَفَعَةٌ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ
عِنْدَهُمَا فَاذَا هُوَ مُتَجَدِّلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَكَهُ هَمَّهُمَّةٌ فَتَكَشَّفَ عَنْ
رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا
يَنَامُ قَلْبِي .

২১৯৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্রা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জালের পিতা-মাতার ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান হবে না। অতঃপর একটি কানা ছেলে জন্ম নেবে। সে হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপকারী। তার দুই চোখ ঘুমালেও তার অন্তর ঘুমাতে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তার পিতা-মাতার বিবরণ দিলেন। তিনি বলেন : তার পিতার দৈহিক আকৃতি হবে লম্বাটে, হালকা-পাতলা গড়নের এবং তার নাকটা হবে পাখীর ঠোঁটের ন্যায় লম্বা। আর তার মা হবে স্থূলকায়, মোটা ও লম্বা স্তনবিশিষ্টা। আবু বাক্রা (রা) বলেন, অতঃপর একদা আমরা গুনতে পেলাম যে, মদীনার ইহুদী পরিবারে একটি সন্তান জন্মেছে। তখন আমি ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) সেখানে গেলাম। আমরা তার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত বিবরণ তাদের মাঝে দেখতে পেলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল, আমাদের ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোন সন্তান জন্মেনি। অবশেষে আমাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে, কিন্তু সে অধিক ক্ষতিকর এবং কম উপকারী। তার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না। রাবী বলেন, আমরা তাদের কাছ থেকে বের হয়ে এসে দেখলাম সে রোদে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে এবং বিড়বিড় করছে। সে তার চাদর থেকে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি বলেছ? আমরা বললাম, তুমি কি আমাদের কথা গুনতে পেয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। কেননা আমার দু'চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও আমার অন্তর ঘুমায় না (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২১৯৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ

فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ عِنْدَ
 أُطَمِ بْنِ مَعَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ
 قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنْتُ
 بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ
 يَأْتِيَنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ
 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا وَخَبَأَ لَهُ يَوْمَ
 تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَا فَلَئِنْ تَعَدَدُوا قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِئِذْنُ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَكُ
 حَقًّا فَلَئِنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 يَعْنِي الدُّجَالَ .

২১৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবী নিয়ে ইবনে সাইয়্যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমার ইবনুল খাতাব (রা)-ও ছিলেন। সে তখন ‘মাগাল’ গোত্রের দুর্গের পাশে বালকদের সাথে খেলছিল। সেও ছিল তখন কিশোর। সে টের পাড়ায় আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে তার পিঠে হাত চাপড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ইবনে সাইয়্যাদ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিরক্ষরদের রাসূল! রাবী বলেন, এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমিও আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কী আসে? ইবনে সাইয়্যাদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদীও আসে মিথ্যুকও আসে। অতঃপর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি। বলতো তা কি? এই বলে তিনি মনে মনে পাঠ করলেন : “আসমান সেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে” (সূরা দুখান : ১০)। উত্তরে ইবনে সাইয়্যাদ বলল, সেটা তো “আদ-দুখ” (ধোঁয়া)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দূর হও! তুই কখনও তোর তাকদীর লংঘন করতে পারবি না। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, একে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে যদি সত্যিই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তবে তুমি তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর সে যদি তা না হয়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই (বু, মু, দা)।

আবদুর রাযযাক বলেন, শব্দটিতে দাজ্জাল বুঝানো হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬৩

(শত বছর পর কেউ আর থাকবে না)।

২১৯৬. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌ يَعْنِي الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةً .

২১৯৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীতে এখন যারা জীবিত, শত বছর পর এদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু সাঈদ ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসটি হাসান।

২১৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَشْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ لَيْتَكُمْ هَذِهِ عَلَى

رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ
 قَوْلَهُ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَكَ فِيمَا
 يَتَحَدَّثُونَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ نَحْوَ مِائَةِ سَنَةٍ وَأِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ
 أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ .

২১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে আমাদের নিয়ে এশার নামায আদায় করেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন : তোমরা কি লক্ষ্য করছ আজকের এই রাতের প্রতি? যারা এখন জীবিত আছে তারা শত বছর পর আর পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকবে না। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য “শত বছরের” বিষয়ে লোকেরা আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়ে ভুল করে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : “শত বছর পর কেউ পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না”-এর তাৎপর্য হল : বর্তমানের এই শতাব্দীটি তখন শেষ হয়ে যাবে (বু, মু)।^২

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬৪

বায়ুকে গালি দেয়া নিষেধ।

٢١٩٨. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زُرِّعٍ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرَتْ بِهِ
 وَتَعَوَّذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرَتْ بِهِ .

২. এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা) তাঁর ইনতিকালের মাত্র একমাস পূর্বে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এক শত বছরের মাথায় তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কেউ জীবিত ছিলেন না। ১১০ হিজরীতে তাঁর সর্বশেষ সাহাবী আবুতু ডুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) ইনতিকাল করেন (সম্পাদক)।

২১৯৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। তোমরা অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে এই দোআ পড়বে, “হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে কামনা করি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এ বায়ুর অনিষ্টতা থেকে, এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি থেকে এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে” (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, উসমান ইবনে আবুল আস, আনাস, ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬৫

(জাস্‌সা ও দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি ঘটনা)।

২১৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ الْمُنْبَرِ فَضَحِكَ فَقَالَ أَنْ تَمِيمًا الدَّارِيُّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ فَفَرَحْتُ بِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ (به) حَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فَلَسْطَيْنِ رَكَبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَذَفْتَهُمْ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَأَذَاهُمْ بِدَابَّةٍ لِبَاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوا مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا فَأَخْبَرْنَا قَالَتْ لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلَكِنْ أَتُّوا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ نَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ فَاتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَأَذَا رَجُلٌ مُؤْتَقٌ بِسَلْسَلَةٍ فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قُلْنَا مَلَأَى تَدْفُقُ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنِ الْبُحَيْرَةِ قُلْنَا مَلَأَى تَدْفُقُ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي بَيْنَ الْأَرْدُنِّ وَفَلَسْطَيْنِ هَلْ أَطْعَمَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُونِي كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ قُلْنَا سَرَّاعٌ قَالَ فَتَزَى نَزْوَةً حَتَّى كَادَ قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ إِنَّهُ الدَّجَالُ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ الْأَمْصَارَ كُلَّهَا الْأَطْيَبَةَ وَطَيْبَةَ الْمَدِينَةَ .

২১৯৯। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বারে আরোহণ করে হাসতে হাসতে বলেন : ‘তামীম

আদ-দারী আমাকে একটি সংবাদ শুনিয়েছে। আমি তাতে খুশী হয়েছি এবং আমি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পছন্দ করি। একদা ফিলিস্তীনের কিছু লোক নৌযানে চড়ে সমুদ্র বিহারে বেরিয়েছিল। হঠাৎ তারা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক অপরিচিত দ্বীপে পতিত হয়। সেখানে তারা এক বিচিত্র প্রাণী দেখতে পায়, যার চুলগুলো ছিল চারদিকে ছড়ানো। তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি জাসাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বলল, তুমি আমাদের কিছু অনুসন্ধান দাও। সে বলল, আমি তোমাদের কিছু বলবও না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না, বরং তোমরা এ জনপদের শেষ প্রান্তে যাও। সেখানে এমন একজন লোক আছে যে তোমাদের কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবে। অতঃপর আমরা গ্রামের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখতে পেলাম, একটি লোক শিকলে বাঁধা আছে। সে আমাদের বলল, তোমরা (সিরিয়ার) 'যুগার' নামক স্থানের ঝর্ণার খবর বল। আমরা বললাম, তা পানিপূর্ণ এবং এখনো সবেগে পানি নির্গত হচ্ছে। সে বলল, 'বুহায়রা' (তাবারিয়া উপসাগর)-র কি খবর, তা আমাকে বল। আমরা বললাম, তাও পানিপূর্ণ এবং তা থেকে সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে পুনরায় বলল, জর্দান ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'বায়সান' নামক খেজুর বাগানের খবর বল। তাতে কি ফল উৎপন্ন হয়? আমরা বললাম, হাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল, নবী সম্পর্কে বল, তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন? আমরা বললাম, হাঁ। সে বলল, লোকজন তাঁর কাছে ভিড়ছে কেমন? আমরা বললাম, খুবই দ্রুত। রাবী বলেন, একথা শুনে সে এমন এক লাফ দিল যে, শৃংখল প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। সে 'তাইবা' ছাড়া সমস্ত শহরেই প্রবেশ করবে। 'তাইবা' হল মদীনা মুনাওয়ারা (মু,দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং কাতাদা-শাবী সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। একাধিক রাবী এ হাদীসটি শাবীর সূত্রে ফাতেমা বিনতে ক্বয়েস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬৬

(সামর্থ্য বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হওয়া অনুচিত)।

২২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَّبِعُنِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَمَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَطِيقُ .

২২০০। হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজেকে অপমানিত করা কোন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, সে কিরূপে নিজেকে অপমানিত করে? তিনি বলেনঃ এমন কঠিন বিষয়ে লিগু হওয়া যার সামর্থ্য তার নেই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৬৭

(যালেম ও মযলুমকে সাহায্য করা)।

২২.১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَصْرَتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصَرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَكْفُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ أَيُّهَا .

২২০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালেম হোক কিংবা মজলুম। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মযলুমকে তো সাহায্য করব?/কিন্তু যালেমকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি? তিনি বলেন : তাকে যলুম থেকে বিরত রাখাই তার জন্য তোমার সাহায্য (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬৮

(তিন কাজে তিন ফল)।

২২.২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَاً وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ .

২২০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে সে হয় কঠোর প্রকৃতির। যে ব্যক্তি শিকারের পেছনে লাগে সে হয় অসচেতন। আর যে ব্যক্তি রাজ-দরবারে যায় সে বিপদে জড়িয়ে পড়ে (দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল সুফিয়ান সাওরীর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২২.৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا شُعْبَةَ عَنْ سَمَکِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ كَذَبَ (يَكْذِبُ) عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

২২০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা নিশ্চয়ই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, বিপদগ্রস্তও হবে এবং তোমাদের দ্বারা বহু স্থান বিজিতও হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ সেই যুগ পেলে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন দোষখেকেই তার বাসস্থান বানিয়ে নেয় (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬৯

(ক্ষেতনার বন্ধ দরজা ভেঙ্গে যাবে)।

২২.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَحَمَّادِ وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ سَمِعُوا أَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا قَالَ حُذَيْفَةُ فَتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ عُمَرُ أَيُّفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ قَالَ

بَلْ يُكْسِرُ قَالَ إِذَا لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثٍ حَمًّا
فَقُلْتُ لِمَسْرُوقٍ سَلَّ حُدَيْفَةَ عَنِ الثَّابِتِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ .

২২০৪। হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কে সেগুলো অধিক স্মরণ রাখতে পেরেছে? হুয়াইফা (রা) বলেন, আমি। অতঃপর হুয়াইফা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ক্রটি-বিচ্যুতি হয় এগুলোর কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-খয়রাত, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান। উমার (রা) তখন বলেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি, বরং সেই ফিতনা সম্পর্কে যা সমুদ্রের তরংগের ন্যায় মাথা তুলে আসবে। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সেই দরজা কি ভাঙ্গা হবে, না খুলে দেয়া হবে? তিনি বলেন, বরং তা ভাঙ্গা হবে। তিনি বলেন, তবে তো কিয়ামত পর্যন্ত তা আর বন্ধ হবে না। আবু ওয়াইল (র) বলেন, হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে আছে : আমি মাসরুককে বললাম, আপনি হুয়াইফা (রা)-কে সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (হুয়াইফা) উত্তরে বলেন, উমার (রা) হলেন সেই দরজা (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৭০

(শাসকের অন্যায়ের সমর্থন করা ও না করার পরিণাম)।

২২.০৫. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
عَنْ مِشْعَرٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ
وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ إِسْمَعُوا هَلْ
سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقْتَهُمْ بِكَذِبِهِمْ
وَأَعَانَهُمْ عَلَيَّ ظَلَمَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَيْسَ مِنْهُ وَلَيْسَ بَوَّارِدٍ عَلَيَّ الْخَوْضَ
وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَيَّ ظَلَمَهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقْتَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ
مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْخَوْضَ .

২২০৫। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা ছিলাম নয়জন; পাঁচজন আরব এবং চারজন অনারব অথবা এর বিপরীত। তিনি বলেন : তোমরা শোন, তোমরা কি শুনেছ? অচিরেই আমার পরে এমন কতিপয় শাসকের আবির্ভাব হবে, যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের যুলুমে সহায়তা করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। আর সে হাওযে (কাওসারে) আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের যুলুমে সহায়তা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে না, সে আমার এবং আমি তার। সে হাওযে কাওসারে আমার সাক্ষাত লাভ করবে (না, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। মিসআরের বর্ণিত হাদীস হিসাবে আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটি জানতে পেরেছি। হারুন বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) সুফিয়ান-আবু হুসাইন-শাবী-আসেম আল-আদাবী-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হারুন আরো বলেন, মুহাম্মাদ (র) সুফিয়ান-যুবাইদ-ইবরাহীম (ইনি ইবরাহীম নাখঈ নন)-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মিসআর বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। এ অনুচ্ছেদে হুয়াইফা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২২.৬. حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ بْنُ ابْنَةِ السُّدِّيِّ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ شَاكِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ .

২২০৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন তার দীনের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অংগার মুষ্টিবদ্ধ হাত রাখা ব্যক্তির মত কঠিন হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। উমার ইবনে শাকের বসরাবাসী মুহাদ্দিস। একাধিক হাদীসবেত্তা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭১

(উত্তম লোক ও নিকৃষ্ট লোক)।

২২.৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ

عَلَىٰ أَنَسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِّنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكْتُوا فَقَالَ
ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا
قَالَ خَيْرِكُمْ مَّنْ يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرِّكُمْ مَّنْ لَا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا
يُؤْمَنُ شَرُّهُ .

২২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট কয়েকজন লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেন : কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং কে সবচেয়ে অনিষ্টকর আমি কি তা তোমাদের অবহিত করব না? রাবী বলেন, সবাই নীরব থাকল। অতঃপর তিনি ঐ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আমাদেরকে অবহিত করুন যে, আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো এবং কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যার কাছে কল্যাণ আশা করা যায় এবং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার কাছে কল্যাণ পাওয়ার কোন আশা নেই এবং যার অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকা যায় না (আ, বা)।

(আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ)।

অনুচ্ছেদ : ৭২

উত্তম লোকের উপর দুষ্ট লোকের কর্তৃত্ব।

٢٢٠٨ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
حَبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِبَاءِ
وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سُلِطَ شِرَارُهَا عَلَىٰ خِيَارِهَا .

২২০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাত যখন অহংকারভরে চলবে এবং তাদের দাসানুদাস হবে পারস্য ও রোমের রাজবংশের লোকেরা তখন এই উম্মাতের দুষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব উত্তম ব্যক্তিদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটি আবু মুআবিয়া (র) ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে

ইসমাঈল আল-ওয়াসিতী-আবু মুআবিয়া-ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু মুআবিয়া-ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ായাতটির মূল সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। মূসা ইবনে উবাইদার বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীসটি ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা) সূত্রটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৭৩

(যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক নিয়োগ করে)।

২২.৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كَسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَحْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ تَغْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ .

২২০৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনা একটি উক্তি দ্বারা আল্লাহ আমাকে (উস্তেজর যুদ্ধে যোগদান থেকে) রক্ষা করেছেন। পারস্য সম্রাট কিসরা নিহত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন : তারা কাকে শাসক বানিয়েছে? সাহাবীগণ বলেন, তার কন্যাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক বানায় সে জাতির কখনও কল্যাণ হতে পারে না। রাবী বলেন, অতঃপর আইশা (রা) বসরায় উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বাণী আমার স্মরণ হল। অতএব এর দ্বারাই আল্লাহ আমাকে (আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ থেকে) রক্ষা করেন (বু,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৭৪

(উত্তম শাসক ও নিকৃষ্ট শাসক)।

২২.১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أَمْرَانِكُمْ وَشِرَارِهِمْ خِيَارَهُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ وَشِرَارُ أَمْرَانِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ .

২২১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম শাসক (নেতা) ও নিকৃষ্ট শাসক সম্পর্কে অবহিত করব না? যে শাসককে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, আর তোমরা তাদের জন্য দোআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোআ করে তারাই হল উত্তম শাসক। যে শাসককে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, আর তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয় তারাই হল নিকৃষ্ট শাসক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এটি জানতে পেরেছি। আর মুহাম্মাদ তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে সমালোচিত।

অনুচ্ছেদ : ৭৫

(শাসকের অন্যায্য কাজের প্রতিবাদ করতে হবে)।

٢٢١١ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بِنِ مَحْصِنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا .

২২১১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অচিরেই তোমাদের এমন কতিপয় শাসক হবে যাদের কতক কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কতক কাজ অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি (তাদের) অন্যায্য কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করবে সেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার অনুসরণ করবে সে অন্যায্যের ভাগী হবে। জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায আদায় করে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২১২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْفَرُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنِ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا .

২২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোক তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ধনবানরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে, তখন ভূতলের তুলনায় ভূপৃষ্ঠই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোক তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের সম্পদশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী তোমাদের নারীদের উপর ন্যস্ত করা হবে তখন ভূতলই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম হবে (অর্থাৎ জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল সালেহ আল-মুররীর সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। সালেহ-এর রিওয়ায়াত অত্যন্ত গরীব (অখ্যাত) যার কোন সমর্থক পাওয়া যায় না। তিনি সজ্জন হলেও হাদীসের ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করা যায় না।

অনুচ্ছেদ : ৭৬

(কর্তব্যকর্মের এক-দশমাংশ ত্যাগ করলেই ধ্বংস)।

২২১৩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرَ مَا أَمْرٍ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرِ مَا أَمْرٍ بِهِ نَجَا .

২২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের কেউ

যদি নির্দেশিত বিষয়ের (কর্তব্যকর্মের) এক-দশমাংশও ত্যাগ করে তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও পালন করে তবে সে নাজাত পাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল নুআইম ইবনে হাম্বাদ-সুফিয়ান ইবনে উআইনা সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২২১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ هَهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ يَعْنِي حَيْثُ يَطْلُعُ جِدْلُ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

২২১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন্বারে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের দিকে ইংগিত করে বলেন : এই দিকেই ফিতনার স্থান, যেদিক থেকে শয়তানের শিং অথবা সূর্যের শিং উদিত হয় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ مِنْ خُرَّاسَانَ رَايَاتُ سُودٍ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تَنْصَبَ بِأَيْلِيَاءَ .

২২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্‌দীর সমর্থনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

أَبْوَابُ الرُّؤْيَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য)

অনুচ্ছেদ : ১

মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٢٢١٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ تَكَدَّرَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِيبٌ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَتَّقِلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَأَحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ .

২২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত নিকটবর্তী হলে মুমিনদের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। তাদের মধ্যে অধিক সত্যবাদীর স্বপ্নও তদনুরূপ সত্য হবে। মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন হল নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন তিন প্রকার : (১) ভাল স্বপ্ন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদস্বরূপ। (২) আরেক ধরনের স্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তির জন্য দৃষ্টিভ্রান্তস্বরূপ। (৩) আরেক ধরনের স্বপ্ন হল মানুষের মনের চিন্তা-ভাবনা (সে যা ভাবে তাই স্বপ্নে দেখে)। কাজেই তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে সে যেন উঠে যায় এবং (বাম দিকে) থুথু ফেলে এবং তা লোকের কাছে না বলে। রাবী বলেন, আমি স্বপ্নে (পায়ের শৃংখল দেখা পছন্দ করি; কিন্তু (গলদেশে) শৃংখল দেখা অপছন্দ করি। (পায়ের শিকলের তাৎপর্য হল দীনের উপর স্থিতি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوءَةِ .

২২১৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন হল নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু রাযীন আল-উকাইলী, আনাস, আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আওফ ইবনে মালেক ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২

নুবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গেছে এবং সুসংবাদ প্রদানের ধারা অব্যাহত আছে।

২২১৮. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلَيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوءَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوءَةِ .

২২১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই রিসালাত ও নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। অতএব আমার পরে কোন রাসূলও আসবে না এবং নবীও আসবে না। রাবী বলেন, লোকজনের কাছে বিষয়টি হৃদয়বিদারক মনে হল। অতঃপর তিনি বলেন : তবে মুবাশশিরাত অব্যাহত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুবাশশিরাত কি? তিনি বলেন, মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন। আর তা নুবুওয়াতের অংশসমূহের একটি অংশ (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, হুযাইফা ইবনে আসীদ, ইবনে আব্বাস ও উম্মু কুরয (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ, তবে এ সূত্রে মুখতার ইবনে ফুলফুলের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৩

আল্লাহর বাণী : পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ ।

২২১৭ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرَكَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرَكَ مُنْذُ أَنْزَلَتْ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ .

২২১৯ । জনৈক মিসরীয় ব্যক্তি থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদা (রা)-কে মহান আল্লাহর বাণী: “পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ” (সূরা ইউনুস : ৬৪) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর থেকে আজ অবধি একমাত্র তুমি ও অপর এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি । আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ অবধি তুমি ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেনি । আর তা (বুশরা) হল সত্য স্বপ্ন যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয় (আ) ।

আবু সঈদা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । এ হাদীসটি হাসান ।

২২২ . حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ .

২২২০ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভোর রাতের স্বপ্নই অধিক সত্য হয় (আ, দার, বা) ।

২২২১ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ نُبِئْتُ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ

(لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ
أَوْ تَرَىٰ لَهُ قَالَ حَرْبٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ .

২২২১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বাণী : “পার্থিব জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তা হল সৎ স্বপ্ন, যা মুমিন ব্যক্তি দেখে বা তার সম্পর্কে (অন্যকে) দেখানো হয় (ই)।

অনুচ্ছেদ : ৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে।

۲۲۲۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَىٰ فِي الْأَمْنَامِ فَقَدْ رَأَىٰ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا
يَتَمَثَّلُ بِي .

২২২২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখলো সে আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার রূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না (ই)।^১

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু কাতাদা, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, জাবির, আনাস, আবু মালেক আল-আশজাঈ তার পিতার সূত্রে, আবু বাকরা ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫

কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার করণীয়।

۲۲۲۳. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

১. শয়তানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সদৃশ দেহাকৃতি ধারণ দুঃসাধ্য হলেও নকল দেহ ধারণ করে রাসূল পরিচয় দিয়ে ধোঁকা দেয়া তার জন্য অসম্ভব নয় এবং স্বপ্ন দর্শনকারীরও মনে হতে পারে যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বিসুদ্ধে সনদসূত্রে

الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ
عَنْ يُسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ .

২২২৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

২২২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَتَبْنَا شُعْبَةَ قَالَ
أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ عَدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعِينَ
جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَّالِمٍ يَتَحَدَّثُ بِهَا فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا
سَقَطَتْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلَا يُحَدَّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا .

বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি ইবনে সীরীন (র)-এর নিকট এসে যদি বলত যে, সে নবী (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছে, তবে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সে তাকে কিরূপ চেহারায় দেখেছে। তার বর্ণনাকৃত চেহারার যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হলিয়া মুবারকের সংগে অসংগতিপূর্ণ হত তবে তিনি বলতেন, “তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখনি”। হাকেম নিশাপুরী (র)-ও সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রা)-এর অনুরূপ জবাবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসখানা যতগুলো সনদেই মূল পাঠের (মতন) পার্থক্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোতেই এই অর্থ ব্যক্ত হয়েছে যে, শয়তান নবী (সা)-এর দেহাবয়ব সদৃশ বেশ ধরে আসতে পারে না। এখানে এ কথাও প্রাধান্যযোগ্য যে, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলে এবং তাঁর নিকট থেকে কোন নির্দেশ বা ইংগিত লাভ করলে তা কুরআন ও হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না এই ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তদনুযায়ী কাজ করতে পারবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দীনের ব্যাপার স্বপ্ন, কাশফ বা ইলহামের উপর ছেড়ে দেননি। তবে উক্ত বিষয়গুলো শরীআত মোতাবেক হলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীদার (দর্শন) লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। আরও একটি বিষয় এই যে, কেউ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করলে সে সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হয় না (সম্পাদক)।

২২২৪। আবু রাযীন আল-উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনা না করা হয় ততক্ষণ এটা পাখির পায়ে (ঝুলে) থাকা জিনিসের মত। আলোচনা করার সাথে সাথে তা যেন পা থেকে পড়ে গেল। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাটুকুও বলেছেন : আর তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা প্রিয়জন ছাড়া কারো কাছে স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করো না (দা)।

২২২৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عَدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَاذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ .

২২২৫। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমানের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্নদ্রষ্টা যতক্ষণ এ বিষয়ে (কারো সাথে) আলোচনা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিস সদৃশ। আর যখনই ব্যক্ত করা হয় তখনই তা ছিটকে পড়ে যায় (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু রাযীন আল-উকাইলী (রা)-র নাম লাকীত ইবনে আমের। হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদীসটি ইয়ালা ইবনে আতার সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াকীর পিতার নাম 'হুদুস' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শোবা, আবু আওয়ানা ও দুশাইম (র) ইয়ালা ইবনে আতার সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে তার পিতার নাম 'উদুস' উল্লেখ করেছেন এবং এটিই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৭

(জ্ঞানী ব্যক্তি বা প্রিয়জনের নিকটই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে)।

২২২৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَرُؤْيَا حَقٌّ وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ

وَكَانَ يَقُولُ يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَكَانَ يَقُولُ
مَنْ رَأَى فَنَانِي أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي وَكَانَ يَقُولُ لَا
تُقْصُ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ .

২২২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বপ্ন তিন প্রকার : (১) সত্য স্বপ্ন, (২) বান্দার মনের খেয়াল ও (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনমূলক কিছু। কাজেই কোন ব্যক্তি অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে সে যেন ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে। আর তিনি বলতেন, স্বপ্নে (পায়ে) শৃংখল দেখা আমার পছন্দনীয় এবং (গলায়) শৃংখল দেখা অপছন্দনীয়। (পায়ে) শৃংখলের তাৎপর্য হল দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার ইংগিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো তা সত্যিই আমি। কেননা আমার রূপ ধারণ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। তিনি আরো বলতেন : তুমি জ্ঞানী অথবা শুভাকাংখী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস, আবু বাকরা, উম্মুল আলা, ইবনে উমার, আইশা, আবু সাঈদ, জাবির, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৮

কেউ যদি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বলে।

۲۲۲۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَرَاهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كَلَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ
شَعِيرَةٍ .

২২২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছি যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে।

কুতায়বা-আবু আওয়ানা-আবদুল আলা-আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত

হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু শুরাইহ ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই সনদসূত্রটি পূর্বোক্ত হাদীসের সনদসূত্রের চাইতে অধিকতর সহীহ।

২২২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا .

২২২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে দু'টি যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে; যদিও সে তাতে গিঁট লাগাতে সক্ষম হবে না (বু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৯

স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধপান ও জামা দর্শন।

২২২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ .

২২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি : একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম, এ সময় আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা থেকে পান করলাম এবং অবশিষ্টাংশ উমারকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করেন? তিনি বলেন : জ্ঞান (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু বাকরা, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, খুযাইমা, তুফাইল ইবনে সাখবারা, সামুরা, আবু উমামা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

২২২৩. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيرِيُّ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ .

২২৩০। আবু উমামা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জটনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একদা আমি নিদ্রিত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখি যে, আমার সামনে জামা পরিহিত লোকদের পেশ করা হচ্ছে। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত এবং কারো জামা তার নিচে পর্যন্ত। তখন উমার আমার সামনে এলো এবং তার পরিধানে ছিল লম্বা জামা, যা সে হেঁচড়িয়ে চলছিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেন? তিনি বলেন : এর দ্বারা দীন বুঝানো হয়েছে।

আব্দ ইবনে হুমাইদ-ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাদ-তার পিতা-সালেহ ইবনে কাইসান-যুহরী-আবু উমামা-আবু সাঈদ খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে এবং এই সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১০

স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়িপাল্লা ও বালতি দর্শন।

٢٢٣١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَانَ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوَزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوَزَنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২২৩১। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? জটনৈক ব্যক্তি বলল, আমি স্বপ্নে দেখি যে, একটি মীযান (দাঁড়ি-পাল্লা) আসমান থেকে নেমে

এলো। অতঃপর আপনাকে ও আবু বাক্বরকে ওজন করা হল। আপনার ওজন আবু বাক্বরের চাইতে ভারী হল। অতঃপর আবু বাক্বর ও উমারকে ওজন করা হল এবং তাতে আবু বাক্বর ভারী হলেন। অতঃপর উমার ও উসমানকে ওজন করা হল এবং তাতে উমারের ওজন বেশী হল। অতঃপর মীযানকে তুলে নেয়া হল। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায়ে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২৩২. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِجَةُ إِنَّهُ كَانَ صَدَقَكَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ .

২২৩২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকা ইবনে নাওফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় (তিনি কি বেহেশতী না দোযখী)। খাদীজা (রা) তাঁকে বলেন, তিনি তো আপনাকে সত্য বলে সমর্থন করেছিলেন এবং আপনার নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তাকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছি। তিনি দোযখী হলে তার পরিধানে অন্য রংয়ের পোশাক থাকত (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা হাদীস বিশারদদের মতে উসমান ইবনে আবদুর রহমান তেমন শক্তিমান রাবী নন।

২২৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَفَزِعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنْوَبًا أَوْ ذَنْوَبَيْنِ فِيهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَفَزِعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرِيًّا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنِ .

২২৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি লোকদের সমবেত হতে দেখলাম। আবু বাক্র এক বালতি কি দুই বালতি পানি তুললো। তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করল। অতঃপর উমার দাঁড়ালো এবং পানি তুলতে লাগল। বালতিটি বেশ বিরাট আকার ধারণ করল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে তার ন্যায় কাজ করতে দেখিনি। আর সে এত পানি তুলল যে, লোকেরা তাদের উটের পানির চৌবাচ্চা পূর্ণ করে নিল (বু, মু)।

আবু ইসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ, তবে ইবনে উমার (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

২২৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةٍ وَهِيَ الْجَحْفَةُ وَأَوْلَتْهَا وَبَاءَ الْمَدِينَةَ يُنْقَلُ إِلَى الْجَحْفَةِ .

২২৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি এলোমেলো চুলবিশিষ্টা এক কালো মহিলাকে মদীনা থেকে বের হয়ে মাহুইয়াআহ-তে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। মাহুইয়াআহ হল জুহুফা। অতঃপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি যে, মদীনার মহামারী জুহুফাতে স্থানান্তরিত হন (ব)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

২২৩৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا ثَلَاثُ الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلَا

يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْعُلَّ
الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ
مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ .

২২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শেষ যমানায় মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন কচিৎই মিথ্যা হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। স্বপ্ন তিনি প্রকার : (১) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) স্বপ্নের আকারে ব্যক্তির মনের খেয়াল ও (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে দুশ্চিন্তায় ফেলার স্বপ্ন। কাজেই তোমাদের কেউ অপন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে তা অন্যের নিকট ব্যক্ত না করে বরং তখন সে যেন উঠে গিয়ে নামায পড়ে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (স্বপ্নে পায়ের) শৃংখল দর্শন আমার পছন্দনীয় এবং গলায় শৃংখল দেখা অপছন্দনীয়। (পায়ের) শৃংখল দর্শন হল দীনের উপর সুদৃঢ়তার প্রতীক। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুল ওয়াহাব আস-সাকাফী (র) আইউব (র) থেকে মরফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) তা আইউব (র) থেকে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ
وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ سَوَارِينَ مِنْ
ذَهَبٍ فَهَمْنِي شَانَهُمَا فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتْهُمَا
كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةٌ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ
وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ .

২২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে যেন দু'টি সোনার চুড়ি। বিষয়টি আমাকে ভাবনায় ফেলল। অতঃপর আমার নিকট ওহী

পাঠানো হল যে, আমি যেন ঐ দু'টিতে ফুঁ দেই। আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলে তা উড়ে চলে গেল। আমি চুড়িঘরের এই ব্যাখ্যা করলাম যে, আমার পরে দুই মিথ্যাবাদী (নুবুওয়াতের দাবিদার) আত্মপ্রকাশ করবে। তারা হলঃ মুসায়লামা নামে ইয়ামামার অধিবাসী এবং আল-আনাসী নামে সানআর (ইয়ামনের রাজধানী) অধিবাসী (রু.মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব।

২২৩৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْظِفُ مِنْهَا السَّمْنَ وَالْعَسْلُ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَأَصْلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَآرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوْتُ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَقَطَّعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَتَدَعُنِي أَعْبُرُهَا فَقَالَ أَعْبُرُهَا فَقَالَ أَمَا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَا مَا يَنْظِفُ مِنَ السَّمَنِ وَالْعَسْلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِيَنَّهُ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِهِ فَيَعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُحَدِّثَنِي أَصَبْتُ أَوْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا قَالَ أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَتُخْبِرَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْسِمُ .

২২৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি আজ রাতে স্বপ্নে একটি ছায়াযুক্ত মেঘ দেখেছি এবং তা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে। লোকদের দেখলাম যে, তারা হাতে তুলে তা পান করছে। কেউ বেশী পাচ্ছে এবং কেউ অল্প। আমি আরো দেখলাম যে, আসমান থেকে মাটি পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে দেখলাম যে, সেটা ধরে আপনি উপরে উঠে গেছেন, অতঃপর আরেকজন সেটা ধরে উঠে গেছে, তারপর আরেকজন ধরল এবং সেও উঠে গেল। তারপর অপর একজন ধরলে সেটা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় সেটা জোড়া লেগে গেল এবং সেও তা ধরে উঠে গেল। আবু বাক্বর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! আল্লাহর শপথ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন। তিনি বলেন : ঠিক আছে এর তাবীর কর। আবু বাক্বর (রা) বলেন, ছায়াযুক্ত মেঘ হল ইসলামের ছায়া, পতিত ঘি ও মধু হল কুরআনের কোমলতা, সুমিষ্টতা ও মাধুর্য। আর বেশী ও কম লাভকারী হল কুরআন থেকে বেশী ও কম লাভকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হল সেই মহাসত্য যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি তা ধরে আছেন, আল্লাহ আপনাকে তার মাধ্যমে উচ্ছে তুলে নিয়েছেন। অতঃপর সেটা আরেকজন ধারণ করবেন এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। তারপর আরেকজন তা ধরবেন এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। অতঃপর আরেকজন তা ধরবেন এবং রশি ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, আমি সঠিক বলেছি না তাতে ভুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিছু তো ঠিকই বলেছ আর কিছু বলেছ ভুল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আপনি আমাকে বলে দিন আমি কোথায় ভুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কসম দিয়ে বলো না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২২৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا .

২২৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায়ের পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করতেন : আজ রাতে তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি (বু, মু)?

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অধিকন্তু এ হাদীসটি আওফ ও জারীর ইবনে হাযিম-আবু রাজা-সামুরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে দীর্ঘ আকারে বর্ণিত আছে। বুনদার (র) ওয়াহব ইবনে জারীর (র) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায় : ৩৫

أَبْوَابُ الشَّهَادَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(সাক্ষ্য প্রদান)

অনুচ্ছেদ : ১

সাক্ষীগণের মধ্যে কে উত্তম?

۲۲۳۹. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ (بشهادته) قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

২২৩৯। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে বলব না? যে ব্যক্তি তলব করার আগেই স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য প্রদান করে সে হল উত্তম সাক্ষী (মা, মু, আ, দা, ই)।

আহমাদ ইবনুল হাসান-আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা-মালেক (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা তার রিওয়াযাতে আবু আমরা-এর স্থলে মালেক ইবনে আবু আমরা বলেছেন। ইবনে আবু আমরা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা। মালেক থেকে এ হাদীসের বর্ণনাতে মতানৈক্য এই যে, কেউ বলেন, আবু আমরা এবং কেউ বলেন ইবনে আবু আমরা আনসারী। আমাদের মতে শেষেরটিই সহীহ। কারণ মালেক (র) ব্যতীত অন্য সনদসূত্রে আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা-যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) এভাবে উল্লেখ আছে। আর আবু আমরা-যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) সূত্রে উক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসও বর্ণিত আছে এবং সেটি সহীহ হাদীস। আবু আমরা হলেন যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা)-র মুক্তদাস। আবু আমরার সূত্রে গানীমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ সম্পর্কিত যায়েদ ইবনে খালিদ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণিত আছে।

২২২. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَازِمِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

২২৪০। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : সাক্ষীগণের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তলব করার আগেই স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য প্রদান করে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ২

(যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়)।

২২২১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ (الْإِخْنَةَ) لِأَخِيهِ وَلَا مُجْرَبٍ شَهَادَةٍ وَلَا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلَا ظَنِينٍ فِيَّ وَلَا قَرَابَةَ .

২২৪১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খিয়ানতকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, যেনার অপবাদ আরোপের অপরাধে শাস্তি ভোগকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, বিপক্ষের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর সাক্ষ্য, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের অধীনস্থ লোকদের সাক্ষ্য এবং ওয়ালাআ ও আত্মীয়তার মিথ্যা পরিচয়দানের অপবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (বা)।

ফায়ারী বলেন, “আল-কানে” শব্দের অর্থ আশ্রিত, অধীনস্থ। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ আদ-দিমাশকীর সূত্রেই এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হিসাবে গণ্য। তার

সূত্র ব্যতীত যুহরী (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেও আমরা এ হাদীস জানতে পারিনি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত অর্থ সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানা নেই এবং এর সনদসূত্রও আমাদের মতে সহীহ নয়।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণের এ হাদীস অনুযায়ী কর্মপন্থা এই যে, নিকটাত্মীর পক্ষে অপর নিকটাত্মীর সাক্ষ্য বৈধ হবে। তবে সন্তানের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে জায়েয কি না এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য জায়েয নয়। কোন কোন আলেমের মতে আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ হলে সন্তানের সাক্ষ্য পিতার অনুকূলে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে জায়েয। আর ভাইয়ের পক্ষে ভাইয়ের সাক্ষ্য এবং নিকটাত্মীর সাক্ষ্য অপর নিকটাত্মীর পক্ষে জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, সে আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ হলেও। তিনি তার মতের সমর্থনে আবদুর রহমান ইবনুল আরাজ (র) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন : “বিদেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়”। “লা তাজুযু শাহাদাতু গিমরিন” হাদীসের মর্মও তাই।

২২৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَانَ بْنِ خُرَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُدِلْتُ شَهَادَةُ الزُّورِ اشْرَاكًا بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ .

২২৪২। আইমান ইবনে খুরাইম (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন : হে লোকসকল! মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সম-পর্যায়ের (অপরাধ) গণ্য করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কখনও বর্জন কর” (সূরা হজ্জ : ৩০) (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। এ হাদীসটি আমরা কেবল সুফিয়ান ইবনে যিয়াদের সূত্রেই জানতে পেরেছি। সুফিয়ান থেকে এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে রাবীগণের মতভেদ আছে। আইমান ইবনে খুরাইম (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কোন কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

২২৪৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْعُصْفَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانَ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْتَصَرَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشَّرِكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنَبُوا قَوْلَ الزُّورِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

২২৪৩। খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন : মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “তোমরা মিথ্যা কথন পরিহার কর” (সূরা হজ্জ : ৩০)।

২২৪৪. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

২২৪৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া ও তাদের অবাধ্যাচারী হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পুনঃপুনঃ এ কথাগুলো বলতে থাকলেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২২৬৫. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السَّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُواهَا .

২২৪৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার যুগই (যুগের লোকজনই) সর্বোত্তম, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ (তিনবার বলেছেন)। তাদের পরবর্তী যুগে (তিন যুগ পরে) এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্বুলদেহী এবং স্বুলদেহী হওয়া তারা পছন্দ করবে। তারা সাক্ষ্য তলবের পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে যাবে (বু, মু)।^১

আবু ঈসা বলেন, আমাশ-আলী ইবনে মুদরিক (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমাশের শাগরিদগণ এই হাদীস আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু আম্মার আল-হুসাইন ইবনে হুরাইস-ওয়াকী-আমাশ-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের হাদীসের তুলনায় এই সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, “তারা সাক্ষ্য তলবের পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে যাবে” কথার মর্ম এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ তাদের কাউকে সাক্ষী দিতে আহ্বান না করলেও (অসৎ উদ্দেশ্যে) সাক্ষ্য দিতে আসবে। উমার ইবনুল খাতাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটিতে এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

১. সাক্ষ্য আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য “বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন” প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত (সম্পাদক)।

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكَذِبُ
حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ .

“সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ। অতঃপর এমনভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটবে যে, কারো কাছে সাক্ষ্য তলব না করা হলেও সে সাক্ষ্য দিবে, শপথ করতে বলা না হলেও শপথ করবে”।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস : “সর্বোত্তম সাক্ষ্যদাতা সেই ব্যক্তি যে সাক্ষ্য তলব করার পূর্বেই সাক্ষ্য দেয়”, আমাদের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, তাকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলা হলে সে তার জ্ঞাত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকে না এবং প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করে তার দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন আলেমের মতে উক্ত হাদীসের এটাই হল যথার্থ ব্যাখ্যা।

অধ্যায় : ৩৬

أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(পার্শ্বিক ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি)

অনুচ্ছেদ : ১

সুস্বাস্থ্য ও সুসময় দুইটি মূল্যবান ঐশ্বর্য।

২২৬৬. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ صَالِحٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ
سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ
مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .

২২৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন দু'টি নিয়ামত আছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় নিপতিত : সুস্বাস্থ্য ও সুসময় বা অবসর (বু, ই)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ-তারপিতা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। কেউ এ হাদীসটি তার সূত্রে মরযুফ হিসাবে এবং কেউ মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২

নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগকারী অধিক ইবাদতকারী।

২২৬৭. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوْفِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ أَبِي طَارِقٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هُوَ لَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ

بِهِنَّ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ حَمْسًا وَقَالَ
إِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ
وَأَحْسَنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا
وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

২২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন কে আছে যে আমার কাছ থেকে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী নিজেও আমল করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দিবে যে তদনুযায়ী আমল করবে? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আছি। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং গুনে গুনে এ পাঁচটি কথা বললেন : তুমি হারামসমূহ ত্যাগ করলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবেদ হিসাবে গণ্য হবে; আল্লাহ তোমার তাকদীরে যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে স্বনির্ভর পরিগণিত হবে; প্রতিবেশীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে; নিজের জন্য যা পছন্দ কর অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করলে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে এবং বেশী হাসবে না। কেননা অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক হৃদয়কে মৃতবৎ করে দেয় (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল জাফর ইবনে সুলাইমানের রিওয়াযাত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছুই গুনেনি। আইউব, ইউনুস ইবনে উবাইদ ও আলী ইবনে যায়েদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তারাও বলেন, হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছুই গুনেনি। আবু উবাইদা আন-নাজী (র) হাসানের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করলেও তাতে তিনি আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্র উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৩

সৎকাজের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া।

٢٢٤٨ . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ هُرُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ
سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فِقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْفِئًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ

هَرَمًا مُفْنَدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهَزًا (هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَىٰ فَقْرٍ مُنْسٍ أَوْ غِنَىٰ مُطْعٍ
أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ أَوْ هَرَمٍ مُفْنَدٍ أَوْ مَوْتٍ مُجْهَزٍ) أَوْ الدُّجَالِ فَسَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ
أَوْ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ .

২২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সাতটি বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হও। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষায় আছ যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় অথবা এরূপ ধনবান হওয়ার যা আল্লাহর অবাধ্যাচারে লিপ্ত করে অথবা এমন রোগের যা স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নির্বোধে পরিণতকারী বার্ধক্যের অথবা এমন মৃত্যুর যা আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় অথবা অপেক্ষা করা হচ্ছে দাজ্জালের অপেক্ষমাণ অদৃশ্য অমঙ্গলের অথবা কিয়ামতের? আর কিয়ামত তো আরো বিভিন্নকাময়, আরো তিক্ত (না,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহরিয ইবনে হারুনোর বরাত ব্যতীত আরাজ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে আমরা এটি সম্পর্কে জানতে পারিনি। বিশর ইবনে উমার প্রমুখ এই হাদীস মুহরিয ইবনে হারুনোর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এই হাদীসটি এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যিনি সাঈদ আল-মাকবুরীর নিকট শুনেছেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

মৃত্যুর স্মরণ।

٢٢٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمُ اللَّذَاتِ يَعْغِي الْمَوْتَ .

২২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ কর (ই, না)।

১. এই হাদীসের তাৎপর্য : দরিদ্রতা, সম্পদের প্রাচুর্য, রোগব্যাধি, বার্ধক্য, মৃত্যু, দাজ্জালের ভয়ংকর ফেতনা ও বিভিন্নকাময় কিয়ামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হও। উপরোক্ত বিপদসমূহের কোন একটিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে সৎকাজের উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকবে না। অতএব তোমরা উক্ত সাতটি বিপদ আসার পূর্বেই সুযোগকে কাজে লাগাও (সম্পাদক)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

কবরের আযাবকে ভয় করা।

২২৫০. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُجَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ هَانئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يَبْلُغَ لِحَيْتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذَكَّرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ .

২২৫০। উসমান (রা)-এর মুক্তদাস হানী বলেন, উসমান (রা) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি বেহেশত-দোযখের আলোচনা করা হলে তো কাঁদেন না, অথচ এই কবর দর্শনে এত বেশী কাঁদেন কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে কবর হল প্রথম মনযিল। কেউ যদি এখান থেকে নাজাত পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মনযিলগুলোতে তার নাজাত পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে যদি এখান থেকে নাজাত না পায় তবে পরবর্তী মনযিলগুলো তার জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে। তিনি (উসমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল হিশাম ইবনে ইউসুফের রিওয়ায়াত থেকেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৬

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন।

২২৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ
اللَّهُ لِقَاءَهُ .

২২৫১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহুও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে, আল্লাহুও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আইশা, আবু মূসা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছেন।

٢٢٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ
يَا بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي
مَا شِئْتُمْ .

২২৫২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল :
“আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন” (২৬ : ২১৪), তখন
রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে সাফিয়্যা বিন্তে আবদুল
মুত্তালিব, হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহ্র
(পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষার সামর্থ্য আমার নেই। তোমরা আমার ধন-সম্পদ
থেকে যা ইচ্ছা প্রার্থনা করতে পার (কিতাবুত তাফসীরে পুনরুক্ত)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আবু মূসা (রা)
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন
কোন রাবী হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা উরওয়া (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৮

আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করার ফযীলাত ।

২২৫৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ .

২২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে দোযখে যাবে না, যে রূপ দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহর পথের (জিহাদের) ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্র হবে না (না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু রায়হানা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) তালহা-পরিবারের মুক্তদাস, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী এবং মদীনার অধিবাসী। তার সূত্রে শোবা ও সুফিয়ান সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে।

২২৫৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْزِقٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقُّ لَهَا أَنْ تَنْطُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْأُومَلِكُ وَأَضَعُ جِبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجْرَةَ تَعُضُدُ .

২২৫৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আংগুল পরিমাণ স্থানও নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহর জন্যে অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা খুব কমই হাসতে, বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করতে। রাবী বলেন, আমার মন চায় যদি আমি একটি বৃক্ষ হতাম আর তা কেটে ফেলা হত (আ,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবু যার (রা) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, “আমি যদি একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত”। এ হাদীসটি আবু যার (রা) থেকে মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে।

২২৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

২২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুব কমই হাসতে এবং খুব বেশী কাঁদতে (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১০

কেউ যদি লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে।

২২৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْشَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا
بَأْسًا يَهْوَى بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ .

২২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কথাও বলে যে সম্পর্কে সে মনে করে যে, তাতে কোন অসুবিধা নেই, এইজন্য সে সত্তর বছর দোযখে থাকবে (ই,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সূত্রে গরীব।

۲۲۵۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ
حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ .

২২৫৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক (আ, দা, না, দার, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ১১

বেহুদা কথা বলা।

۲۲۵۸. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ
غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَفَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ
يَعْنِي رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا تَدْرِي
فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيهَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ .

২২৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী ইন্তিকাল করলে এক ব্যক্তি বলল, বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি জান না, হয়ত সে বেহুদা কথা বলেছে অথবা যা দান করলে তার কোন ক্ষতি হত না তাতেও সে কৃপণতা করেছে ?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২২৫৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالًا يَعْنِيهِ .

২২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হল অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা (ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি।

২২৬০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالًا يَعْنِيهِ .

২২৬০। আলী (যয়নুল আবেদীন) ইবনুল হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হল অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা।

আবু ঈসা বলেন, যুহরীর একাধিক শাগরিদ উক্ত হাদীস যুহরী-আলী ইবনুল হসাইন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মালেকের রিওয়ায়াতের অনুরূপ মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রের তুলনায় এটিই অধিকতর সহীহ। আলী ইবনুল হসাইন (রা) আলী (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি (তার যুগ পাননি)।

অনুচ্ছেদ : ১২

স্বল্পভাষী হওয়া।

২২৬১. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَرْثِ الْمُزْنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنْ أَحَدَكُمْ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَإِنْ أَحَدَكُمْ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ .

২২৬১। বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রা) নামীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ আল্লাহ তার এ কথার দরুন তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার তোমাদের কেউ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। অথচ এ কথার দরুন আল্লাহ তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন (আ,ই,না,মা,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা মুহাম্মাদ ইবনে আমর-তার পিতা-তার দাদা-বিলাল ইবনুল হারিস (র) সূত্রের উল্লেখ করেছেন। মালেক (র) মুহাম্মাদ ইবনে আমর-তার পিতা-বিলাল ইবনুল হারিস (র) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তার দাদার উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ১৩

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্যহীনতা ও তুচ্ছতা।

২২৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ .

২২৬২। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর কাছে মশার একটি পাখার সমানও হত তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

২২৬৩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَادٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرُّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السُّخْلَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَرُونَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالْدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا .

২২৬৩। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি একদল আরোহীর সাথে ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি মরা ছাগল ছানার পাশে এসে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, এটা তার মনিবের কাছে কতটা নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন হওয়ায় সে তা নিক্ষেপ করেছে? তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা মূল্যহীন হওয়ার দরুন তারা ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন : এটা তার মনিবের কাছে যতটা মূল্যহীন, আল্লাহর কাছে দুনিয়াটা এর চাইতেও বেশী মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ১৪

দুনিয়া অভিশপ্ত।

২২৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا أَنْ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ
وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ .

২২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহর যিকির, এর সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল, আলেম ও ইলম অন্বেষণকারী ব্যতীত (ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৫

একই বিষয়।

২২৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فَهْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ .

২২৬৫। বানু ফিহরের মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হল এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আংগুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তুলে আনল। সে লক্ষ্য করুক তার আংগুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইসমাইল ইবনে আবু খালিদেদের উপনাম আবু আবদুল্লাহ; কায়েস ইবনে আবু হাযিমের পিতা। আবু হাযিমের নাম আব্দ ইবনে আওফ, তিনি সাহাবী।

অনুচ্ছেদ : ১৬

দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত।

২২৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

২২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়া (পার্খিব জীবন) মুমিনদের জন্য জেলখানাস্বরূপ এবং কাফেরদের জন্য বেহেশতস্বরূপ (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত চারজন লোকের অনুরূপ।

২২৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خُبَابٍ عَنْ سَعِيدِ الطَّائِي أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ الْأَثْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا الْأَزَادَةَ اللَّهُ عَزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرَزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ نَيْتُهُ فَاجْرَهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرَزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْطِئُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا (فَهُوَ) بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرَزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَوَزَرُهُمَا سَوَاءٌ .

২২৬৭। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে বলছি। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন,

দান-খয়রাত করার কারণে কোন বান্দার সম্পদ কমে না। কোন বান্দার উপর জুলুম হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। কোন বান্দা যাঞ্চার দরজা খুললে আল্লাহও অবশ্যই তার অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্ত করে রাখবে। অতঃপর তিনি বলেন : এই দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্য। যে বান্দাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও ইল্ম (জ্ঞান) দান করেছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার রবকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং এতে আল্লাহরও হক আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চে। অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ ইল্ম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দান করেননি সে সং নিয়াতের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তবে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ব্যক্তির মর্যাদা তার নিয়াত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই উভয় ব্যক্তির সওয়াব সমান সমান হবে। আরেক বান্দা, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু ইল্ম দান করেননি। আর সে ইল্মহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার দরুন তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও করে না। আর এতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। এই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদও দেননি, ইল্ম-কালামও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তবে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামত) কাজ করতাম। তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়াত অনুসারে। অতএব এদের দু'জনের পাপ হবে সমান সমান (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

দুনিয়ার চিন্তা ও পার্থিব মোহ।

৫. ৫. ৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ بَشِيرِ أَبِي اسْمَعِيلَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ .

২২৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ অভাব-অনটনে পতিত হয়ে

মানুষের কাছে তা পেশ করলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর সে তা আল্লাহর কাছে পেশ করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ত্বরিত অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন (দা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৯

একজন খাদেম ও একটি পরিবহনই যথেষ্ট।

২২৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ مُعَاوِيَةَ إِلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عَثْبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا خَالَ مَا يُبْكِيكَ أَوْجَعُ يُشْتَرِكُ أَوْ حَرَصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كُلٌّ لَا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَىٰ عَهْدًا لَمْ أَخْذْ بِهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيعِ (جَمْع) الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ .

২২৬৯। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়া (রা) অসুস্থ আবু হাশেম ইবনে উত্বাকে দেখতে আসেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে মামা! আপনি কাঁদছেন কেন? রোগযাতনা আপনাকে অস্থির করে তুলেছে, নাকি দুনিয়ার লোভ? তিনি বলেন, এ দু'টির কোনটিই নয়। (বরং আমার কান্নার কারণ এই যে), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে একটি অংগীকার নিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, সম্পদের বেলায় একটি খাদেম ও আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধ করার) একটি জলুযান, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অথচ বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি অনেক সম্পদ জমা করে ফেলেছি (না)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা আল-আসলামী (রা) থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদা এই হাদীসটি মানসূর-আবু ওয়াইল-সামুরা ইবনে সাহম (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

সম্পদ দুনিয়ামুখী করে।

২২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّبْعَةَ
فَتَرَعِبُوا فِي الدُّنْيَا .

২২৭০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (অযাচিত) পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না। কেননা এর দ্বারা তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ২১

ঈমানদারের দীর্ঘায়ু।

۲۲۷۱. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَيْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ
خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ .

২২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি বলেন : যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এবং নিজের কার্যকলাপ সুন্দর করেছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সনদে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২২

দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমলের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম।

۲۲۷۲. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ
النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

২২৭২। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ভালো মানুষ কে? তিনি বলেন : যে দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নিজের আমলকে সুন্দর করেছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি বলেন : যে দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নিজের আমলকে খারাপ করেছে (আ, দার, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৩

এ উম্মাতের গড় আয়ু ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি হবে ।

২২৭৩ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً .

২২৭৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের (গড়) আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর হবে ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে গরীব । এ হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে ।

অনুচ্ছেদ : ২৪

যমানা নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাবে ।

২২৭৪ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ .

২২৭৪ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না যমানা পরস্পর নিকটবর্তী (সংকীর্ণ) হবে । তখন এক বছর হবে এক মাসের মত, এক মাস হবে এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ হবে এক দিনের মত, এক দিন হবে এক ঘণ্টার মত এবং এক ঘণ্টা হবে প্রজ্বলিত আগুনের একটি ফুলিংগের মত ।

আবু ঈসা বলেন, এই সূত্রে এ হাদীসটি গরীব । সাদ ইবনে সাঈদ হলেন ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদের ভাই ।

অনুচ্ছেদ : ২৫

দুনিয়াতে আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা ।

২২৭৫ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَعْضِ

جَسَدِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعَدُّ نَفْسِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا امْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصُّبْحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا أَسْمُكَ غَدًا .

২২৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দেহ স্পর্শ করে বলেন : দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। মুজাহিদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেন : তুমি সকালে উপনীত হয়ে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না এবং বিকেলে উপনীত হয়ে সকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাও। কেননা হে আবদুল্লাহ! তুমি তো জান না, আগামী কাল তুমি কি নামে অভিহিত হবে (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি আমাশ-মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে আবদা আদ-দাব্বী-আল-বাসরী-হাম্মাদ ইবনে য়ায়েদ-লাইস-মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٧٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ وَتَمَّ أَمَلُهُ وَتَمَّ أَمَلُهُ وَتَمَّ أَمَلُهُ .

২২৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ঘাড়ের পেছনে স্থাপন করলেন, অতঃপর তা প্রসারিত করে বললেন : এই হল আদম সন্তান, আর এটা হল তার আয়ু। তিনি অতঃপর তিনবার বলেন : আর এই হল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা (ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২২৭৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا قَدْ وَهَى فَنَحْنُ نُصَلِّحُهُ قَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ .

২২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি করছ? আমরা বললাম, এটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, তা ঠিকঠাক করছি। তিনি বলেন : আমি তো দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাপারটি (মৃত্যু) এর চাইতেও দ্রুত এসে যাচ্ছে (আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুস সাফারের নাম সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ, তিনি ইবনে আহম্মাদ আস-সাওরী বলেও কথিত।

অনুচ্ছেদ : ২৬

এই উম্মাতের লোক ধন-সম্পদের পরীক্ষায় নিপতিত হবে।

২২৭৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَبْرِ بْنَ نَفِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ .

২২৭৮। কাব ইবনে ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোন না কোন ফিতনা রয়েছে। আর আমার উম্মাতের ফিতনা হল ধন-সম্পদ (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মুআবিয়া ইবনে সালেহ (র)-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ২৭

কোন মানুষের দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ থাকলেও সে তৃতীয়টি কামনা করবে।

২২৭৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

২২৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন আদম-সন্তানের মালিকানায় যদি দুই উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবুও সে তৃতীয় একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকা লাভের আকাঙ্ক্ষা করবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন (আ, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং এই সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, আবু সাঈদ, আইশা, ইবনুয যুবাইর, আবু ওয়াকিদ, জাবির, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২৮

দু'টি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবকে পরিণত হয়।

٢٢٨٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طَوَّلُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ .

২২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দু'টি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবক থাকে : দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্য (আ, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٨١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشْبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ .

২২৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু দু'টি ব্যাপারে যুবকই থাকে : বেঁচে থাকার লোভ এবং সম্পদের মোহ (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২৯

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ।

২২৮২ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَخْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزُّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقَمَّ مَا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَرْغَبُ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ .

২২৮২ । আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করার নাম দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহুদ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হল : আল্লাহর কাছে যা আছে তার চাইতে তোমার হাতে যা আছে তার উপর বেশী নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে ছুওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে পতিত না হওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত হবে না (ই) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই হাদীসটি জানতে পেরেছি । আবু ইদরীস আল-খাওলানীর নাম আইয়ুব্লাহ, পিতা আবদুদ্বাহ । আমর ইবনে ওয়াকিদ একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী ।

অনুচ্ছেদ : ৩০

(বাসস্থান, বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়ের অধিকার) ।

২২৮৩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذَا الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .

২২৮৩ । উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানুষের জন্য এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর কোন অধিকার নেই :

তার বসবাসের জন্য একটি ঘর ও লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় এবং এক টুকরা রুটি ও পানি (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি হল আল-হুরাইস ইবনুস সাইবের রিওয়াত। (রাবী বলেন) আমি আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে সালম আল-বালখীকে বলতে শুনেছি, আন-নাদর ইবনে শুমাইল বলেন, ‘জিলফুল খুব্ব’ এমন রুটি যার সাথে তরকারী নেই।

অনুচ্ছেদ : ৩১

(দান-খয়রাত ও ভোগ-ব্যবহারকৃত সম্পদ)।

২২৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ (الِهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَنْفَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ .

২২৮৪। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তখন তিনি বলছিলেন : “সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে (আল্লাহ থেকে) উদাসীন করে ফেলেছে” (সূরা তাকাসুর : ১)। মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। কিন্তু তুমি দান-খয়রাত করে যা (আল্লাহর খাতায়) জমা রেখেছ, খেয়ে যা শেষ করেছ এবং পরিধান করে যা পুরানো করেছ এগুলো ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছু নেই (যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩২

(দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম)।

২২৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ هُوَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَإِبْدَاءٍ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .

২২৮৫। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনতিরিক্ত সম্পদ (সৎকাজে) ব্যয় করে ফেল তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তুমি যদি তা আটক রাখ তবে তা তোমার জন্য অকল্যাণকর। তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তাতে কোন দোষারোপ করা হবে না। আর তোমার পোষ্যদের থেকেই (দান খয়রাত) শুরু কর। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহর উপনাম আবু আম্মার।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

(তোমরা যদি যথার্থই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে)।

২২৮৬। حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شَرِيحَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا .

২২৮৬। উমার ইবনুল খাত্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যদি যথার্থই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে তবে পাখীদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় তোমাদেরও সেভাবে রিযিক দেয়া হত। এরা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে (আ, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। আবু তামীম আল-জায়শানীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে মালেক।

২২৮৭। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَحْوَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدَهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ .

২২৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থাকত এবং অপরজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদা সেই উপার্জনকারী ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। তিনি তাকে বলেন : হয়ত তার উসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

(যে ব্যক্তি সপরিবারে নিরাপদে ভোরে উপনীত হয়)।

২২৮৮। حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَمَحْمُودُ بْنُ خَدَّاشٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُمَيْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْصَنِ الْأَخْطَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مِنَّا فِي سَرِيهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حَيَّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

২২৮৮। সালামা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহসিন আল-খিতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সে সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার কাছে যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে তাহলে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র হল (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমরা কেবল মারওয়ান ইবনে মুআবিয়ার সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। ‘হীযাত’ অর্থ ‘একত্র করা হল’। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল-হুমাইদী-মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

(প্রয়োজনের ন্যূনতম পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা)।

২২৮৯। حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَ
أَوْلِيَانِي عِنْدِي لَمْؤْمِنٍ حَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِّنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةٍ رَبِّي
وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ
رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبِرَ عَلَيَّ ذَلِكَ ثُمَّ نَقَرَ (نَقَدَ) بِيَدِهِ فَقَالَ عَجَلْتُ مَنِيَّتَهُ قُلْتُ
بَوَاكِبِهِ قُلْ تَرَأْتُهُ وَيَهَذَا الْأَسْنَادُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ
عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بِطَحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا قُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبِعُ يَوْمًا
وَأَجُوعُ يَوْمًا وَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَهُذَا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ
وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمَدْتُكَ .

২২৮৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষনীয় হল সেই মুমিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা (স্বল্প সম্পদ এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যাও কম) এবং যে নামাযে মনোযোগী, সুচারুরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে, একান্ত নিভৃত্তেও তাঁর অনুগত থাকে, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার দিকে অংশুলি সংকেত করা হয় না, আর ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক তার রিযিক এবং তাতেই ধৈর্য ধারণকারী। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতের ইংগিতে বলেন : অচিরেই তার মৃত্যু হয়, তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম, তার রেখে যাওয়া সম্পদও খুব সামান্য। একই সনদসূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার রব আমার নিকট মক্কার বাতহা অর্থাৎ কংকরময় এলাকা আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। আমি বললাম, হে আমার রব! দরকার নেই, বরং একদিন আমি তৃপ্তির সাথে আহার করব আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। একই কথা তিনি তিনবার বা তদ্রূপ বললেন। যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন বিনীতভাবে তোমার কাছেই প্রার্থনা করব ও তোমাকেই স্মরণ করব এবং যখন তৃপ্তি সহকারে আহার করব তখন তোমার শুকরিয়া আদায় করব ও তোমার প্রশংসা করব (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ফাদালা ইবনে উবাইদ আল-কাসিম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আবদুর রহমানের পুত্র এবং উপনাম আবু আবদুর রহমান, মতান্তরে আবু আবদুল মালেক। তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মুক্তদাস। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত রাবী। আর আলী ইবনে ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং তার উপনাম আবু আবদুল মালেক।

২২৮৯. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شُرْحَبِيلَ بْنِ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ (وَرِزْقًا) كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ .

২২৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ যাকে ধৈর্য ধারণের ও অল্পে তুষ্ট থাকার তওফীক দান করেছেন, সে-ই সফলকাম হল (আ, ই, যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২৯১. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيئُ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرٍو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَ .

২২৯১। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করা হয়েছে এবং যার জীবিকা ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক এবং তাতেই সে তুষ্ট (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হানীর নাম হুমাইদ ইবনে হানী।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

দারিদ্র্যের ফযীলাত।

২২৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا شَدَادُ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ أَبِي الْوَاظِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ وَاللَّهُ اِنِّي لَأَحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ اَنْظُرْ مَاذَا تَقُولُ قَالَ وَاللَّهِ اِنِّي لَأَحِبُّكَ
 فَقَالَ لَهُ اَنْظُرْ مَاذَا تَقُولُ قَالَ وَاللَّهِ اِنِّي لَأَحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اِنْ
 كُنْتَ تُحِبُّنِي فَاَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجْفَاؤًا فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْ
 السَّبِيلِ اِلَى مُنْتَهَاهُ .

২২৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বলেন : ভেবে-চিন্তে দেখ তুমি কি বলছ। সে আবারো বলল, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বলেন, ভেবে-চিন্তে দেখ তুমি কি বলছ। সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। এরূপ সে তিনবার বলল। অতঃপর তিনি বলেন : তুমি যদি বাস্তবিকই আমাকে ভালোবাস তবে অতি সত্ত্বর দারিদ্র্যের মোকাবিলার জন্য বর্ম প্রস্তুত করে নাও। কেননা পাহাড়ী ঢল যেভাবে তার গন্তব্যে ধেয়ে যায়, আমাকে যে ভালোবাসে তার দিকে দারিদ্র্য আরও দ্রুত ধেয়ে আসে (আ)।

নাসর ইবনে আলী-স্বীয় পিতা-শাদ্দাদ-আবু তালহা (র) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবুল ওয়াযে আর-রাসিবীর নাম জাবির, পিতা আমর, বসরার অধিবাসী।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের আগে বেহেশতে যাবেন।

۲۲۹۳. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
 الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْيَابِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ
 عَامٍ (سَنَةٍ) .

২২৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর আগে বেহেশতে যাবে।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে উপরোক্ত সনদসূত্রে গরীব।

২২৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَأَمْتِنِي مَسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ يَأْرَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بَارِعَيْنِ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمَسْكِينِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْيِي الْمَسَاكِينِ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২২৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দোয়া করে) বলেন : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র হিসেবে জীবিত রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের দলভুক্ত করে হাশর করিও। (একথা শুনে) আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এরূপ বলছেন? তিনি বলেন : হে আইশা! তারা তো তাদের ধনীদের চাইতে চল্লিশ হেমন্ত (বছর) পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তুমি যাষ্ট্রাকারী দরিদ্রকে ফিরিয়ে দিও না। যদি তোমার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকে, তবে একটি খেজুরের টুকরা হলেও তাকে দিও। হে আইশা! তুমি দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার সান্নিধ্যে রাখবে। তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখবেন (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২২৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غِبْلَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفَ يَوْمٍ .

২২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তা হল (আখেরাতের) অর্ধ দিনের সমান।২

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২. পূর্বের এক হাদীসে চল্লিশ বছরের উল্লেখ আছে এবং এই হাদীসে পাঁচ শত বছর উল্লেখ আছে। এখানে সংখ্যাঘন্য দ্বারা এই কথা বুঝানো হয়েছে যে, দরিদ্ররা ধনীদের অনেক আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা ওহী মারফত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রথমে চল্লিশ বছর এবং পরে পাঁচ শত বছরের কথা জানানো হয়েছে (সম্পাদক)।

২২৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ .

২২৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের চাইতে অর্ধদিন পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এই অর্ধদিন হল পাঁচ শত বছরের সমান।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২৯৭. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ جَابِرِ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا .

২২৯৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দরিদ্র মুসলমানগণ তাদের ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা)।

২২৯৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا أَشْبِعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ الْأَبْكِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَتْ أَذْكَرُ الْحَالِ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ .

২২৯৮। মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইশা (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন। পরে তিনি বলেন, আমি কখনো পেট পূরে খাদ্য গ্রহণ করিনি, এজন্য আমি কাঁদতে চাইলে কাঁদতে পারি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সে কথা মনে পড়ে। আল্লাহর শপথ! তিনি কোন দিনই দু'বার গোশত ও রুটি দ্বারা পেট ভরে খেতে পাননি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২২৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ .

২২৯৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক নাগাড়ে দুই দিন যবের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩০০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

২৩০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার কখনও পরপর তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পাননি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ, হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব।

২৩০১. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ مَا كَانَ يُفْضَلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعِيرِ .

২৩০১। সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উমামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কখনও যবের রুটিও অতিরিক্ত হয়নি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এই ইয়াহুইয়া ইবনে আবু বুকায়ের হলেন কূফাবাসী এবং আবু বুকায়ের তার পিতা। সুফিয়ান সাওরী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহুইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকায়ের হলেন মিসরবাসী এবং তিনি লাইস ইবনে সাদের ছাত্র।

২৩.২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتُ اللَّيَالِيِ الْمُتَتَابِعَةِ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْرِهِمْ خُبْرَ الشَّعِيرِ .

২৩০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাদের জন্য রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য (আ, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৩.৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا .

২৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোআ করেন : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন (আ,ই,না,বু,যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৩.৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخِرُ شَيْئًا لِفَدٍ .

২৩০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী দিনের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। জাফর ইবনে সুলাইমান ছাড়াও অন্যান্য রাবীগণ কর্তৃক এ হাদীসটি সাবিতের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

২৩.৫ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُؤَانٍَ وَلَا أَكَلَ خُبْزًا مَرْقُقًا حَتَّى مَاتَ .

২৩০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দস্তুরখানে (টেবিলে) খাবার খাননি এবং কখনও পাতলা রুটিও খাননি (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সাঈদ ইবনে আবু আরুবার রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

২৩.৬ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقْيُ يَعْنِي الْحُوَارَى فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقْيَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ قِيلَ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نُثَرِّبُهُ فَنَعَجِبُهُ .

২৩০৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন? সাহল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু) হওয়া পর্যন্ত কখনো ময়দা দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আপনাদের কাছে কোন চালুনি ছিল কি? তিনি বলেন, আমাদের কোন চালুনি ছিল না। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে আপনারা যব নিয়ে কি করতেন? তিনি বলেন, আমরা তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, অতঃপর তাতে পানি ঢেলে খামির বানাতাম (বু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস আবু হাযিম (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা ।

২৩.৭ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْرَوُ فِي الْعَصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحَبْلَةَ حَتَّىٰ إِنْ أَحَدْنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَوْ الْبَعِيرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَا وَضَلُّ عَمَلِي .

২৩০৭। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে । আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে এক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করি । তখন আমরা গাছের পাতা ও বাবলা গাছের ফল ছাড়া আহারের জন্য কিছুই পাইনি । ফলে আমাদের এক একজন ছাগল ও উটের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত । কিন্তু আজকাল আসাদ গোত্রের লোকেরা দীনের ব্যাপারে আমার ক্রটি নির্দেশ করছে । তাহলে আমি তো বিফলকাম হলাম এবং আমার সব আমলও বরবাদ হয়ে গেল (বু, মু, না, ই) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । তবে বাইয়ানের বর্ণনাতে এটি গরীব ।

২৩.৮ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّي أَوَّلُ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا نَغْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامُ إِلَّا الْحَبْلَةَ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّىٰ إِنْ أَحَدْنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَا وَضَلُّ عَمَلِي .

২৩০৮। কায়েস (র) বলেন, আমি সাদ ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমিই আরবের প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় তীর ছুড়েছে। আমরা নিজেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদ করেছি। তখন বাবলা গাছের ফল আর বুনো জাম ব্যতীত আমাদের সাথে আহার করার মত কিছু ছিল না। তা আহার করে আমাদের এক একজন ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। অথচ আজকাল আসাদ গোত্রের লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে আমার ঋণটি নির্দেশ করছে। তাই যদি হয়, তবে আমি তো ব্যর্থ হয়েছি এবং আমার আমলও বিনষ্ট হয়ে গেল (বু, মু, না, ই)।^৩

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩.৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطُ (مَخْطٌ) فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ بَخِ بَخِ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخْرُ فِيهَا بَيْنَ مَثْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوعِ مَغْشِيًا عَلَيَّ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَيَّ عُنُقِي يَرَى أَنْ بِي الْجُنُونَ وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ .

২৩০৯। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার পরিধানে ছিল গোলাপী রংয়ের দু'টি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বেশ, বেশ, আবু হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে! অথচ আমার এরূপ অবস্থা ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বার ও আইশা (রা)-র কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত এবং ধারণা করত যে, আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না, বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হত (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এই সূত্রে গরীব।

৩. সাদ ইবনে মালেক (রা) উমার ইবনুল খাতাব (রা)-এর খিলাফতকালে কৃষ্ণার ওয়ালী (শাসক) ছিলেন। কৃষ্ণার আসাদ গোত্রীয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি নামাযের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে জানেন না। তখন তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন (সম্পাদক)।

২৩১. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْسُوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٌ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخْرُجُ رَجَالًا مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخِصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ هُوَلَاءَ مَجَانِينُ أَوْ مَجَانُونَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزُدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً قَالَ فَضَالَةُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৩১০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের নিয়ে জামাআতে নামায পড়তেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালায় নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেতেন। তারা ছিলেন সুফ্যার সদস্য। ৪ তাদের এ অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন : আল্লাহর কাছে তোমাদের যে কি মর্যাদা তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব-অনটনে থাকতে পছন্দ করতে। ফাদালা (রা) বলেন, আমি তৎকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৩১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْظَرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوعُ

৪. পরিবার-পরিজনহীন একদল দরিদ্র সাহাবী জনগণকে দীন ইসলামের শিক্ষাদানের জন্য মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসবাস করতেন। তারা 'আহলুস সুফ্যা' নামে খ্যাত। তারা কায়িক শ্রমে উপার্জন দ্বারা অতি কষ্টে নিজেদের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন (সম্পাদক)।

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَدْ وَجَدْتُ
بَعْضَ ذَلِكَ فَانْطَلَقُوا اِلَى مَنْزِلِ اَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْاَنْصَارِيِّ
وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ النُّخْلِ وَالشَّاءِ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالُوْا
لِامْرَاَتِهِ اَيْنَ صَاحِبُكَ فَقَالَتْ اِنْطَلَقَ يَسْتَعْعِبُ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبَثُوْا اَنْ
جَاءَ اَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعُبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَدِّمُهُ بِاَيْدِيهِ وَاُمِّهِ ثُمَّ اِنْطَلَقَ بِهِمْ اِلَى حَدِيْقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ
بِسَاطًا ثُمَّ اِنْطَلَقَ اِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْرِ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا تَنْقِيْتِ لَنَا مِنْ رُطْبِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَرَدْتُ اَنْ
تَخْتَارُوْا اَوْ قَالَ تَخِيْرُوْا مِنْ رُطْبِهِ وُيُسِّرِهِ فَاَكَلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مِنْ
النُّعِيْمِ الَّذِيْ تُسْتَلَوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ
فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَذْبَحْنَّ ذَاتَ دَرٍّ قَالَ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا اَوْجَدِيًّا فَاتَاهُمْ بِهَا فَاَكَلُوْا فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَاِذَا اَتَانَا سَبِيٌّ
فَاَتِنَا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاسِيْنٍ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاتَاهُ
اَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَرَمْنِيْمَا فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهُ
اِحْتَرَلِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اَلْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا
فَانِيْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَاِسْتَوْصِ بِهٖ مَعْرُوْفًا فَانْطَلَقَ اَبُو الْهَيْثَمِ اِلَى امْرَاَتِهِ
فَاخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ امْرَاَتُهُ مَا اَنْتَ
بِيَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْ تَعْتَقَهُ قَالَ فَهُوَ
عَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَّلَا خَلِيْفَةً

الْأَوْلَىٰ بِطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ
لَّا تَأْلُوهُ حَبَالًا وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ .

২৩১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় ঘর থেকে বের হলেন, যখন তিনি সচরাচর বের হন না এবং এ সময় কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেও আসে না। (এই মুহূর্তে) আবু বাকর (রা) এসে হাযির। তিনি জিজ্ঞেস করেন : হে আবু বাকর! আপনি কি মনে করে এলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি, তাঁর বরকতময় চেহারা দর্শন ও তাঁকে সালাম করার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে উমার (রা)-ও এসে উপস্থিত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : হে উমার! আপনার এ সময় আগমনের কারণ কি? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ক্ষুধার তাড়নায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমিও এরূপ কিছু অনুভব করছি। এই বলে তাঁরা হাইসাম ইবনে তায়্যাহান আল-আনসারী (রা)-র বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। আর তিনি ছিলেন প্রচুর খেজুর গাছ ও বকরীর মালিক, কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথে কোথায়? তিনি বলেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আবুল হাইসাম (রা) পানিভর্তি মশক নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক! অতঃপর তাদের নিয়ে তিনি তার বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা পেতে দিলেন। অতঃপর তিনি খেজুর গাছ থেকে কয়েক গুচ্ছ খেজুর পেড়ে নিয়ে এসে তাঁদের সামনে রাখলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে আনলেনা কেন? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মনে করলাম যে, আপনারা তাজা কিংবা পাকা খেজুর নিজেদের পছন্দমত বেছে খাবেন, এজন্য উভয় প্রকারের খেজুর সামনে রাখলাম। অতঃপর তাঁরা খেজুর খেয়ে সেই পানি পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! এসব নিয়ামত সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচাপাকা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি (কতই না সুন্দর নিয়ামত)। এরপর আবুল হাইসাম (রা) তাঁদের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে চলে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন : দুখেল পশু মোটেই যবেহ করবে না। কাজেই তিনি নবীন একটি নর ছাগল যবেহ করলেন এবং রান্না করে তাদের জন্য

নিয়ে এলেন। তাঁরা তা আহার করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার কাছে যখন বন্দী আসবে তখন তুমি এসো। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'টি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম (রা) তাঁর কাছে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : এদের মধ্যে যেটি পছন্দ হয় বেছে নাও। তিনি বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনিই আমাকে একটি বেছে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হতে হয়। ঠিক আছে তুমি এটাই নাও। কেননা আমি একে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদাচারের জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। আবুল হাইসাম (রা) তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তার স্ত্রী বলেন, একে দাসত্বমুক্ত করে দেয়া ছাড়া আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌছতে পারবেন না। তিনি বলেন, ঠিক আছে, সে এখন আযাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ যত নবী ও খলীফা পাঠিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে একান্ত পরামর্শক দান করেছেন। একজন সাথী তো তাকে সংকাজের আদেশ দিতে থাকে এবং অন্যায় কাজে প্রতিহত করে। আর অপরজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক থেকে হেফাজত করা হয়েছে সে তো বেঁচেই গেল (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবু সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ-আবু আওয়ানা-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্বর ও উমার (রা) বের হলেন....। অতঃপর তিনি উক্ত মর্মে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ নেই। শাইবানের রিওয়ায়াত আবু আওয়ানার রিওয়ায়াতের তুলনায় দীর্ঘ ও অধিক পূর্ণাঙ্গ। হাদীসবেত্তাদের মতে শাইবান বিশ্বস্ত রাবী এবং তার সংকলনও আছে। ভিন্ন সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

۲۳۱۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنصُورٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ

شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ .

২৩১২। আবু ভালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনাহারের অভিযোগ করলাম এবং নিজেদের পেটের কাপড় উঠিয়ে একটা পাথর (বাঁধা) দেখালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর পেটের কাপড় উঠিয়ে আমাদেরকে দু'টি পাথর বাঁধা দেখালেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

۲۳۱۳. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ .

২৩১৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা তো এখন ইচ্ছামত পানাহার করতে পার। অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি এই নিকৃষ্ট ও শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্বারা তাঁর পেট ভরতে পারেন (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আওয়ানা প্রমুখ সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে আবুল আহওয়াস বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি শোবা (র) সিমাক-নোমান ইবনে বশীর-উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪০

মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।

۲۳۱۴. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ بْنُ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .

২৩১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পার্শ্ব সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (আ, বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুসাইনের নাম উসমান, পিতা আসিম আল-আসাদী।

অনুচ্ছেদ : ৪১

(নিজের মাল গ্রহণ করা)।

২৩১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْرَةَ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضْرَاءُ حُلْوَةٌ مِّنْ أَصَابِهِ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرَبُّهُ مُتَخَوِّضٌ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَّالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ .

২৩১৫। হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী খাওলা বিনতে কায়েস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : এ পার্শ্ব ধন-সম্পদ হলো সবুজ-শ্যামল, মনোরম ও মধুময়। যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে তার প্রয়োজন মাফিক তা গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া এই সম্পদ স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ-ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছুই নেই (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল ওয়ালীদের নাম উবাইদ সানুতী।

অনুচ্ছেদ : ৪২

(দিরহাম ও দীনারের দাসরা অভিশপ্ত)।

২৩১৬. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالِ الصَّوْافِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ عَبْدُ الدِّينَارِ لَعْنُ عَبْدِ الدَّرْهِمِ .

২৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দীনার ও দিরহামের দাসরা অভিশপ্ত (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এই সনদসূত্র ছাড়াও এ হাদীসটি আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্ণ ও দীর্ঘ কলেবরে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

(সম্পদ ও প্রতিপত্তির মোহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে)।

২৩১৭. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَانِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ .

২৩১৭। কাব ইবনে মালেক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের (আ, না, দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তার সনদসূত্র সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

(পার্শ্বিক জীবন ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী)।

২৩১৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ مَالِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَكَبٍ اسْتَظَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

২৩১৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম থেকে

জেগে উঠে দাঁড়ালে দেখা গেল তাঁর দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম। তিনি বলেন : দুনিয়ার সংগে আমার কি সম্পর্ক? আমি দুনিয়াতে এমন একজন পথচারী মুসাফির বৈ তো নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের পানে চলে গেল (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

(ভেবে-চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করবে)।

২৩১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .

২৩১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে (আ, দা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

(তিনটি জিনিস মৃতের সাথে যায়, দু'টি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়)।

২৩২. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .

২৩২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে, অতঃপর দুইটি ফিরে আসে এবং একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবার-পরিজন,

সম্পদ ও কৃতকর্ম। অতঃপর তার পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার কৃতকর্ম (তার সাথে) থেকে যায় (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

অতি ভোজন নিন্দনীয়।

২৩২১. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا
 اِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْهَمَصِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ عَنْ مَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ أَدَمِي وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ
 أَكْلَاتُ يُقِمِّنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَهَ فُتِلْتُ لَطْعَامِهِ وَتِلْتُ لِشَرَابِهِ وَتِلْتُ
 لِنَفْسِهِ .

২৩২১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মানুষ পেটের চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখার মত কয়েক ঘাস খাদ্যই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশী যদি দরকার হয় তবে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে (আ, ই, হা)।

আল-হাসান ইবনে আরাফা-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি” স্থলে “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন” উল্লেখ আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

প্রদর্শনেচ্ছা ও যশের আকাঙ্ক্ষা।

২৩২২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ
 عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 يُرَاءَى يُرَأَى اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَسْمَعُ يُسْمَعُ اللَّهُ بِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ .

২৩২২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহও তাকে সেটাই দেখাবেন (অর্থাৎ সে প্রদর্শনীমূলক আমল করলে তা প্রকাশ করে দেখানো হবে) এবং যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির অন্বেষণে আমল করবে, আল্লাহও তার আমল (দোষ-ত্রুটিগুলো) প্রচার করে দেবেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস, তবে উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে জুনদুব ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩২৩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عَثْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ شَفِيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو هُرَيْرَةَ فَدَتَّوَتْ مِنْهُ حَتَّى قَعَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ أَنْشُدْكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لَمَّا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفَعَلْتُ لِأَحَدٍ حَدِيثًا حَدَّثْتَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَعَةً فَمَكَّنْنَا قَلِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لِأَحَدٍ حَدِيثًا حَدَّثْتَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَعَةً أُخْرَى (شَدِيدَةً) ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَفَعَلْتُ لِأَحَدٍ حَدِيثًا حَدَّثْتَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَعَةً أُخْرَى (شَدِيدَةً) ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَفَعَلْتُ لِأَحَدٍ حَدِيثًا حَدَّثْتَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَعَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ

خَارًا عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاسْنَدَتْهُ طَوِيلًا ثُمَّ افْتَقَ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادَ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَفْتَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ أَلَمْ أَعْلَمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِي قَالَ بَلَىٰ يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمَلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ أُمَّةَ اللَّيْلِ وَأُمَّةَ النَّهَارِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ أَنْ فَلَئِنَّا قَارِئُ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَيُوتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أَوْسَعْ عَلَيْكَ حَتَّىٰ لَمْ أَدْعَكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ قَالَ بَلَىٰ يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمَلْتَ فِيمَا أُتَيْتَكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ فَلَئِنَّا جَوَادُ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَيُوتَى بِالذِّئْبِ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِيمَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أَمْرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّىٰ قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ فَلَئِنَّا جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَوْلَيْتَكَ الثَّلَاثَةَ أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعِّرُ (تُسَعِّرُ) بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৩২৩। শুফাই (শাফী) আল-আসবাহী (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি মদীনায়ে পৌছে দেখেন যে, এক ব্যক্তিকে ঘিরে জনতার ভিড় লেগে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি কে? উপস্থিত লোকেরা বলল, ইনি আবু হুরায়রা (রা)। (শুফাই বলেন), আমি নিকটে গিয়ে তার সামনে বসে পড়লাম। তিনি তখন লোকদের হাদীস শুনাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন নীরব ও একাকী হলেন, আমি তাকে বললাম, আমি আপনার কাছে সত্যিকারভাবে এই আবেদন করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবেন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, ভালোভাবে বুঝেছেন এবং জেনেছেন।

. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তাই করব, আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি এবং আমি তা বুঝেছি ও জেনেছি। একথা বলে আবু হুরায়রা (রা) কেমন যেন তনুয়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তনুয়ভাব কেটে গেলে তিনি বলেন, আমি তোমার কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘরের মধ্যে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের সাথে তখন আমি ও তিনি ব্যতীত আর কিউ ছিল না। পুনরায় আবু হুরায়রা (রা) আরো গভীরভাবে তনুয়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন, অতঃপর বলেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমার নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তখন এই ঘরে আমাদের সাথে তিনি ও আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। পুনরায় আবু হুরায়রা (রা) গভীরভাবে তনুয়াভিত্ত হয়ে পড়েন এবং বোধশূন্য হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে অনেকক্ষণ ঠেস দিয়ে রাখলাম। অতঃপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হবেন। সমস্ত উম্মাতই তখন নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যাদের ডাকা হবে তারা হল কুরআনের হাফেজ, আল্লাহ্র পথের শহীদ এবং প্রচুর ধনৈশ্বৰ্যের মালিক। আল্লাহ সেই কারী (কুরআন পাঠক)-কে জিজ্ঞেস করবেন, আমি আমার রাসূলের কাছে যা পাঠিয়েছি তা কি তোমাকে শিখাইনি? সে বলবে, হে রব! হাঁ, শিখিয়েছেন। তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছ তদনুযায়ী কি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি রাত-দিন তা তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তাকে আরো বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিলে যে, তোমাকে বড় কারী (হাফেয) ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে। অতঃপর সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে প্রচুর সম্পদ দেইনি? এমনকি তোমাকে আমি কারো মুখাপেক্ষী রাখিনি। সে বলবে, হাঁ, অবশ্যই হে আমার রব। তিনি বলবেন, আমার দেয়া সম্পদ থেকে তুমি কি কি (সং) আমল করেছ? সে বলবে, আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছি এবং দান-খয়রাত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ আরো বলবেন, তুমি চেয়েছিলে যে, লোকমুখে তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রসার হোক। আর এরূপ তো হয়েছেই। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়েছে

তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কিসে শহীদ হয়েছ? সে বলবে, আপনি তো আদেশ করেছিলেন আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আর ফেরেশতারাও তাকে বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ আরো বলবেন, তুমি চেয়েছিলে লোকমুখে একথা ছড়িয়ে পড়ুক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তাতো বলাই হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুতে হাত মেরে বলেন : হে আবু হুরায়রা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকে এ তিনজন ঘারাই প্রথমে দোযখের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।

ওলীদ অর্থাৎ আবু উসমান আল-মাদাইনী বলেন, আমাকে উক্বা বলেছেন যে, উক্ত গুফাই (শাফী) মুআবিয়া (রা)-র কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু উসমান আরো বলেন, আলা ইবনে আবু হাকীম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সে (শাফী) ছিল মুআবিয়া (রা)-র অসিবাহক। সে বলেছে যে, জনৈক ব্যক্তি মুআবিয়া (রা)-র কাছে এসে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন, তাদের সাথে যদি এরূপ করা হয় তবে অন্যসব লোকের কি অবস্থা হবে? অতঃপর মুআবিয়া (রা) খুব বেশী কাঁদলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে মারা যাবেন। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, এই লোকটিই আমাদের এখানে অনিষ্ট নিয়ে এসেছে (অর্থাৎ সে যদি এ হাদীস বর্ণনা না করত তবে এ দুর্ঘটনা ঘটত না)। ইতিমধ্যে মুআবিয়া (রা) হুঁশ ফিরে পেলেন এবং তার চেহারা মুছলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। (এই বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন) :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوْفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا
فِيهَا وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

“যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদের কাজের পূর্ণ ফল দুনিয়াতে দিয়ে থাকি এবং তথায় তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য পরকালে দোযখ ছাড়া আর কিছু নেই এবং তারা যা করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা বিফলে যাবে” (সূরা হূদ : ১৫, ১৬)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৪৪৯

(জুবুল হযন উপত্যকা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা) ।

২৩২৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَمَارِ بْنِ سَيْفِ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي مُعَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ الْقُرَأُ الْمُرَأُونَ بِأَعْمَالِهِمْ .

২৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা 'জুবুল হযন' থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'জুবুল হযন' কি? তিনি বলেন : তা দোষখের মধ্যকার একটি উপত্যকা; যা থেকে স্বয়ং দোষখও দৈনিক শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন : যেসব কুরআন পাঠক লোক দেখানো আমল করে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৪৫০

একান্ত গোপনে আমল করা।

২৩২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ فَذَكَرَ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسْرُهُ فَإِذَا أُطِيعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ .

২৩২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন লোক অত্যন্ত গোপনে কোন আমল করে কিন্তু অন্যরা তা জেনে ফেললে তাতেও তার আনন্দ লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব, একটি গোপনে আমল করার জন্য এবং অপরটি প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমাশ প্রমুখ-হাবীব ইবনে আবু সাবিত-আবু সালাহ-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলেম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "অন্যরা তা জেনে ফেললে তাতেও তার আনন্দ লাগে" কথাটির মর্ম এই যে, মানুষ তার প্রশংসা করলে তাতে সে আনন্দ পায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যমীনে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী"। সুতরাং এই কারণে মানুষের প্রশংসায় সে খুশী হয় (কারণ তারা তার ভালো কাজের সাক্ষী হয়ে গেল)। আর যে ব্যক্তি এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, মানুষ তার ভালো কাজ জানতে পারলে তাকে সম্মান করবে, তাকে সমীহ করে ইজ্জত দেখাবে, তাহলে সেটা হবে রিয়্যা (প্রদর্শনেচ্ছা)। আর কতক আলেম বলেন, যখন তার কাজ জানাজানি হয়ে যায়, সে তখন এই আশায় খুশী হয় যে, মানুষও তার ন্যায় ভালো আমল করা শুরু করবে। তাহলে তার এ খুশীর দরুন আমলকারী লোকদের ন্যায় সেও সওয়াব পাবে। উক্ত বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করারও অবকাশ আছে।

অনুচ্ছেদ : ৫১

যে যাকে ভালোবাসে (কিয়ামতের দিন) সে তার সাথী হবে।

২৩২৬. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّقَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا ائْتَسَبَ .

২৩২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, (কিয়ামতের দিন) সে তার সাথেই থাকবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা-ই পাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং হাসান বসরী-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে গরীব। হাদীসটি অন্যরূপেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সাফওয়ান ইবনে আসসাল, আবু হুরায়রা ও আবু মূসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩২৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى

صَلَاتُهُ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
مَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا
أَتَى أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ
أَحَبُّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحَهُمْ
بِهَذَا (بِهَا) .

২৩২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্য তেমন লম্বা (নফল) নামাযও পড়িনি, রোযাও (নফল) রাখিনি, তবে আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। আর তুমিও যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে। রাবী বলেন, এ কথায় তারা এতই খুশী হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের আর কোন ব্যাপারে এত খুশী হতে দেখিনি (আ, বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৩২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ زُرَّابْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَهُوْرِيٌّ
الصَّوْتُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْهُ هُوَ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ .

২৩২৮। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উচ্চ আওয়াজধারী জনৈক বেদুঈন এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! কোন লোক একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে; কিন্তু সে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারেনি (অর্থাৎ তাদের পর্যন্ত পৌছতে পারেনি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আহমাদ ইবনে আবদা আদ-দাকবী-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আসিম-যির ইবনে হুবাঈশ-সাফওয়ান ইবনে আসসাল

(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মাহমুদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৫২

আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ।

২৩২৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فِيَّ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي .

২৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন : বান্দা আমার সম্পর্কে যে রূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার সাথে তদনুরূপ আচরণ করি। সে আমাকে ডাকলে আমি তার সাথেই থাকি (বু, মু, ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

পাপ ও পুণ্যের কাজ সম্পর্কে।

২৩৩০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ الْخَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

২৩৩০। নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, পাপকাজ ও পুণ্যের কাজ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সংকাজ বা পুণ্যের কাজ হল সদাচার এবং পাপকাজ হল যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, আর সেটা মানুষ জানতে পারুক তা তুমি পছন্দ কর না (মু)।

বুনদার-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-মুআবিয়া ইবনে সালেহ-আবদুর রহমান (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে “এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল”—এর স্থলে “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম” উল্লেখ আছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৪৫৪

আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা।

২৩৩১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِي مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ يَغِطُّهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ .

২৩৩১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন : আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে আলোর মিন্দার (মঞ্চ)। নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের সাথে (মর্যাদা দর্শনে) ঈর্ষা করবে (মা, আ, বা, হা)।^৫

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা, ইবনে মাসউদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবু মালেক আল-আশআরী ও আবু ছুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মুসলিম আল-খাওলানীর নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাওব।

২৩৩২. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مِعْنُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبِعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ أَمَامَ عَادِلٍ وَشَابُ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تَنْفِقُ بِمِئْنَةٍ .

৫. মানবজাতির মধ্যে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা সর্বোচ্চে, অতঃপর শহীদগণের মর্যাদা, অতঃপর অন্যদের মর্যাদা। উক্ত হাদীসে 'ঈর্ষা' (গির্বত) শব্দ দ্বারা মর্যাদার আধিক্য বুঝানো হয়েছে (সম্পাদক)।

২৩৩২। আবু হুরায়রা (রা) অথবা আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (কিয়ামতের দিন) সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই (আশ্রয়) অবশিষ্ট থাকবে না। (তারা হল) : ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেও তার অন্তর এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যাবত না সে আবার তথায় ফিরে আসে, এমন দু'জন লোক যারা আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছে, এই সম্পর্কেই একত্র থাকে এবং বিচ্ছিন্ন হয়, যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং তার দু'চোখ বেয়ে পানি পড়েছে, এমন ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রূপসী নারী (বদকাজে) আহ্বান করেছে কিন্তু সে তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে : আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি এবং এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান-খয়রাত করেছে যে, তার দান হাত যা দান করেছে তার বাম হাতও তা জানতে পারেনি যে, তার দান হাত কি দান করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এই হাদীসটি মালেক ইবনে আনাস (র)-এর বরাতে ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সন্দেহবশত আবু হুরায়রা (রা) অথবা আবু সাঈদ (রা) বলা হয়েছে। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার এই হাদীস খুবাইব (হাবীব) ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে সন্দেহমুক্তভাবে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনবারী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-খুবাইব (হাবীব) ইবনে আবদুর রহমান-হাফস ইবনে আসেম-আবু হুরায়রা (রা)-নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মালেক ইবনে আনাস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে : “কানা কালবুহ মুআল্লাকান বিল-মাসাজিদ” (যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে সংযুক্ত) এবং “যাতু হাসাবিন” (বংশীয়া)-এর স্থলে “যাতু মানসাবিন ওয়া জামালিন” (মর্যাদাসম্পন্ন ও সুন্দরী) বাক্যাংশের উল্লেখ আছে। এ হাদীসটিও হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৫৫

(ভালোবাসার কথা অবহিত করা)।

۲۳۳۳. حَدَّثَنَا بَدْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ عَنِ حَبِيبِ بْنِ عَبِيدٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعَلِّمَهُ آيَاهُ .

২৩৩৩। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার কোন (মুসলিম) ভাইকে ভালোবাসলে অবশ্যই সে যেন তাকে তা অবহিত করে (আ, দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৩৪. حَدَّثَنَا هُنَادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالََا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَسْمَعِيلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ الْقَصِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ إِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوَدَّةِ .

২৩৩৪। ইয়াযীদ ইবনে নুআমা আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি কারো সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে সে যেন তার নাম, পিতার নাম ও গোত্র বা বংশের নাম জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা তা ভালোবাসার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অধিকতর কার্যকরী হয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। ইয়াযীদ ইবনে নুআমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এটির সনদসূত্রও তেমন সহীহ নয়।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

চাটুকারণিতা ও চাটুকারণ নিন্দনীয়।

২৩৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ إِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوَدَّةِ .

২৩২৫। আবু মামার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক প্রশাসকের সামনেই তার প্রশংসা করতে শুরু করে। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) তার মুখমণ্ডলে ধূলাবালি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাটুকোরের মুখে ধূলাবালি নিক্ষেপ করি (আ, ই, দা, মু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদা (র) ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-মুজাহিদ-ইবনে আব্বাস-মিকদাদ (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ-আবু মামার সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ। আবু মামারের নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাখবারাহ। আর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (র) হলেন মিকদাদ ইবনে আমর আল-কিন্দী, তার উপনাম আবু মাবাদ। আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূস তাকে শৈশব অবস্থায় পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন বলে তাকে আসওয়াদের সাথে সম্পর্কিত করে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বলা হয়।

২৩৩৬। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِمِ الْخَيْطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْتَوْ فِي أَقْوَاهِ الْمَدَاحِينَ التَّرَابَ .

২৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটুকোরদের মুখে ধূলা-বালু নিক্ষেপ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

ঈমানদার লোকের সংসর্গে থাকা।

২৩৩৭। حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التُّجَيْبِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَاحِبِ الْإِيمَانِيَّ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقَى .

২৩৩৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমরা ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংগী হইও না এবং আল্লাহ্‌র মুত্তাকী লোকদেরই তোমার আহাৰ্য দান কর (আ, দা, দার, হা)।^{১৬}

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

(বিপদে ধৈৰ্যধারণ)।

২৩৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَنَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ عَظِمَ الْجَزَاءُ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

২৩৩৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোন বান্দার অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরাপুরি শাস্তি দেন। এ সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আর আল্লাহ যখন

৬. “ঈমানদার ব্যক্তির সংগী হও” এই কথার দ্বারা কাফের, মোনাফিক, নাস্তিক, স্বৈরাচারী জালেম, পাপাচারী ইত্যাদির সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এরা দীন, ঈমান, সততা ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী। “তোমার খাদ্য আল্লাহ্‌র ব্যক্তিকে খাওয়াও” অর্থাৎ আহাৰের দাওয়াতে ঈমানদার, আল্লাহ্‌র, সং ও সদাচারী ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় আহাৰপ্রার্থী ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মুসলিম-অমুসলিম যেই হোক তাকে আহাৰ করাতে হবে। কুরআন মজীদে ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে : “তারা তাঁর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাদ্য দান করে (এবং বলে), কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমরা তোমাদেরকে আহাৰ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়” (সূরা দাহর : ৮, ৯)। অতএব মুসলিম, অমুসলিম যে কোন ক্ষুধার্তকে অনুদান একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ (সম্পাদক)।

কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি তাতে (বিপদে) সম্বুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহর) সম্বুষ্টি বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি তাতে অসম্বুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহর) অসম্বুষ্টি বিদ্যমান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

২৩৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৩৩৯। আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা জনিত কষ্টের তুলনায় অধিক কষ্ট আর কারো হতে দেখিনি (বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান ও সহীহ হাদীস।

২৩৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْآثِبَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُتَلَّى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ حَظِيئَةٌ .

২৩৪০। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বলেন : নবীদের বিপদের পরীক্ষা, অতঃপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে বেশী ধার্মিক তার পরীক্ষাও তদনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর কেউ যদি তার দীনের ব্যাপারে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে তদনুপাতেই পরীক্ষা করা হয়। অতএব বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না (আ, দার, না, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৩৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ حَاطِيَةٌ .

২৩৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন নর-নারীর উপর, তার সন্তানের উপর ও তার সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর সাথে পাপমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয় (আ, মা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর বোন থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ: ৪৫৯

(দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া)।

২৩৪২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظَلَّالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ .

২৩৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন : দুনিয়াতে আমি যখন কোন বান্দার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেই, তখন আমার কাছে তার জন্য একমাত্র বেহেশত ছাড়া আর কোন প্রতিদান থাকে না (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আবু জিলালের নাম হিলাল। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ .

২৩৪৩। আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মরফু হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন : আমি যার দু'টি প্রিয় চোখ ছিনিয়ে নিয়েছি; অতঃপর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে মনে করে সে ধৈর্য ধরেছে এবং সওয়াবের আশা করে, আমি তাকে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট হব না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَاءَ أَبُو زُهَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرُضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِضِ .

২৩৪৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন যখন বিপদে পতিত (ধৈর্যধারী) লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করা হবে, তখন (দুনিয়ায়) বিপদমুক্ত লোকেরা আকাঙ্ক্ষা (পরিতাপ) করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এই সনদে উক্তরূপ রিওয়ায়াত ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না। কোন কোন রাবী এ হাদীসটি আমাশ-তালহা ইবনে মুসাররিফ-মাসরুক (র) সূত্রে অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

২৩৪৫. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ أَزْدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ .

২৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর অনুতপ্ত হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিসের জন্য অনুশোচনা হবে? তিনি বলেন : মৃত লোকটি সৎকর্মশীল হলে সে এই বলে অনুশোচনা করবে যে, সে আরো বেশী (আমল) করল না কেন। আর সে অন্যাযকারী (পাপী) হলে এই বলে অনুশোচনা করবে যে, সে অন্যায থেকে কেন বিরত রইল না।

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। শোবা (র) এই হাদীসের রাবী ইয়াহুইয়া ইবনে উবাইদুল্লাহর সমালোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬০

একদল লোক পার্শ্ব স্বার্থে ধর্মকে প্রতারণার উপায় বানাবে। এদের মুখে মিষ্টি বুলি অস্তরে বিষ।

২৩৪৬. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدِّينَ بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْنِ أَلْسِنَتَهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي يَغْتَرُونَ أُمَّ عَلِيٍّ يَجْتَرِثُونَ قَبِيَّ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أَوْلِيَّتِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا .

২৩৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যমানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্শ্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার ন্যায় কোমল পোশাক পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তাদের বলবেন : তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য থেকেই এমন বিপর্যয় আপত্তিত করব, যা তাদের পরম সহিষ্ণু ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৪৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمْرَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَقَبْدُ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ فَبِي خَلَقْتُ لِأَتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا فَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَى يَجْتَرُونَ .

২৩৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন : “আমি এমন মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, যাদের মুখের ভাষা মধুর চাইতে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় তেতো ফলের চাইতেও তিক্ত। আমার সত্তার শপথ! আমি তাদেরকে এমন এক মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করব যে, তা তাদের পরম সহিষ্ণু ব্যক্তিকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। তারা কি আমার সাথে প্রতারণা করছে নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনে উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৬১

রসনা সংযত রাখা বা সংযতবাক হওয়া।

২৩৪৮. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا سُؤدَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْتَكَ وَأَبْكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ .

২৩৪৮। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! মুক্তির উপায় কি? তিনি বলেন : তুমি তোমার রসনা সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর (দা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

২৩৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصُّهْبَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَّتْ أَعْوَجْنَا .

২৩৪৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে মরফু হিসাবে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি সোজা পথে দৃঢ় থাকলে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি বাঁকা পথে গেলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য (বা)।

হান্নাদ-আবু উসামা-হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে; তবে এই সূত্রটি মরফু হিসাবে বর্ণিত হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনে মূসার রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ। আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। একাধিক রাবী ইবনে যায়েদের সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফু হিসাবে নয়। সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ- আবুস সাহবা-সাঈদ ইবনে জুবাইর-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৩৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُتَمَمِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَكْفَلُ (يَتَوَكَّلُ) لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتَكْفَلُ (أَتَوَكَّلُ) لَهُ بِالْجَنَّةِ .

২৩৫০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দুই ঠোঁটের মাঝখানের বস্তুর (জিহ্বা) ও দুই পায়ের মাঝখানের বস্তুর (লজ্জাস্থানের) যামিন হতে পারে (অপব্যবহার থেকে সংযত রাখবে), আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এই সূত্রে গরীব।

২৩৫১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرًّا مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرًّا مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

২৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যাকে তার জিহবা ও লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন সে বেহেশতে যাবে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে যে আবু হাযিম হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবু হাযিম আয-যাহিদ, মদীনার অধিবাসী এবং তার নাম সালামা ইবনে দীনার। আর যে আবু হাযিম আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নাম সালামান, আযযা আল-আশজাইয়্যার মুজদাস এবং কুফার অধিবাসী।

২৩৫২. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفَ مَا تَخَافُ عَلَيَّ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا .

২৩৫২। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি। তিনি বলেন : তুমি বল, 'আল্লাহই আমার রব' অতঃপর এতে সুদৃঢ় থাক। তিনি (রাবী) বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সবচাইতে আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি তাঁর জিহবা ধরে বলেন : এই যে, এটি (ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদের : ৬২

(আল্লাহর যিকিরশূন্য কথায় অন্তর কঠোর হয়ে যায়)।

২৩৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ثَلَجٍ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ
لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسَ مِنَ اللَّهِ أَلْقَبُ الْقَاسِي .

২৩৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশী কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকে (বা)।

আবু বাকর ইবনে আবুন নাদর-আবুন নাদর-ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাতিব-আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবরাহীম ইবনে হাতিবের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৬৩

(উপকারী কথাই লাভজনক)।

২৩৫৪ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حُنَيْسِ الْمَكِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرٌ لِلَّهِ .

২৩৫৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারী নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহর যিকিরই তার জন্য লাভজনক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে খুনাইসের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৬৪

(প্রত্যেক দাবিদারের দাবি পূরণ করতে হবে)।

২৩৫৫ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَخِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكَ مُتَبَدِّلَةً قَالَتْ إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاتَى صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَقَامَا فَصَلَّيَا فَقَالَ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَكَرْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَكُضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنْ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَآتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ صَدَقَ سَلْمَانُ .

২৩৫৫। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (ফারসী) ও আবুদ দারদা (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। একদা সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তখন তিনি তার স্ত্রী উম্মুদ দারদাকে নিতান্ত সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এরূপ সাধারণ পোশাকে কেন? তিনি বলেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার তো দুনিয়ার কিছু প্রয়োজন নেই। উম্মুদ দারদা (রা) বলেন, ইতিমধ্যে আবুদ দারদা (রা) বাড়ী আসলেন এবং তার (মেহমানের) সামনে খাবার পেশ করে বলেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি বলেন, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। অতঃপর তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন। রাত গভীর হলে আবুদ দারদা (রা) নামায পড়ার জন্য উঠেন। সালমান (রা) তাকে বলেন, এখন ঘুমান। সুতরাং তিনি ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি নামায পড়তে উঠলে এবারও তিনি বলেন, ঘুমিয়ে থাকুন (রাত অনেক বাকী)। কাজেই তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে সালমান (রা) তাকে বলেন, এখন উঠুন। অতঃপর দু'জনেই উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, আপনার উপর আপনার দেহের প্রাপ্য অধিকার আছে, আপনার রবের প্রাপ্য অধিকার আছে, মেহমানের প্রাপ্য অধিকার আছে এবং আপনার পরিবারের প্রাপ্য অধিকার আছে। অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা বলেন। তিনি বলেন : সালমান ঠিকই বলেছে (বু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবুল উমাইস-এর নাম উতবা ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাসউদীর ভাই।

অনুচ্ছেদ : ৬৫

(আইশা ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পত্রালাপ)।

২৩৫৬. حَدَّثَنَا سُؤدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ
الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبِيَ إِلَيْهَا كِتَابًا تُوصِيَنِي فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي
عَلَيَّ فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَلْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ
بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ النَّاسِ وَمَنْ أَلْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ
اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .

২৩৫৬। জনৈক মদীনাবাসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়া (রা) উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা)-কে লিখে পাঠন : আমাকে লিখিতভাবে কিছু উপদেশ দিন, তবে তা যেন দীর্ঘ না হয়। তিনি (রাবী) বলেন, আইশা (রা) মুআবিয়া (রা)-কে লিখলেন : আপনাকে সালাম। অতঃপর এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন। আপনাকে আবারও সালাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সুফিয়ান-হিশাম-উরওয়া-আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়াকে চিঠি লিখলেন... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তা মরফু হিসেবে নয়।

أَبْوَابُ صِغَةِ الْقِيَامَةِ وَالرِّقَاقِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়)

অনুচ্ছেদ : ১

হিসাব-নিকাশ ও প্রতিশোধ প্রসঙ্গে।

২৩৫৭. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْشَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيَكْلُمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ وَجْهَهُ حَرُّ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

২৩৫৭। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন। তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকিয়ে তার পার্শ্ববর্তী জীবনে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে তার বাঁয়ে তাকিয়েও তার পার্শ্ববর্তী জীবনে কৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার সামনে তাকাতেই দেখতে পাবে দোযখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম সে যেন তাই করে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুস সাইব বলেন, একদিন ওয়াকী (র) আমাশের সূত্রে উপরোক্ত হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাশেষে বলেন, এখানে খুরাসানবাসী কেউ উপস্থিত থাকলে সে যেন এ হাদীসটি খুরাসানে প্রচার করাকে সওয়াবের কাজ মনে করে। আবু ঈসা বলেন, 'জাহমিয়া'

সম্প্রদায়ের লোক এটা (মানুষের সাথে আল্লাহর কথা বলার বিষয়টি) অস্বীকার করে। আবুস সাইবের নাম সাল্ম ইবনে জুনাদা ইবনে সাল্ম ইবনে খালিদ ইবনে জাবির ইবনে সামুরা আল-কুফী।

২৩৫৮. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُو مُحْصِنٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسِ الرَّحْبِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ حُمْسٍ عَنْ عُمَرِهِ فِيْمَ أَفْئَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ آيْنٍ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ .

২৩৫৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর কাছ থেকে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে কি কাজে ব্যয় করেছে; তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে এবং কি কি খাতে তা ব্যয় করেছে এবং সে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিল তদনুযায়ী সে কি কি আমল করেছে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হুসাইন ইবনে কায়েসের রিওয়ায়াত হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস ইবনে মাসউদ (রা)-এর বরাতে জানতে পেরেছি। হাদীসের রাবী হিসেবে হুসাইন ইবনে কায়েস তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার জন্য সমালোচিত। এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৫৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ عُمَرِهِ فِيْمَا أَفْئَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آيْنٍ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ .

২৩৫৯। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দার পদদ্বয়

(কিয়ামতের দিন) এতটুকুও সরবে না, যতক্ষণ না তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান কোন কাজে লাগিয়েছে; তার ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং তার শরীর কি কি কাজে বিনাশ করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুরাইজ ছিলেন বসরার অধিবাসী এবং আবু বারযা আল-আসলামী (রা)-র মুক্তদাস। আবু বারযা (রা)-র নাম নাদলা ইবনে উবাইদ।

২৩৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دَرَاهِمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مَنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِيهِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيُقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّارِ .

২৩৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, দেউলিয়া কে? তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দেউলিয়া যার দিরহামও (নেগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দেউলিয়া সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত-সহ বহু আমল নিয়ে হাযির হবে এবং তার সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে, ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার সৎকাজ থেকে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা নেয়ার পূর্বেই তার সৎকাজ নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৩৬১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عَرْضٍ أَوْ مَالٍ فَجَاءَهُ فَاسْتَحْلَهَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دَيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ .

২৩৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করুন, যে তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে যুলুম করেছে। কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে পাকড়াও করার পূর্বেই সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে মাফ চেয়ে নেয়। কারণ সেখানে (আখেরাতে) দিরহাম, দীনারের (বিনিময় প্রদানের) ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং তার কোন নেক আমল থাকলে (যলুমের পরিমাণ অনুযায়ী) তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে ময়লুমদের গুনাহ তার উপর চাপানো হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং সাঈদ আল-মাকবুরীর রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। মালেক ইবনে আনাস-সাঈদ আল-মাকবুরী-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৩৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُودُنَ الْحَقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ .

২৩৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিঃসন্দেহে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরীর পক্ষে শিংবিশিষ্ট বকরীর (গুতোর) বদলা নেয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ৪২

কিয়ামতের মাঠে মানুষ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে।

২৩৬৩. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّادُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذْنَيْتِ الشَّمْسِ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قَيْدَ مِثْلِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ سُلَيْمٌ لَا أَذْرِي أَيَّ الْمِثْلَيْنِ عَنَى أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِثْلَ الَّذِي تَكْتَحِلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَمَامَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ أَيَّ يُلْجِمُهُ الْجَمَامَا .

২৩৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী মিকদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের এত কাছে নিয়ে আসা হবে যে, তা মাত্র এক অথবা দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থান করবে। সুলাইম ইবনে আমের (র) বলেন, আমি জানি না উক্ত মাইল দ্বারা যমীনের দূরত্ব জ্ঞাপক মাইল বুঝানো হয়েছে, না চোখে সুরমা লাগানোর শলাকা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, সূর্য তাদের গলিয়ে দেবে। তারা তখন নিজেদের আমল (গুনাহ) অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মত বেটন করবে। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করেন, অর্থাৎ লাগামের মত বেটন করাকে বুঝালেন (আ, মু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَمَادٌ وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُونَ فِي الرِّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أَدَانِهِمْ .

২৩৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। হাম্বাদ (র) বলেন, এ হাদীসটি আমাদের নিকট মরফু হিসাবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। “মানুষ যেদিন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে” (সূরা মুতাফফিফীন : ৬) আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হান্নাদ-ঈসা ইবনে ইউনুস-ইবনে আওন-নাফে-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

হাশরের ময়দানের অবস্থা।

২৩৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاءَ عُرَاءٍ غُرْلًا كَمَا خُلِقُوا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْنا اَنَا كُنَّا فَاعْلَيْنِ . وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِي بِرِجَالِ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ .

২৩৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পদে, নগ্ন শরীরে ও খতনাবিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে, যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন : “যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই” (সূরা আশ্বিয়া : ১০৪)। সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে পোশাক পরানো হবে। আমার সাহাবীগণের মধ্যকার কতক লোককে শ্রেণ্ডার করে ডানে-বামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার সাহাবী। আমাকে তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, আপনার পরে এরা যে

কি সব বিদআতী কাজ করেছে। আপনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হতে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে থেকেছে। তখন আমি আল্লাহর সৎকর্মপরায়ন বান্দা ইসা (আ)-র মত বলব, (সূরা মাইদা : ১১৮) : “আপনি যদি তাদের শান্তি দেন তবে তারা তো আপনাই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়” (বু, যু)।

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-শুগীরা ইবনে নুমান থেকে বর্ণিত। তিনি এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৩৬৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتَجْرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ .

২৩৬৬। বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা, অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : (কিয়ামতের দিন) তোমাদের পায়ে হাঁটিয়ে, সওয়ারী হিসেবে এবং কতককে মুখের উপর উপর করে টেনে হাযির করা হবে (নাসাঈ)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৪

আল্লাহর সামনে হাযির করা প্রসংগে।

২৩৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وَأَمَّا الْعَرَضَةُ الثَّلَاثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَأَخِذْ بِيَمِينِهِ وَأَخِذْ بِشِمَالِهِ .

২৩৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার পেশ করা হবে। দুইবারের হাযিরা হবে ঝগড়া-বিবাদ ও বিভিন্ন ওয়র-আপত্তি শুনানী প্রসংগে এবং তৃতীয়বারের হাযিরাতে প্রত্যেকের (নিজ নিজ) আমলনামা উড়তে থাকবে। কেউ তা পাবে ডান হাতে আর কেউ পাবে বাম হাতে (আ, ই)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়। কারণ হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেনি। কতক রাবী আলী আর-রিফাঈ-আল-হাসান-আবু মুসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

একই বিষয় সম্পর্কে।

২৩৬৮. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نُوقِسَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَا مِنْ أَوْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرَضُ .

২৩৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সূক্ষ্মভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো বলেছেন, “যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে, অতি সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হবে” (সূরা ইনশিকাক : ৭-৮)। তিনি বলেন : সেটা তো শুধু নামমাত্র পেশ করা (বু.য়ু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আইউব (র)-ও এ হাদীসটি ইবনে আবু মুলাইকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

একই বিষয়।

২৩৬৯. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَدَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَعْطَيْتَكَ وَحَوْلَتِكَ وَأَعَمَّتْ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَمَرَّتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي أَتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَيَقُولُ لَهُ أَرْنِي مَا

قَدُمْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَمَرَّتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي أَتِكَ بِهِ
كُلِّهِ فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيَمُضِي بِهِ إِلَى النَّارِ .

২৩৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানকে ভেড়ার (সদ্য প্রসূত) বাচ্চার ন্যায় অবস্থায় হাযির করা হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে ক্ষেত-খামার, দাস-দাসী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলাম এবং আরো বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম। তুমি কি আমল করে এসেছ? সে বলবে, হে রব! আমি সেগুলো সঞ্চয় করে রেখেছি, বহু গুণে বৃদ্ধি করেছি এবং যা ছিল তার চাইতে অনেক বাড়িয়ে রেখে এসেছি। আমাকে একটুখানি ফেরত যেতে দিন, আমি তার সবগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসব। তিনি তাকে বলবেন, তুমি কি কি আমল করে এসেছ আগে তা আমাকে দেখাও। সে তখন বলবে, হে রব। সেগুলো তো আমি জমা করে রেখে এসেছি, যা ছিলো তার চাইতে বহু গুণে বৃদ্ধি করে রেখে এসেছি। সুতরাং আমাকে একটিবার ফেরত যেতে দিন, আমি তার সবগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসব। সে যদি কোন সওয়াব আগে না পাঠিয়ে থাকে তবে তাকে দোষখে নিয়ে যাওয়া হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী উপরোক্ত হাদীসটি হাসান বসরী (র)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মুসনাদ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেননি। রাবী ইসমাঈল ইবনে মুসলিম তার স্বরণশক্তির দুর্বলতার জন্য সমালোচিত।

২৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ
أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا
وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرَأْسُ وَتَرَبِّعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي
يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي .

২৩৭০। আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন কোন বান্দাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করি নাই এবং তোমার অধীনে জীবজন্তু ও খেত-খামার দেইনি? তোমাকে তো স্বাধীন ছেড়ে রেখেছিলাম মাতব্বরী করতে এবং মানুষের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে (জাহিলী যুগের একটি রীতি)। তুমি কি ধারণা করতে যে, এই দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে, না। তিনি তাকে বলবেন, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আমিও আজ তোমাকে ভুলে গেলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। “তোমাকে ভুলে গেলাম” কথার অর্থ এই যে, আজ আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান করলাম। কতক আলেম (“আজ আমি তাদের ভুলে গেছি”—আরাফ : ৫১) আয়াতের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা (ব্যাখ্যায়) বলেন, আমি আজ তাদের শাস্তি কার্যকর করলাম।

অনুচ্ছেদ : ৭

পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পেশ করবে।

২৩৭১। حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا .

২৩৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “যেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পরিবেশন করবে” (সূরা যিলযাল : ৪) তিলাওয়াত করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান পৃথিবীর পরিবেশনযোগ্য বৃত্তান্ত কি? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তার বৃত্তান্ত এই যে, সে সমস্ত নারী-পুরুষের সেইসব কাজের সাক্ষ্য দিবে, যা তারা তার বুকে করেছে। সে বলবে, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। এভাবে সে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তিনি বলেন, এই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত (আ, না, বা, হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৮

শিংগার ফুৎকার প্রসঙ্গে।

২৩৭২. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَسْلَمَ الْعَجَلِيِّ عَنْ بَشْرِ بْنِ شَعَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الصُّورُ قَالَ قَرْنٌ يَنْفَعُ فِيهِ .

২৩৭২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল, শিংগা কি? তিনি বলেন : এটা একটা শিং যাতে ফুৎকার দেয়া হবে (আ, দা, দার, না, হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কেবল তার রিওয়ায়াত হিসাবেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২৩৭৩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ التَّقَمَ الْقَرْنَ وَأَسْتَمَعَ الْأَذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْعِ فَيَنْفَعُ فَكَانَ ذَلِكَ ثَقْلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا .

২৩৭৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কিরূপে নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারি, অথচ শিংগাওয়ালা (ফেরেশতা ইসরাফীল আ.) মুখে শিংগা নিয়ে অধীর আগ্রহে কান পেতে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ শ্রবণের অপেক্ষায় আছে, কখন ফুঁ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে, আর অমনি তিনি ফুঁ দিবেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকট অত্যন্ত ভীতিকর মনে হল। তখন তিনি তাদের বলেন : তোমরা বল যে, আল্লাহুই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্র ছাড়াও হাদীসটি আতিয়া-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৯

পুলসিরাতের অবস্থা।

২৩৭৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ .

২৩৭৪। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মুমিনদের নিদর্শন হবে : হে প্রভু! রক্ষা কর রক্ষা কর (হা)।

আবু ঈসা বলেন, মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। কেবল আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৩৭৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ أَطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاذْغَبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْخَوْضِ فَإِنِّي لَا أُحْطِي هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ .

২৩৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের ওখানে তালাশ করবে। আমি বললাম, আপনাকে যদি পুলসিরাতে না পাই? তিনি বলেন, তাহলে মীযানের

ওখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, যদি মীযানের ওখানেও আপনার সাক্ষাত না পাই? তিনি বলেন, তাহলে হাওযে কাওসারের ওখানে খুঁজবে। এ তিনটি স্থানের যে কোন একটিতে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুবাদ : ১০

শাফাআত প্রসঙ্গে।

২৩৭৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ فَكَأَلَهُ وَكَانَتْ تُعَجِّبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصْرُ وَتَذْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَيَلْغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ آلا تَرُونَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ آلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِأَدَمَ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ آلا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ آلا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ أَدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَأَنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ آلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ آلا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ

يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا
 عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
 فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
 اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ
 غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ
 كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى
 غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ
 اللَّهِ فَضَلَّكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى الْبَشَرِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى
 مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ
 وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أَوْمَرَ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي
 نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا
 عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرَوْحٌ مِنْهُ وَكَلِمَتَ النَّاسِ
 فِي الْمَهْدِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنْ رَبِّي
 قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ
 يَذْكَرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ قَالَ
 فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غُفِرَ
 لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْآ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ
 فَانْطَلِقُ فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ
 مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا
 مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ
 أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا

حَسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنَ ابْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا
سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْبُؤَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ
مِصْرَاعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى .

২৩৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গোশত আনা হল। অতঃপর তাঁকে সামনের একটি রান তুলে দেয়া হল। তিনি তা খুবই পছন্দ করতেন, তাই দাঁতে টেনে সেটা খেতে থাকলেন। অতঃপর বললেন : কিয়ামতের দিন আমিই হব সমস্ত মানুষের নেতা। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ সেদিন পূর্বাপর সব মানুষকে একটি স্থানে সমবেত করবেন। একজনের আওয়াজই সকলের নিকট পৌঁছে যাবে এবং সকলেই একজনের দৃষ্টির আওতায় থাকবে।

সূর্য তাদের খুব নিকটে এসে যাবে। মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ ও সামর্থ্যের অতীত দুশ্চিন্তায় পতিত হবে এবং ধৈর্যহারা হয়ে পড়বে। তারা একে অপরকে বলবে, তোমরা কি এ দুঃসহ বিপদ দেখতে পাচ্ছ না? তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে সুপারিশ করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে দেখছ না কেন? লোকেরা একে অপরকে বলবে, তোমাদের আদম (আ)-এর নিকট যাওয়া উচিত। কাজেই তারা আদম (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি তো মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। অতঃপর ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত আছি? আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! আদম (আ) তাদের বলবেন, আমার রব তো আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন যে রূপ ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের ব্যাপারে (তার ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। আমি তা অমান্য করেছি। নাফসী নাফসী নাফসী (অর্থাৎ আমার নিজেরই তো উপায় দেখছি না)। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং নূহ (আ)-এর নিকট যাও। তারা তখন নূহ (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি তো দুনিয়াবাসীদের জন্য প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে 'আব্দ শাকুর' (কৃতজ্ঞ বান্দা) উপাধি দিয়েছেন, আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত আছি, আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি!

নূহ (আ) তাদের বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এতই রাগান্বিত হয়েছেন যে রূপ ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং পরেও হবেন না। আমাকে একটি দোআ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল (যে উদ্দেশ্যেই দোআ করব তা আল্লাহ কবুল করবেন বলে ওয়াদা ছিল)। কিন্তু আমি আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে সেই দোআ করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী এবং দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা কি অবস্থার মধ্যে পতিত আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যে রূপ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং পরে কখনো হবেন না। আমার থেকে তিনটি মিথ্যা কথা প্রকাশ পেয়েছিল। আবু হাইয়ান তাঁর বর্ণিত হাদীসে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। নাফসী, নাফসী, নাফসী (আজ আমার নিজের চিন্তায় আমি অস্থির)। তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মূসা (আ)-এর নিকট যাও। তখন তারা মূসা (আ)-র কাছে হাযির হয়ে বলবে, হে মূসা! আপনি তো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা আপনাকে মানুষের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি কি আমাদের প্রাণান্তকর এ করুণ অবস্থা দেখছেন না? আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আল্লাহ তো আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যে রূপ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি আর পরেও হবেন না। আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অথচ তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসা (আ)-র নিকট যাও। তখন তারা ঈসা (আ)-র নিকট গিয়ে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর একটি বাণী যা তিনি মরিয়মের গর্ভে নিষ্ক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট আত্মা। আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি কি আমাদের করুণ অবস্থা দেখছেন না? আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন ঈসা (আ) বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যে রূপ তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং পরে কখনো হবেন না। তিনি কোন গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বললেন, নাফসী, নাফসী নাফসী। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল, নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী, আপনার পূর্বাগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি অবস্থায়

নিমজ্জিত আছি! আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন আমি রওয়ানা হয়ে আরশের নীচে হাযির হব। অতঃপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ আমার জন্য তাঁর প্রশংসা ও সর্বোত্তম গুণগানের এমন কিছু উম্মুক্ত করে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য উম্মুক্ত করা হয়নি। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মাথা উঠাও এবং আবেদন কর, তোমার আবেদন পূরণ করা হবে, সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে বলব, হে পরোয়ারদিগার! আমার উম্মাত, হে পরোয়ারদিগার! আমার উম্মাত (তাদের রক্ষা করুন)। তখন আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই তাদের তুমি বেহেশতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। উপরন্তু তারা অন্য মানুষের সাথে শরীক হয়ে অন্যান্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকারও পাবে। অতঃপর তিনি বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! বেহেশতের দরজার দু'টি চৌকাঠের মধ্যকার ব্যবধান মক্কা ও হাজ্জার এবং মক্কা ও বুসরার মধ্যকার ব্যবধানের সমান (বু, যু)।^১

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্‌র সিদ্দীক, আনাস, উক্বা ইবনে আমের ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হাইয়্যান আত-তাইমীর নাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে হাইয়্যান। তিনি কূফার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত রাবী। আবু যুরআ ইবনে আমর ইবনে জারীর-এর নাম হারিম।

অনুচ্ছেদ : ১১

একই বিষয়।

۲۳۷۷. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي .

২৩৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে কবীরা গুনাহের অপরাধীদের জন্য আমার শাফাআত (আ, দা, না, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

১. হাজ্জার হল বাহরাইনের একটি শহরের নাম এবং বুসরা হল দামিশকের অদূরে অবস্থিত একটি জনপদ (সম্পাদক)।

২৩৭৮ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَايَرِ مِنْ أُمَّتِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ لِي جَابِرُ يَا مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِبَايَرِ فَمَا لَهُ وَاللِّشْفَاعَةَ .

২৩৭৮ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে কবীরা গোনাহগারদের জন্যই আমার সুপারিশ । মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেন, জাবির (রা) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ ইবনে আলী! যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে নাই তার কি সুপারিশের দরকার (ই, হা)?

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে হাসান ও গরীব । জাফর ইবনে মুহাম্মাদের রিওয়াজাত হিসাবেই এটিকে গরীব বলা হয়েছে ।

অনুচ্ছেদ : ১২

সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে ।

২৩৭৯ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا اشْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يَدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لِأَحْسَابِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثِيَّاتٍ مِنْ حَثِيَّاتِهِ .

২৩৭৯ । আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার রব আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যাদের কোন হিসাবও নেয়া হবে না আযাবও হবে না । আর প্রতি হাজারের সাথে থাকবে সত্তর হাজার । আর আমার পরোয়ারদিগারের দুই হাতের মুঠির তিন মুঠি পরিমাণ (আ, ই) ।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ।

২৩৮০. حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ حَدَّثَنَا اشْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بَابِلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشِقَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَيْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَايَ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ .

২৩৮০। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দলের সাথে ইলিয়া (বায়তুল মাকদিসের একটি নগর) নামক স্থানে ছিলাম। দলের এক ব্যক্তি বলল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের একজন লোকের সুপারিশে তামীম গোত্রের সমস্ত লোকের চাইতে অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ছাড়া অন্য কারো সুপারিশে? তিনি বলেন, হাঁ আমি ছাড়াই। রাবী বলেন অতঃপর বর্ণনাকারী উঠে দাঁড়ালে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি হলেন ইবনে আবুল জাদআ (রা) (ই, দার)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও রীব। ইবনে আবুল জাদআ হলেন আবদুল্লাহ (রা)। তাঁর থেকে আমরা এই একটি হাদীসই জানতে পেরেছি।

২৩৮১. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّقَاعِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَلَالٍ عَنْ جِسْرِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِثْلِ رِبِيعَةَ وَمُضَرَ .

২৩৮১। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উসমান ইবনে আফফান কিয়ামতের দিন রবীআ ও মুদার গোত্রের সমসংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে।

২৩৮২. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ .

২৩৮২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের মধ্যে কেউ বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য, কেউ একটি ছোট দলের জন্য, কেউ একজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তারা বেহেশতে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ১৩

(আমি শাফাআতের প্রস্তাবই গ্রহণ করলাম)।

২৩৮৩. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِي اتٌ مِنْ عُنْدِ رَبِّي فَخَيْرِنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَأَخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

২৩৮৩। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাজঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আগলুক আমার কাছে আসলেন এবং দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিলেন : (১) হয় আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে অথবা (২) আমার সুপারিশ করার এখতিয়ার থাকবে। আমি সুপারিশকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেইসব লোকের জন্য যারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

এ হাদীসটি আবুল মালীহ (র) থেকে অপর এক সাহাবীর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আওফ ইবনে মালেক (রা)-এর উল্লেখ নেই। হাদীসটিতে আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। কুতাইবা-আবু আওয়ানা-কাতাদা-আবুল মালীহ-আওফ ইবনে মালেক (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

হাওযে কাওসানের বর্ণনা।

২৩৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الْأَبَارِيثِ بَعْدَ نُجُومِ السَّمَاءِ .

بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ وَكَأْوَيْبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنِ شَرِبَ
 مِنْهُ شَرِبَهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وَرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ
 الشَّعْثُ رُؤْسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكَحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ
 أَبْوَابُ السُّدَدِ قَالَ عُمَرُ لِكُنِيِّ نَكَحْتَ الْمُتَنَعِمَاتِ وَفُتِحَ لِي السُّدَدُ
 وَتَكَحَّتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ لِأَجْرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّىٰ يَشَعَثَ
 وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي بَلِيَ جَسَدِي حَتَّىٰ يَتَسَخَّ .

২৩৮৬। আবু সাল্লাম আল-হাবশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যেতে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমাকে একটি খচ্চরের পিঠে সওয়ার করে নিয়ে চললো। অতঃপর তিনি (আবু সাল্লাম) খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে এই খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে খুবই কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, হে আবু সাল্লাম! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে আসি-নি, বরং আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি সাওবান (রা)-র সূত্রে হাওযে কাওসার সন্ধকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করছেন? কাজেই আমি পছন্দ করলাম যে, আপনি তা আমার সামনে বর্ণনা করবেন। আবু সাল্লাম বলেন, সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ হবে ইয়ামান দেশের আদান থেকে সিরিয়ার অন্তর্গত বালকা শহরের আশ্মান নামক জায়গার দূরত্বের সমান। এর পানির রং দুধের চাইতে সাদা, মধুর চাইতে মিষ্ট এবং পানপাত্রের সংখ্যা হবে আসমানের তারার সমসংখ্যক। যে ব্যক্তি তা থেকে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিরগণ সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য লাভ করবে, যাদের মাথার কেশ উষ্ণুষ্ণ, পোশাক ধূলিমলিন, যারা ধনীরা দুলালীদের বিবাহ করেননি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হত না, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তারা কারো কাছে গিয়ে বাড়ীতে ঢোকের অনুমতি চাইলেও অভ্যর্থনা দেয়া হত না। উমার (র) বলেন, কিন্তু আমি তো সুখ-স্বাস্থ্যে লালিতা-পালিতাকে বিয়ে করেছি, আমার জন্য বন্ধ দরজা খোলা হয়, আমি খলীফা আবদুল মালেকের আদরের দুলালী ফাতেমাকে বিবাহ করেছি। আমার মাথার চুল ধূলিমলিন না হওয়া পর্যন্ত তা ধৌত করব না এবং আমার পরিধানের পোশাক ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করব না (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে গরীব। মাদান ইবনে আবু তালহা-সাওবান (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সাল্লাম আল-হাবশীর নাম মামতুর, তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী।

২৩৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُنِيَّةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأُنِيَّتِهِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلَمَةٍ مُصْحَبَةٍ مِنْ أُنِيَّةِ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ أَحْرَمًا عَلَيْهِ عَرَضُهُ مِثْلُ طَوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَيْلَةَ مَأْوَهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ .

২৩৮৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাওয়ে কাওসারের পানপাত্রের সংখ্যা কত হবে? তিনি বলেন : সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! এর পানপাত্রের সংখ্যা হবে মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতের আসমানের গ্রহ ও তারকারাজির সংখ্যার চাইতেও বেশী। আর সেগুলো হবে বেহেশতের পাত্র। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান যা সিরিয়ার অন্তর্গত ‘আম্মান’ থেকে ইয়েমেনের ‘আয়লার’ (দূরত্বের) সমান। এর পানি হবে দুধের চাইতে সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু বারযা আল-আসলামী, ইবনে উমার, হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব ও আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু উল্লেখ আছে :

حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ .

“আমার হাওয়ের বিস্তৃতি হবে কূফা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যকার দূরত্বের সমান”।

অনুচ্ছেদ : ১৬

(এই উচ্চাতের সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে)।

২৩৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ كُوفِيٌّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ
وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيِّينَ
وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيمٍ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قِيلَ مُوسَى وَقَوْمُهُ
وَلَكِنْ أَرْفَعُ رَأْسَكَ فَانظُرْ قَالَ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الْأَفُقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ
وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ فَقِيلَ هُوَ لَأَمْتِكَ وَسَوَى هُوَ لَأَمْتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَدَخَلَ وَلَمْ يَسْئَلُوهُ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْنُ
هُمْ وَقَالَ قَائِلُونَ هُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْإِسْلَامِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا
يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ سَبِّكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

২৩৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজের রজনীতে উর্ধারোহণ করলেন, তখন তিনি নবী
ও নবীগণের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন তাঁদের
সাথে রয়েছে তাদের উম্মাতগণ। কোথাও বা একজন নবী ও তাঁর সাথে রয়েছে ছোট
একটি দল। আর কোন কোন নবীর সাথে কেউ নেই। অবশেষে তিনি একটি বিরাট
দলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বিরাট
দলটি কারা? বলা হল, মুসা (আ.) ও তাঁর উম্মাতগণ। আপনি আপনার মাথা তুলে
দেখুন। তিনি বলেন, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম, অগণিত মানুষের একদল
যারা আসমানের এ দিগন্ত ও সে দিগন্ত পূর্ণ করে আছে। বলা হল, এরা আপনার
উম্মাত। এরা ছাড়াও আপনার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে
প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলেন, কিন্তু তারা তাঁকে
এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেনি এবং তিনিও এর ব্যাখ্যা করে বলেননি। তারা নিজেদের
মধ্যে বলাবলি শুরু করলেন। কেউ বলেন, আমরাই সেই দলের, যারা বিনা হিসাবে
বেহেশতে যাবে। কেউ বলেন, যারা ইসলামী ফিতরাতে জন্মগ্রহণ করেছে তারাই
সেই দলের। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বলেন,
যারা শরীরে গরম লোহার দাগ দেয় না, ঝাড়ফুক করে না, ফাল অর্থাৎ শুভাশুভ
লক্ষণ নির্ণয় করে না এবং তাদের রবের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে, তারা হবে বিনা

হিসাবে বেহেশতে প্রবেশকারী দল। একথা শুনে উক্বাশা ইবনে মিহসান (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমিও কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, উক্বাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

(কতই না নিকট সেই ব্যক্তি)।

২৩৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزْرِعٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَعْرَفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيْنَ الصَّلَاةُ قَالَ أَوْلَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلَاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

২৩৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় দীনের ব্যাপারে যে অবস্থায় ছিলাম সেগুলো তো বর্তমানে দেখতেই পাচ্ছি না। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আজকাল নামাযের অবস্থা কি? তিনি বলেন, তোমরা কি নামাযের ভেতর এমন সব কাজ কর নি যা তোমরা জান (প্রতিটি আমলে নতুন নতুন নিয়ম প্রবেশ করেছে) (বু)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে আবু ইমরান আল-জাওনী রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। হাদীসটি আনাস (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে।

২৩৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخِيلَ وَآخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَى وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَعَى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَاءَ

وَالْمُنْتَهَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتَلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتَلُ
الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعُ يَقُودُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوَىٰ يَضِلُّهُ
بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يَذُلُّهُ .

২৩৯০। আসমা বিনতে উমাইস আল-খাসআমিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে আর মহান আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে যালেম হয়ে যুলুম করে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে সত্যবিমুখ হয়, অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় এবং গোরস্থান ও মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে বিদ্রোহী হয়ে অবাধ্যতা করে এবং তার সূচনা ও পরিণতিকে ভুলে যায়। আর সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে দীনের বিনিময়ে দুনিয়া হাসিলের কৌশল অবলম্বন করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে সন্দেহজনক বিষয়ের উপর আমল করে দীনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে লালসার গোলাম হয়ে যায়, লালসা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে তার প্রবৃত্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে প্রবৃত্তির চাহিদা লাঞ্ছিত করে (ই, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এর সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

অনুচ্ছেদ : ১৮

(মুমিন ব্যক্তিকে সাহায্য করার ফযীলাত)।

২৩৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَاهِمٍ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ أختِ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى وَأَسْمُهُ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ
الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ
اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ .

২৩৯১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঈমানদার ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত ঈমানদার ব্যক্তিকে খাদ্য দান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বেহেশতের ফল খাওয়াবেন। যে মুমিন ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্ত মুমিন ব্যক্তিকে পানি পান করায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সীলমোহর করা খাঁটি “রাহীক মাখতুম” পান করাবেন। যে মুমিন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন মুমিন ব্যক্তিকে পরিধেয় বস্ত্র দান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বেহেশতের সবুজ পোশাক পরাবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আতিয়া-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে মওকুফরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে মওকুফ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২৩৯২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النُّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ يَزِيدُ بْنُ سَنَانَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوزَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ ادَّلَجَ وَمَنْ ادَّلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا أَنْ سَلَعَهُ اللَّهُ غَالِيَةً إِلَّا أَنْ سَلَعَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ .

২৩৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ভয় পায় সে যেন ভোর রাতেই রওয়ানা হয়, আর যে ব্যক্তি ভোররাতেই রওয়ানা হয়, সে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখ, আল্লাহর পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখ, আল্লাহর পণ্য হল বেহেশত (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল আবুন নাদরের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ১৯

(ঈতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অঈতিকর কাজও ত্যাগ করা)।

২৩৯৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النُّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ .

২৩৯৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আতিয়া আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুত্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না (ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ২০

(আমার নিকটে এলে তোমাদের যে অবস্থা হয় তা বজায় থাকলে)।

২৩৯৪. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسِيدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَأَظَلَّتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا .

২৩৯৪। হানযালা আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার কাছে এসে যেক্রপ থাকো, সদা-সর্বদা সর্বত্র যদি একরূপই থাকতে, তাহলে নিশ্চয়ই ফেরেশতারা তাদের ডানা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখত (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। হানযালা আল-উসাইদী (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২১

(প্রতিটি জিনিসের উত্থান-পতন আছে)।

২৩৯৫. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَّةً وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فِتْرَةٌ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَدًا وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تُعَدُّهُ .

২৩৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি কাজের পেছনে থাকে প্রেরণা ও উদ্দীপনা, আর উদ্দীপনার পেছনেই লুকিয়ে থাকে অলসতা ও কর্মবিমুখতা। কাজেই যে ব্যক্তি সোজা পথে চলে এবং মাঝামাঝি পর্যায়ে নিজেকে সোজাভাবে কাজে অটল রাখতে পারে তার সাফল্য লাভের আশা করতে পার। আর যদি তার দিকে আংগুলে ইশারা করা হয় (লোক দেখানো আমল করে) তাহলে তাকে সফলকাম লোকদের মধ্যে গণ্য করানা (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فِي دِينِ وَدُنْيَا الأَمَنِ عَصَمَهُ اللَّهُ .

“কোন ব্যক্তির অনিষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার দিকে তার দীন কিংবা দুনিয়ার ব্যাপারে আংগুল দ্বারা ইশারা করা হয়। তবে আল্লাহ যাকে হেফযত করেন তার কথা স্বতন্ত্র।”

অনুচ্ছেদ : ২২

(মানুষ কামনা-বাসনা ও বিপদাপদ বেষ্টিত)।

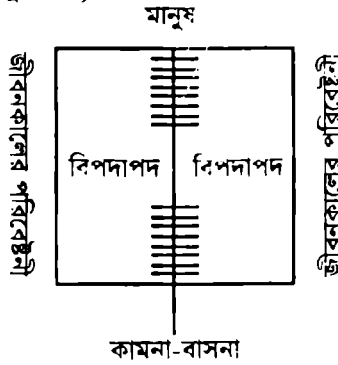
২৩৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطُّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرْتَعًا وَخَطُّ فِي وَسَطِ الخَطِّ خَطًّا وَخَطُّ خَارِجًا مِّنَ الخَطِّ خَطًّا وَحَوْلَ الَّذِي فِي الوَسَطِ خَطُّوطًا فَقَالَ هَذَا ابْنُ أَدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ الأَنْسَانُ وَهَذِهِ الخَطُّوطُ عُرُوضُهُ إِنْ نَجَا مِنْ هَذَا (مِنْهُ) يَنْهَشُهُ هَذَا وَأَخْطُ الخَارِجُ الأَمَلُ .

২৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (বুঝানোর) উদ্দেশ্যে বর্ণাকৃতির একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন, অতঃপর এর মাঝ বরাবর একটি সরলরেখা টানলেন,

অতঃপর চতুর্ভুজের বাইরে দিয়ে একটি সরলরেখা টানলেন, অতঃপর মাঝের সরলরেখার চতুর্দিকে অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বলেন : এটি হল আদম-সন্তান এবং বেটনী হল তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেটন করে রেখেছে। মধ্যখানের সরলরেখাটি হল মানুষ, এর চারপাশের রেখাসমূহ হল তার বিপদাপদ। সে এর একটি থেকে মুক্তি পেলে অপরটি তাকে দংশন করে। আর বাইরের রেখাটি হল তার কামনা-বাসনা (বু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

বর্গক্ষেত্রের চিত্র : (অনুবাদক)



২৩৯৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشْبُ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ .

২৩৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম-সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থাকে : সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার আগ্রহ (বু, যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৩৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَّمَ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَامِ وَهُوَ عَمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ وَاللَّي جَنِيهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَابِيا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ .

২৩৯৮। আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম-সন্তানকে গড়া হয় নিরানব্বইটি (অসংখ্য) বিপদাপদ দ্বারা। বিপদসমূহ অতিক্রান্ত হলেও সে বার্ষিক্যে উপনীত হয়।

২৩৯৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثَلَاثًا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرَّبِيعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النَّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثَّلَاثِينَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ .

২৩৯৯। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন : হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পন সৃষ্টিকারী প্রথম শিংশাধ্বনি এসে পড়েছে এবং তার পরপর আসবে পরবর্তী শিংশাধ্বনি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাযির হয়েছে, মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাযির হয়েছে। উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার উপর খুব বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করি। আমি আমার সময়ের কতটুকু আপনার উপর দুরূদ পাঠে ব্যয় করব? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ চাও। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বলেন, তুমি যা চাও, তবে এর চাইতে বেশী পড়তে পারলে তাতে তোমারই কল্যাণ হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দুরূদ পড়ব? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ চাও, যদি এর চাইতেও বাড়াতে পার সেটা তোমার জন্যই মঙ্গলজনক। আমি বললাম, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় দুরূদ পড়বো? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ চাও, তবে এর চাইতেও বাড়াতে পারলে তোমারই ভাল। আমি বললাম, তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার প্রতি দুরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব? তিনি বলেন :

তাহলে তোমার চিন্তা ও ক্লেশের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৪০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ
عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْثَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْأَسْتَحْيَاءَ
مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَذْكُرَ
الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ
اسْتَحْيَا يَعْنِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ .

২৪০০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি বলেন : তা নয়, বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এতে যা কিছু আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এতে যা কিছু আছে তা হেফায়ত করবে, মৃত্যুকে এবং এরপর পঁচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করবে। আর যে ব্যক্তি পরকালের আশা করে, সে যেন পার্থিব আড়ম্বর পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি এসব কাজ করতে পারে সে-ই আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আব্বাস ইবনে ইসহাক-আস-সাব্বাহ ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রেই এভাবে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ২৫

(যে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করে)।

২৪০১. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
أَبِي مَرْثَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْثَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ

أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ .

২৪০১। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ও অক্ষম সেই ব্যক্তি যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে আর আল্লাহর কাছে বৃথা আশা পোষণ করে (আ, ই, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। “মান দানা নাফসাহু” বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের দিন আত্মাকে হিসাবের সম্মুখীন করার পূর্বেই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের নফসের হিসাব-নিকাশ নেয়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, “হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব নাও এবং মহা সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার হিসাব-নিকাশ নেয়, কিয়ামতের দিন তার হিসাব অত্যন্ত হালকা ও সহজ হবে”। মাইমুন ইবনে মিহরান বলেন, কোন ব্যক্তি খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আত্মসমালোচনা করবে। যেমন কোন ব্যক্তি তার শরীকের কাছ থেকে পুণ্ডখানুপুণ্ড হিসেব নেয় যে, সে খাদদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় কোথেকে কত মূল্যে সংগ্রহ করেছে।

অনুচ্ছেদ : ২৬

(কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত)।

٢٤٠٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْوَيْهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلًّا فَرَأَى نَاسًا كَانَتْهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَاكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمَ الْأُتْكَلَمِ فِيهِ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتُ لَأَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَاذْ وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ وَصَرْتُ إِلَى فَسْتَرِي صَنِيعِي بِكَ

قَالَ فَيَتَسَّعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرَحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بَغْضَ مِنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ وَصَرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَلْتَمِسُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تَنِيئًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَعَ فِي الْأَرْضِ مَا أَتَبَّتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشُنُهُ وَيَخْدَشُنُهُ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ الْحَسَابُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ .

২৪০২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) নামাযে এসে দেখতে পান যে, কিছু লোক হাসাহাসি করছে। তিনি বলেন, ওহে! তোমরা যদি জীবনের স্বাদ ছিন্কারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে তাহলে আমি তোমাদের যে অবস্থায় দেখছি অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকতে। তোমরা জীবনের স্বাদ ছিন্কারী মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ কর। কেননা কবর প্রতিদিন দুনিয়াবাসীকে সন্থোধন করে বলতে থাকে, আমি প্রবাসী মুসাফিরের বাড়ী, আমি নির্জন কুটির, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের আস্তানা। অতঃপর কোন ঈমানদারকে যখন দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, ‘মারহাবা, স্বাগতম’, আমার পিঠের উপর যত লোক চলাফেরা করে তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আজ তোমাকেই আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে, আর তুমি আমার কাছেই এসেছ। সুতরাং তুমি অনতিবিলম্বে দেখতে পাবে যে, আমি তোমার সাথে কেমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করি। অতঃপর কবর তার জন্য দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং বেহেশতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর অপরাধী পাপী কিংবা কাফেরকে যখন দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন অশুভ ও তোমার জন্য খোশআমদেদ নাই। কেননা আমার উপর যত লোক চলাফেরা করে তন্মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ও অপ্ৰিয়। আজ তোমাকেই আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে

ফিরে এসেছ। সুতরাং অচিরেই দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কিরূপ জঘন্য আচরণ করি। এই বলে সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং তার উপর একেবারে চেপে যাবে, ফলে তার পাঁজরের হাড়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আংগুলসমূহ অপর হাতের আংগুলে ঢুকিয়ে বলেন, ‘এভাবে’। তিনি পুনরায় বলেন, তার জন্য এরূপ সত্ত্বরটি অজগর সাপ নিয়োগ করা হবে, তন্মধ্যে একটি সাপও যদি যমীনে একবার ফুঁ দেয় তাহলে এতে কোন কিছুই উৎপন্ন হবে না। অতঃপর হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে অজগরগুলো তাকে দংশন করতে থাকবে, খামচাতে থাকবে। রাবী (আবু সাঈদ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর হল বেহেশতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান, অথবা দোষখের গর্তসমূহের একটি গর্ত (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ২৭

(মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়া সম্পর্কে)।

২৪.০৩. ۲۴. ۰۳. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ .

২৪০৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি একটি চাটাইয়ের উপর কাৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন। আমি তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ দেখতে পেলাম। হাদীসটিতে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ২৮

(পার্শ্বের আসক্তি ধ্বংসের কারণ হবে)।

২৪.০৪. ۲۴. ۰৪. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ

أَنْ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ
 أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا
 صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَاهُمْ ثُمَّ قَالَ أَطُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ
 قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبَشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسْرُكُمْ فَوَاللَّهِ
 مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا يُسِطُّ
 عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ .

২৪০৪ । আমর ইবনে আওফ (রা) বলেন, (যিনি আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের
 সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর
 যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা
 ইবনুল জাররাহ (রা)-কে (বাহরাইনে) পাঠান। পরে তিনি বাহরাইন থেকে কিছু
 ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। আবু উবায়দা (রা)-র প্রত্যাবর্তন সংবাদ
 পেয়ে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের
 নামাযে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে
 মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। আনসাররা তখন তার সামনে এসে গেলেন।
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে মুচকি হেসে বলেন, আমার
 মনে হয় তোমরা হয়ত শুনেছ যে, আবু উবায়দা কিছু মাল নিয়ে ফিরে এসেছে।
 তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ
 কর। তোমরা যাতে খুশী হবে এরূপ বিষয়ের আশা পোষণ কর। আল্লাহর কসম!
 আমি তোমাদের দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের আশংকা করি না, বরং আশংকা করি
 দুনিয়াটা তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে, যেক্ষেপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য
 করা হয়েছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে, যেক্ষেপে তারা
 আসক্ত হয়েছিল। ফলে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেক্ষেপে তাদের ধ্বংস
 করেছিল (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুব্ধেদ : ২৯

(দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা উত্তম)।

২৪.০৫. حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
وَأَبْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ
إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضْرَاءٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ
بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَقَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ
لَا أَرِزَا أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا
إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ
شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّي أَشْهَدُكُمْ بِأَمْعَشَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرَضُ
عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرِزَا حَكِيمًا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ
شَيْئًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوْفِيَ .

২৪০৫। হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু মাল প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে (তা) প্রদান করলেন। আমি পুনরায় চাইলে তিনি আবারো দিলেন। আমি আবার চাইলে তিনি আবারো দান করলেন, অতঃপর বলেন, হে হাকীম! ধন-সম্পদ হল সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয় বস্তু। সুতরাং যে ব্যক্তি বদান্য মনে এটা গ্রহণ করবে, তাতেই তার জন্য কল্যাণ ও বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লালসার মনোবৃত্তি নিয়ে তা গ্রহণ করবে, সে তাতে বরকত ও কল্যাণ পাবে না। সে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যে খায় প্রচুর কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের (যাঞ্চকারীর) হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি আমৃত্যু আপনার পর আর কারো কাছে যাঞ্চ করে তার সম্পদে হ্রাস ঘটাব না। অতঃপর আবু বাক্র (রা) তার যুগে হাকীম (রা)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর উমার (রা)-ও তাকে কিছু দেয়ার জন্য ডেকে আনেন। কিন্তু তিনি

কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। উমার (রা) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে হাকীমের ব্যাপারে সাক্ষী করছি যে, আমি তাকে গানীমাতের মাল থেকে তার প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর হাকীম (রা) আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কারো কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করেননি (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৪.৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ أُبْتَلِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرَاءِ فَصَبَّرْنَا ثُمَّ أُبْتَلِينَا بِالسَّرَاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ .

২৪০৬। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা তাতে ধৈর্য ধরেছি। তাঁর ইনতিকালের পরে আমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশ দ্বারা পরীক্ষা করা হলে আমরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারিনি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

২৪.৭. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ الْأُخْرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فُقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ .

২৪০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরকাল হবে যার একমাত্র চিন্তার বিষয়, আল্লাহ তার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্র করে সুসজ্জিত করে দিবেন; তখন দুনিয়াটা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে ধরা দিবে। আর দুনিয়াটা হবে যার একমাত্র চিন্তার বিষয়, আল্লাহ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন তার দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্ধারিত আছে, দুনিয়াতে সে তার অতিরিক্ত পাবে না।

২৪.৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نُسَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرَكَ غِنَى وَأَسَدُ فِقْرَكَ وَالْأُتَعَلَّ مَلَأَتْ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فِقْرَكَ .

২৪০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও, আমি তোমার হৃদয়কে ঐশ্বর্যে ভরে দিব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করে দিব। তুমি যদি তা না কর, তাহলে আমি তোমার দু'হাত ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না (আ, ই, বা, হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু খালিদ আল-ওয়ালিবীর নাম হুরমুয।

অনুচ্ছেদ : ৩১

(ওজন করার বসকত চলে গেল)।

২৪.৯. حَدَّثَنَا هُنَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِّنْ شَعِيرٍ فَآكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كَيْلِيهِ فَكَالَتْهُ فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ فَنِي قَالَتْ فَلَوْ كُنَّا تَرَكَنَاهُ لَأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

২৪০৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের সময় আমাদের ঘরে কিছু যব ছিল। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমরা তা থেকে খেতে থাকলাম। একদিন আমি দাসীকে বললাম, এগুলো দাঁড়ি-পাল্লায় মেপে দেখ। সে তা মেপে দেখল। এরপর অল্প দিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে গেল। তিনি (আইশা) বলেন, আমরা যদি এগুলো এমনি রেখে দিতাম (যদি না মাপতাম) তাহলে আরো বেশী দিন খেতে পারতাম (বু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। শাতরুন শব্দের অর্থ 'সামান্য কিছু'।

২৪১০. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا قِرَامٌ سَثَرِ فِيهِ تَمَائِيلٌ عَلَى أَبِي قِرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْزَعِيهِ فَإِنَّهُ يَذْكُرُنِي الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا سَمَلٌ قَطِيفَةٌ عَلِمَهَا مِنْ حَرِيرٍ كُنَّا نَلْبَسُهَا .

২৪১০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঘরের দরজায় একটি পাতলা রঙ্গিন পর্দা ঝুলানো ছিল, তাতে ছিল কিছু ছবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বলেন : এটা খুলে নামিয়ে ফেল; কেননা এটা আমাকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি (আইশা) আরো বলেন, আমাদের কাছে রেশমী বুটিযুক্ত একটি চাদর ছিল, আমরা তা পরিধান করতাম।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

২৪১১. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ وَسَادَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لَيْفٌ .

২৪১১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভেতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকল ভর্তি (বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩০

(যা দান করা হয় তা-ই অবশিষ্ট থাকে)।

২৪১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَنْفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَنْفِهَا .

২৪১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা সাহাবীগণ একটি বকরী যবাই করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি (আইশা) বলেন, এর কাঁধের অংশ ব্যতীত আর কিছু বাকী নেই (দান করা হয়েছে)। তিনি বলেন, কাঁধ ব্যতীত সবটুকুই বাকী রয়েছে (যা কিছু দান করা হয়েছে তাই আল্লাহর কাছে বাকী রয়েছে)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু মাইসারার নাম আমার ইবনে গুরাহবিল আল-হামদানী।

২৪১৩। حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كُنَّا أَلْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَكُّثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا الْمَاءُ وَالتَّمْرُ .

২৪১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্যগণ পুরো একটি মাস এমন অবস্থায়ও কাটিয়েছি যে, চুলায় আগুন ধরাইনি। পানি ও খেজুর ছাড়া আমাদের আহারের জন্য কিছুই থাকত না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৪১৪। حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْذِيَتْ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَغَيْلَةٍ وَمَالِي وَكِلْبَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُؤَارِيهِ ابْنُ بِلَالٍ .

২৪১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে আল্লাহর রাস্তায় যেকোন ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে এরূপ ভয় দেখানো হয়নি। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেকোন কষ্ট দেয়া হয়েছে আর কাউকে সেরূপ যাতনা দেয়া হয়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিন-রাত এরূপে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বিলালের অবলম্বন। তা ছাড়া এতটুকু খাবারও ছিল না যা কোন আত্মাধারী প্রাণী খেয়ে বাঁচতে পারে (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ হাদীসের অর্থ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিলালকে নিয়ে মক্কা থেকে (তায়েফে) পলায়ন করেছিলেন, তখন বিলাল তাঁর বগলের নীচে দাবিয়ে নিতে পারে এতটুকু খাবার সাথে বহন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ একমাস এ খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করেন।

২৪১৫. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا
 يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
 طَالِبٍ يَقُولُ خَرَجْتُ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ أَهَابًا مَعْطُورًا فَجَوِّتُ وَسَطُهُ فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِي وَشَدَدْتُ
 وَسَطِي فَحَزَمْتُهُ بِخَوْصِ النَّخْلِ وَأِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعَمْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ أَلْتَمَسُ شَيْئًا فَمَرَرْتُ
 بِيَهُودِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِي بِبَكْرَةٍ لَهُ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثَلَمَةٍ فِي
 الْحَائِطِ فَقَالَ مَالِكُ يَا أَعْرَابِي هَلْ لَكَ فِي كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَمَّ
 الْبَابَ حَتَّى أَدْخَلَ فَفَتَحَ فَدَخَلْتُ فَأَعْطَانِي دَلْوَهُ فَكَلَّمَا نَزَعْتُ دَلْوًا أَعْطَانِي
 تَمْرَةً حَتَّى إِذَا امْتَلَأْتُ كَفَيْتُ أَرْسَلْتُ دَلْوَهُ وَقُلْتُ حَسْبِي فَاکْلَمْتُهَا ثُمَّ جَرَعْتُ
 مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِيهِ .

২৪১৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমি এক শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে বের হলাম। এর পূর্বে আমি একটি লোমহীন চামড়া নিয়ে তা মাঝামাঝি কেটে গলায় ঢুকলাম এবং খেজুরের পাতা দিয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধলাম। আমি তখন ছিলাম তীব্র ক্ষুধার্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন খাদ্যসামগ্রী থাকলে তা অবশ্য খেয়ে নিতাম। আমি খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লাম। অতঃপর জনৈক ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তার বাগানে (কপিকল জাতীয়) চরকির সাহায্যে কুয়া থেকে পানি তুলছিল। আমি প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখলাম। সে

জিজ্ঞেস করল, হে বেদুঈন! কি চাও? তুমি প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবে, আমার বাগানের পানি তুলে দিবে কি? আমি বললাম, হাঁ, দরজা খোল, আমি ভেতরে আসি। সে দরজা খুলে দিলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। অতঃপর সে একটি বালতি এনে দিল। আমি বালতি ভরে পানি উঠাতে লাগলাম আর সে প্রতি বালতিতে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। অবশেষে খেজুরে আমার হাতের মুঠি ভরে গেল। আমি তখন বালতি রেখে দিয়ে বললাম, আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি খেজুরগুলো খেয়ে পানি পান করলাম এবং মসজিদে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে পেলাম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৪১৬. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسِ الْجَرِيرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً .

২৪১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাদেরকে দুর্ভিক্ষে পেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একটি করে খেজুর দেন (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৪১৭. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّىٰ إِنْ كَانَتْ لِلرَّجُلِ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا وَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاذًا نَحْنُ بِحَوْتٍ قَدْ قَذَقَهُ الْبَحْرُ فَاکْلَمْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا .

২৪১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিন শত লোকের একটি বাহিনী এক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা আমাদের রসদপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী আমাদের

কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হলাম। রসদ ছিল খুবই অল্প, কাজেই তাড়াতাড়ি তা নিশেষ হয়ে গেল। এমনকি সারাদিনে প্রতিজনের জন্য একটি করে খেজুর বরাদ্দ হত। কেউ কেউ বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি লোকের জন্য সারাদিনে একটি খেজুরে কি হত? তিনি বলেন, একটি খেজুরে কিছুই হত না, কিন্তু একটির উপকারিতাও আমরা তখন টের পেলাম, যখন থেকে একটি করে খেজুর পাবার সুযোগও শেষ হয়ে গেল। অতঃপর আমরা সমুদ্রের কাছে এসে একটি বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম। সমুদ্র তা নিক্ষেপ করেছে। আমরা এটা আঠার দিন পর্যন্ত আহার করলাম (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অপর সূত্রেও জাবির (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মালেক ইবনে আনাস (র) এটিকে ওয়াহ্ব ইবনে কাইসানের সূত্রে আরো পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

(কষ্টের দিন স্বাস্থ্যের দিনের চেয়ে উত্তম)।

২৪১৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ أَنَا جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بَقَرُوا فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بَكُمُ إِذَا غَدَا أَمْتًا فِي حَلَةٍ وَرَاحَ فِي حَلَةٍ وَوَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةً وَرَفَعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بِيُوتِكُمْ كَمَا تُسْتَرُّ الْكَعْبَةُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ .

২৪১৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি ছেড়া চাদর গায়ে মুসআব ইবনে উমাইর (রা) এসে

আমাদের সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার অতীতের স্বচ্ছল অবস্থার কথা শ্রবণ করে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অপরটি উঠিয়ে নেয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কাবা ঘরকে গোলাফে ঢেকে রাখা হয়। সাহাবীগণ আরম্ভ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন থেকে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক উত্তম।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ হলেন ইবনে মাইসারা, তিনি মদীনার অধিবাসী। মালেক ইবনে আনাস-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ আদ-দিমাশকী যুহরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে ওয়াকী, মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কুফার অধিবাসী ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদের সূত্রে সুফিয়ান, শোবা, ইবনে উআইনা-সহ একাধিক ইমাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ : ৩৫

(আহলে সুফফার মধ্যে দুখ বণ্টন)।

۲۴۱۹. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الصَّفَةِ أَضْيَافُ أَهْلِ الْأِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ سَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لَيْسَتْ بَعْنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لَيْسَتْ بَعْنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَيْتِي وَقَالَ أبا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَيْكَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلُهُ فَاسْتَاذَنْتُ فَأَذِنَ لِي
 فَوَجَدَ قَدْحًا مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ مِنْ آيِنِ هَذَا اللَّبَنِ لَكُمْ قِيلَ أَهْدَاهُ لَنَا فَلَانَ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا هريرة قُلْتُ لَبِيْكَ فَقَالَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ
 الصُّفَّةِ فَأَدَعُوهُمْ وَهُمْ أَضْيَافُ الْأِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَمَالٍ إِذَا أَتَتْهُ
 الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ
 إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَأَلَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ مَا هَذَا الْقَدْحُ بَيْنَ
 أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَسَيَا مُرْنِي أَنْ أُدْبِرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ
 يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي وَلَمْ يَكُنْ بُدًّا مِنْ
 طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا
 دَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ فَقَالَ أبا هريرة خُذِ الْقَدْحَ وَأَعْطِهِمْ فَأَخَذْتُ
 الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أَنَا وَلَهُ الرَّجُلُ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوِي ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأَنَا وَلَهُ الْأَخَرُ
 حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ
 كُلُّهُمْ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ
 رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أبا هريرة اشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ اشْرَبْ فَلَمْ أَزَلْ
 اشْرَبْ وَيَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا فَأَخَذَ
 الْقَدْحَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَسَمَى ثُمَّ شَرِبَ .

২৪১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফ্যাবাসীগণ ছিলেন মুসলমানদের মেহমান, তাদের আশ্রয় লাভের মত ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না। আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার পেট মাটিতে চেপে ধরে থাকতাম, আর কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদা আমি তাদের (সাহাবাদের) রাস্তায় বসে গেলাম। এমন সময় আবু বাকুর (রা) আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাকে তার পেছনে যেতে

বলেন (এবং কিছু খেতে দেন)। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। এরপর উমার (রা) এ পথে যাচ্ছিলেন। আমি তাকেও সেই একই উদ্দেশ্যে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম; কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। অতঃপর আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা। আমি বললাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, চল, অতঃপর তিনি চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, আমিও প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তিনি ঘরে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের জন্য এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? বলা হল, অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাক্বাইকা। তিনি বললেন, যাও সুফফাবাসীদেরকে ডেকে নিয়ে এসো, তারা তো মুসলমানদের মেহমান, তাদের নির্ভর করার মত ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সদাকার কোন মাল আসলে তিনি তার কিছুই না রেখে সবটুকু তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আর হাদিয়া আসলে তিনি তা থেকেও কিছু তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে কিছু গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে গেলাম এবং (মনে মনে) বললাম, এই এক পেয়ালা দুধ দিয়ে আসহাবে সুফফার কি হবে? অথচ আমাকে তাঁদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। তিনি তো আমাকেই আদেশ করবেন এ দুধ তাদের মধ্যে পরিবেশন করতে। তখন আমার জন্য তার কিছুই জুটবে না। অথচ আমি আশা করছিলাম যে, আমি এটুকু পান করতে পারলে আমার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ পালন করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই। সুতরাং আমি তাদের নিকট এসে তাদেরকে ডাকলাম। তারা এসে ঘরে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলে তিনি বলেন : হে আবু হুরায়রা! পেয়ালাটা নিয়ে তাদেরকে দুধ পরিবেশন কর। অতঃপর আমি একজন করে দিতে থাকলাম। সে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালাটি আমাকে ফেরত দিলে আমি অন্যজনকে দিলাম। সেও পরিতৃপ্ত হল। এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলাম। উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি তাঁর হাতে নিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আবু হুরায়রা! এখন তুমি পান কর। আমি পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, পান কর। অতঃপর আমি পান করতেই থাকলাম আর তিনি বলতেই থাকলেন, পান কর। অবশেষে আমি বলতে

বাধ্য হলাম যে, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। অতঃপর তিনি পেয়ালা হাতে নিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

(উদর পূর্তি করে আহারকারী কিয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত থাকবে)।

২৪২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبِكَاءُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفْنَا عَنْ جُشَاءِكَ فَإِنْ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلَهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৪২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঢেকুর তুলল। তিনি বলেন, আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর বন্ধ কর। কেননা দুনিয়াতে যারা বেশী পরিতৃপ্ত হবে কিয়ামতের দিন তারাই সবচাইতে বেশী ক্ষুধার্ত থাকবে (ই, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

(সাহাবীদের জীর্ণ পোশাক)।

২৪২১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ يَا بَنِي لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَتْنا السَّمَاءُ لَحَسِبْتِ أَنْ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانِ .

২৪২১। আবু বুরদা (র) থেকে তাঁর পিতা আবু মুসা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু মুসা) বলেন, হে পুত্র! তুমি যদি আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বৃষ্টি ভেজা অবস্থায় দেখতে তাহলে নিশ্চয় আমাদের শরীরের গন্ধকে ভেড়ার গন্ধ বলে মনে করতে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসের মর্ম এই যে, তাদের গায়ে পুরনো পশমী কাপড় থাকত, বৃষ্টির পানিতে ভিজলে তা থেকে ভেড়ার শরীরের দুর্গন্ধের মত দুর্গন্ধ বের হত।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

যে ব্যক্তি বিনয়ের পোশাক পরিধান করে ।

২৪২২ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدَرُ عَلَيْهِ دَعَاَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَى حُلَّةٍ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا .

২৪২২ । মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিনয়বশত মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানদারদের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরার অধিকার দিবেন (হা) ।

এ হাদীসটি হাসান । ‘হুলালু ঈমান’ শব্দের অর্থ ঈমানদারগণকে জান্নাতের যে পোশাক পরিধান করতে দেয়া হবে তা ।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

সব ব্যয় আল্লাহর পথে, ইমারত নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত ।

২৪২৩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ هَكَذَا قَالَ شَيْبُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَمَّا هُوَ شَيْبُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ .

২৪২৩ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দালানকোঠা নির্মাণের ব্যয় ব্যতীত জীবন যাপনের সমস্ত ব্যয়ই আল্লাহর রাস্তায় বলে পরিগণিত । দালানকোঠা নির্মাণের ব্যয়ের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই ।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ।

২৪২৪ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ أَتَيْنَا خُبَابًا نَعُوذُهُ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِيَّ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنُوا الْمَوْتَ لَتَمَنَيْتُ وَقَالَ يُؤَجِّرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا التُّرَابَ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ (فِي التُّرَابِ) .

২৪২৪ । হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম । তিনি তখন তার শরীরে সাতবার গরম লোহর দাগ দিয়েছেন । তিনি বলেন, আমার ব্যাধি দীর্ঘায়িত হল । আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম : “তোমরা মৃত্যু কামনা কর না”, তাহলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম । তিনি আরো বলেন, মানুষকে শুধু মাটিতে খরচ (দালান-কোঠা নির্মাণ ব্যয়) ব্যতীত, সকল খরচেই সওয়াব দেয়া হবে (আ) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । জারুদ-ফাদল ইবনে মুসা-সুফিয়ান সাওরী-আবু হামযা-ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, প্রতিটি ইমারত নির্মাণই তোমার উপর (একটি শান্তিযোগ্য) বোঝা । আমি (আবু হামযা) বললাম, যে সমস্ত ইমারত, দালান-কোঠা নির্মাণ অপরিহার্য সে সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বলেন, এগুলো বানানোতে না সওয়াব আছে আর না গুনাহ আছে ।

অনুচ্ছেদ : ৪১

(বন্ধ দানকারী আব্বাহর হেফাজতে থাকে) ।

২৪২৫ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْسَّائِلِ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَأَلْتِ وَلِلْسَائِلِ حَقٌّ أَنَّهُ لِحَقِّ عَلَيْنَا أَنْ نَصَلِكَ فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ .

২৪২৫। হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ভিক্ষুক এসে ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে কিছু চাইল। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রমযানের রোযা রাখ? সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বলেন, তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ। আর যাধ্বাকারীর অধিকার আছে। এখন তোমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা আমার কর্তব্য। এ কথা বলে তিনি তাকে একটি কাপড় দান করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কাপড় পরতে দিলে সে তত দিন আল্লাহর হেফযতে থাকে, যত দিন পর্যন্ত সেই কাপড়ের সামান্য অংশও তার শরীরে থাকে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুবাদ : ৪১

(সালামের প্রসার, খাদ্যদান ও গভীর রাতে নামায)।

٢٤٢٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ إِحْفَلَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِثَّتْ فِي النَّاسِ لِأَنْظَرِ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبْنَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَتْ أَنْ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

২৪২৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন মানুষ দলে দলে তাঁর কাছে ছুটে গেল। বলাবলি হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। সুতরাং আমিও লোকদের সাথে তাঁকে দেখার জন্য হাযির হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন সর্বপ্রথম তিনি যে কথা বলেন তা এই : তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটানো, খাবার দান কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন (তাহাজ্জুদ) নামায পড়। তাহলে অবশ্যই তোমরা সহীহ-সালামতে বেহেশতে প্রবেশ করবে (ই, দার)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪২

(মুহাজ্জিরদের প্রতি আনসারদের বদান্যতা)।

২৪২৭। ۲۴۲۷. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ آتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَأَسَاةً مِّنْ قَلِيلٍ مِّنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤَنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَاءِ حَتَّى لَقَدْ خَفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَا دَعَوْتُمْ اللَّهَ لَهُمْ وَأَتَيْنْتُمْ عَلَيْهِمْ .

২৪২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন, তখন মুহাজ্জিরগণ তাঁর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যাদের কাছে হিজরত করে এসেছি, তাদের মত প্রাচুর্যের অবস্থায় ও অপ্ৰাচুর্যের অবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) এত খরচ করতে এবং এত উত্তমরূপে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আর কাউকে দেখিনি। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তারাই যথেষ্ট এবং তারা নিজেদের শ্রমার্জিত সম্পদে আমাদেরকে অংশীদার করেছেন। এমনকি আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সমস্ত সওয়াব তারাই নিয়ে যান। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

না, তোমরা যত দিন তাদের জন্য দোআ করবে এবং তাদের প্রশংসা করবে তত দিন তোমাদেরও সওয়াব হতে থাকবে (দা, না) ।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব ।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

(কৃতজ্ঞ ভোজনকারী) ।

২৪২৮ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِيُّ الْغَفَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ .

২৪২৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কৃতজ্ঞ ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান মর্যাদাবান (আ, ই, হা) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

(যার জন্য দোযখ হারাম) ।

২৪২৯ . حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآخِبرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْنٍ سَهْلٍ .

২৪২৯ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের অবহিত করব না, কার জন্য দোযখ হারাম এবং দোযখের জন্য কে হারাম? যে ব্যক্তি মানুষের নিকটবর্তী (জনপ্রিয়), সহজ-সরল, কোমলভাষী ও সদাচারী (আ) ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ।

২৪৩০ . حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُبُعَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَصَلَّى .

২৪৩০। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে মুমিন-জননী আইশা! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে থাকতেন তখন কি করতেন? তিনি বলেন, তিনি পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন, অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে তিনি উঠে গিয়ে নামায পড়তেন (বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৪৪৫

(সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রতি মহানবীর সৌজন্য প্রদর্শন)।

২৪৩১. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدِ التُّغْلَبِيِّ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافِحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْزِعُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ وَلَمْ يَرِ مَقْدَمًا رُكِبَتْهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ .

২৪৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে এসে মুসাফাহা (করমর্দন) করত, তখন সেই ব্যক্তি তার হাত টেনে না নেয়া পর্যন্ত তিনি নিজে হাত টেনে নিতেন না। আর সে তার চেহারা ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে নিজে চেহারা ফিরিয়ে নিতেন না। তিনি কখনো তাঁর পদদ্বয় তাঁর সামনে বসা লোকদের দিকে প্রসারিত করতেন না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ ৪৪৬

(অহংকারীর পরিণতি)।

২৪৩২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حَلَةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا أَوْ قَالَ يَتَلَجَّلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৪৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের জনৈক ব্যক্তি তার মূল্যবান পোশাক পরে গর্বভরে রাস্তায় বের হলে আল্লাহ তখন তাকে গ্রাস করার জন্য যমীনকে আদেশ দিলেন। সুতরাং যমীন তাকে গ্রাস করে এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে ধসতেই থাকবে (ব)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৪৩৩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذَّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبِيَاءِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ .

২৪৩৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ক্ষুদ্র পিপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্র করা হবে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের 'ব্লাস' নামক একটি জেলখানার দিকে টেনে নেয়া হবে, আগুনে তাদেরকে গ্রাস করবে, দোষীদের গলিত রক্ত ও পূজ তাদের পান করানো হবে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

(ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা)।

২৪৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْطًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاَهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ .

২৪৩৪। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ক্রোধ কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ

করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার পছন্দমত যে কোন হুর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিবেন (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৪৩৫. حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَفَارِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رَفَقًا بِالضَّعِيفِ وَشَفَقَةً عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانًا إِلَى الْمَمْلُوكِ .

২৪৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ বিদ্যমান, আল্লাহ তার উপর তাঁর (রহমতের) ডানা প্রসারিত করবেন এবং তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন : দুর্বলদের সাথে নম্র ব্যবহার, পিতা-মাতার সাথে মমতা জড়ানো কোমল ব্যবহার এবং দাস-দাসীর প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু বাক্র ইবনুল মুনকাদির হলেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের ভাই।

২৪৩৬. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَّبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدِ مَنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَّبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشَقَى قَلْبِ عَبْدِ مَنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَّبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي

صَعِيدٌ وَاحِدٌ فَسَالَ كُلُّ انْسَانٍ مِّنْكُمْ مَا بَلَغَتْ اٰمْنِيَّتُهُ فَاَعْطِيَتْ كُلَّ سَاۗئِلٍ مِّنْكُمْ مَا سَاۗلَ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مَّلِكِيۡٓ الْاٰ كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيْهِ اِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ بَاۗتِيۡ جَوَادٌ مَّاجِدٌ اَفْعَلُ مَا اُرِيْدُ عَطَانِيۡ كَلَامٌ وَعَدَابِيۡ كَلَامٌ اِنَّمَا اَمْرِيۡ لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْتُهُ اِنْ اَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

২৪৩৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন : হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো সবাই পঞ্চভ্রষ্ট, তবে তারা নয়, যাদের আমি হেদায়াত করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াতের আবেদন কর, আমি হেদায়াত করব। আর যাদের আমি ধনী করেছি তাদের ছাড়া তোমাদের সবাই তো দরিদ্র। তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর আমি রিক্ত দিব। আর আমি যাদের মার্জনা করেছি তাদের ছাড়া তোমাদের সবাই তো গুনাহগার। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, আমি মার্জনা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে মার্জনা ভিক্ষা করে, আমি তার গুনাহ মার্জনা করে দেই। আমি এ ব্যাপারে কোন ভ্রক্ষেপ করি না। তোমাদের পূর্বের ও পরের, জীবিত ও মৃত, সিক্ত ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক (স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল) সবাই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বড় পানী বান্দার ন্যায় হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের হানি ঘটবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক সকলে একটি জায়গায় সমবেত হয় এবং প্রত্যেকেই তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের বাসনা অনুযায়ী সবকিছু যদি প্রদান করি, তাহলেও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে তা ডুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানির যতটুকু কমবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হল আমার কথা আর আমার আযাব হল আমার নির্দেশ। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, “হয়ে যাও” অমনি তা হয়ে যায় (আ, ই, মু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কতিপয় রাবী এ হাদীস শাহর ইবনে হাওশাব-মাদীকারিব-আবু যার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪৩৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَشْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ سَعْدِ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّىٰ عَدُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمَلِهِ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَىٰ أَنْ يُطَاهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ الْكُرْهَتُكَ قَالَتْ لَا وَلَكِنَّهُ عَمِلَ مَا عَمَلْتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلْنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةَ فَقَالَ تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ أَذْهَبِي فَهِيَ لَكَ وَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَعْصِي اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَىٰ بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكَفْلِ .

২৪৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি সে হাদীসটি তাঁকে একবার, দু'বার, এমনকি সাতবারের অধিক বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'কিফল' নামক জনৈক ব্যক্তি কোন গুনাহ থেকেই বিরত থাকত না। একদা জনৈকা মহিলা (দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে) তার কাছে এলো। সে তাকে যেনা করার শর্তে ষাট দীনার দিল। স্বামী যেক্রমে স্ত্রীর উপর উঠে সে যখন সেক্রমে উঠল তখন মহিলা কাঁপতে লাগল এবং কেঁদে ফেলল। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর জোরযবরদস্তি করছি? মহিলা বলল, না; কিন্তু এ গুনাহর কাজটি আমি কখনো করিনি। প্রয়োজন ও অভাব আজ আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। সে বলল, অভাবে পড়েই তুমি এসেছ এবং কখনও তা করনি? তুমি চলে যাও এবং যা দিয়েছি এগুলো তোমার। সে বলল, আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমি আর কখনো আল্লাহর নাফরমানী করব না। ঐ রাতেই সে মারা গেল। সকাল হলে দেখা গেল তার বাড়ীর দরজায় লেখা রয়েছে : “আল্লাহ কিফলকে মাফ করে দিয়েছেন” (বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শাইবান ও অন্যান্য রাবী এটিকে আমাশের সূত্রে মরফু হাদীস হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এ হাদীস আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফু হিসাবে নয়। আবু বাকর ইবনে আইয়্যাশ এ হাদীস আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সনদ বর্ণনায় ভুল করেছেন এবং বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে উমার (রা) থেকে। এটি সুরক্ষিত সনদ নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাযী কূফার অধিবাসী এবং তার দাদী ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর দাসী। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাযীর বরাতে উবাইদা আদ-দাক্বী, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ও অপরাপর প্রবীণ আলেমগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

(আব্লাহ বান্দার তওবায় নিরতিশয় খুশী হন)।

২৪৩৮. حَدَّثَنَا هُنَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْأُخْرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أُنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَصْلَحَهَا فَخَرَجَ فِي طَلِبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَصْلَحْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقِظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ .

২৪৩৮। আল-হারিস ইবনে সুয়াইদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, একটি তাঁর পক্ষ থেকে এবং আরেকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহকে এমন ভয় করে যেন সে পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থান করছে, আর আশংকা করছে যে, পাহাড় ভেঙে তার উপর পড়বে। আর অসং লোক তার

গুনাহকে মনে করে যেন তার নাকের ডগায় বসা একটি মাছি, হাত নাড়াল আর অমনি তা উড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তোমাদের কারো তওবায় সেই ব্যক্তির চাইতেও অধিক খুশী হন, যে এমন এক জনমানবহীন প্রান্তরে যাত্রা করেছে, যেখানে পদে পদে ভয়, ধ্বংসাত্মক ও ভীতিপূর্ণ অবস্থা। তার সাথে আছে একটি জন্তুয়ান, এর উপর তার খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী। হঠাৎ জন্তুটি হারিয়ে গেল। সে তা অনুসন্ধান করতে লাগল। অবশেষে সে ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়ে গেল। মনে মনে সে বলল, যেখানে আমি জন্তুটি হারিয়েছি সেখানে গিয়েই মরবো। অতঃপর সে আগের জায়গায় ফিরে এলো এবং গভীর ঘুমে অচেতন হল। সে জেগে উঠে দেখতে পেল যে, তার মাথার কাছে তার জন্তুটি দাঁড়ানো এবং তার পিঠে খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী ঠিকঠাক আছে। (এ ব্যক্তি হারানো জন্তু ও সামগ্রী পেয়ে যেমন খুশী হয়, আল্লাহ তার বান্দার তওবাতে এর চাইতেও বেশী খুশী হন)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, নুমান ইবনে বাশীর ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে।

২৪৩৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ .

২৪৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানুষ মাত্রই পাপী। আর পাপীদের মধ্যে তওবাকারীরাই উত্তম (আ, ই, দার, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল আলী ইবনে মাসআদা-কাতাদা (র) সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

(উত্তম কথা বল অন্যথায় নীরব থাক)।

২৪৪০. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

২৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের আপ্যায়ন ও খাতির-যত্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আনাস, আবু শুরাইহ আল-কাবী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু শুরাইহ আল-কাবী হলেন আল-আদাবী, তার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আমর।

২৪৪১। حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَاظِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا .

২৪৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চুপ থাকল, সে নাজাত পেল (আ, দার, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর রিওয়ায়াত থেকেই এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আবু আবদুর রহমান আল-হুবালীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ।

অনুচ্ছেদ : ৫০

(উত্তম মুসলমান)।

২৪৪২। حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلَ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

২৪৪২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল : সর্বোত্তম মুসলমান কে? তিনি বলেন : যার জিহবা (কথা) ও হাত (কর্ম) থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (বু, মু)।

এ হাদীসটি সহীহ এবং আবু মূসা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৫১

(গুনাহ থেকে তওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ)।

২৪৪৩। حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرٍ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ
قَالَ أَحْمَدُ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ .

২৪৪৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কোন গুনাহর জন্য লজ্জা দিলে সে উক্ত গুনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মারা যাবে না। আহমাদ (র) বলেন, এ গুনাহর অর্থ হল, যা থেকে সে তওবা করেছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। খালিদ ইবনে মাদান (র) মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র সাক্ষাত পাননি। খালিদ ইবনে মাদান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সত্তরজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। মুআয ইবনে জাবাল (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। মাদান উক্ত হাদীস ছাড়াও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র বহু শাগরিদের সূত্রে তার থেকে আরও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫২

কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

٢٤٤٤ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَشْمُعَيْلَ بْنِ مُجَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ ح قَالَ وَآخَبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَدَّاءُ
الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَائِلَةَ
بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ
لَاخِيكَ فَيَرَحِمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ .

২৪৪৪। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার কোন ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। অন্যথায় আল্লাহ তাকে দয়া করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে নিষ্কিণ্ড করবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মাকহুল (র) ওয়াসিলা ইবনুল আসকা, আনাস ইবনে মালেক ও আবু হিন্দ আদ-দারী (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন। আরও কথিত আছে যে, মাকহুল (র) এই তিনজন সাহাবী ব্যতীত আর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শুনেনি। মাকহুল আশ-শামীর উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং তিনি ছিলেন ক্বীতদাস, পরে তাকে দাসত্বমুক্ত করা হয়। আর

বসরার অধিবাসী মাকহুল আল-আযদী (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন এবং তার সূত্রে উমারা ইবনে যায়াম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলী ইবনে হুজর-ইসমাইল ইবনে আইয়্যাশ-তামীম-আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মাকহুল'কে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হলে অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "আমি জানি না"।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

(ব্যঙ্গ করা বা নকল সাজা নিষেধ)।

২৪৪৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا .

২৪৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে এই এই পরিমাণ মাল দিলেও আমি কারো ব্যঙ্গ করে নকল করা পছন্দ করি না (দা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুজাইফা আল-কুফী ইবনে মাসউদ (রা)-র শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম সালামা ইবনে সুহাইবা বলে কথিত।

২৪৪৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ مَا يَسْرُنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةً وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ مَزَجَتْ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجَ بِهَا مَاءُ الْبَحْرِ لَمَزَجَ .

২৪৪৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তির আচরণ নকল করে দেখালাম। তিনি বলেন : আমাকে এই পরিমাণ সম্পদ দেয়া হলেও কারো আচরণ নকল করা আমাকে আনন্দ দেয় না। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সফিয়্যা তো বেঁটে স্ত্রীলোক, এই বলে তিনি তা হাতের ইশারায় দেখালেন। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার আমলকে এমন একটি কথার সাথে মিশিয়ে দিয়েছ, তা সমুদ্রের পানির সাথে মিশ্রিত করলেও তা উক্ত পানিকে দূষিত করে ফেলত।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

(মানুষের সাথে মেলামেশাকারী ও তাদের কষ্ট সহকারী উত্তম)।

২৪৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُمْ .

২৪৬৭। ইয়াহুইয়া ইবনে ওয়াসসাব (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রবীণ সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে মুসলমান লোকদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে সে এমন মুসলমানের চাইতে উত্তম যে লোকদের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যও ধরে না (ই)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আবু আদী বলেছেন, শোবা মনে করতেন যে, তিনি ইবনে উমার (রা)।

অনুচ্ছেদ : ৫৫

(পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন ও বিদেষ বর্জন)।

২৪৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُخَرَّمِيُّ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَاكُمْ وَسُوءُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ .

২৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদেষ পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা তা দীনকে মুগুন (ধ্বংস) করে দেয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ, তবে এ সূত্রে গরীব। “সূআযাতিল বাইন” কথার অর্থ : পরস্পর দুষমনী ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ। আর “আল-হালিকাতু” শব্দের অর্থ : দীনকে মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী)।

২৪৪৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآ أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنْ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ .

২৪৪৯। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও সদাকার চাইতে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। কারণ পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হল দীন ধ্বংস হওয়া (আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ .

এটা মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, তা মাথা মুড়িয়ে দেয়, বরং তা দীনকে মুড়িয়ে দেয় (ধ্বংস করে)।

২৪৫০. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ مَوْلَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ الْبِكْمُ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَنْبِتْكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَلِكَ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

২৪৫০। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হল পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এ ব্যাধি মুগুন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুগুন করে দেয়; বরং এটা দীনকে মুগুন (বিনাশ) করে দেয়। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের বলব না যে, কোন আমল দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়? তোমরা পরস্পর সালামের প্রসার ঘটানো (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে রাবীগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কতকে ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালীদ-যুবাইরের মুজদাস-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সনদের মধ্যে যুবাইর (রা)-র নাম যোগ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

(দুইটি অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও দেয়া হয়)।

২৪৫১। حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا اشْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَلَ اللَّهُ لِمَا فِيهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ .

২৪৫১। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত মারাত্মক আর কোন গুনাহ নাই, যার শাস্তি আত্মাহ দুনিয়াতেও দেন এবং পরকালের জন্যও জমা রাখেন (ই, দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

(দীনের ব্যাপারে উচ্চ স্তরের এবং পার্শ্বিক ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা)।

২৪৫২। حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا
وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى
مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمَدَ اللَّهُ
عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ
هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسْفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ
يَكْتُبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا .

২৪৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যার মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের মধ্যে তার নাম লিখে রাখেন। আর যার মধ্যে এ দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই, আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে তার নাম লিখেন না। যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তার অনুসরণ করে; আর পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে নীচু স্তরের লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং আল্লাহ তাকে সে লোকের উপর যে মর্যাদা ও নিয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে। আল্লাহ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে লিখে রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে নিম্নমানের লোকের দিকে এবং পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু স্তরের লোকের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তার কাছে পার্থিব সামগ্রী না থাকার কারণে আফসোস করে, আল্লাহ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাদের দলে লিখেন না।

মূসা ইবনে হিশাম-আলী ইবনে ইসহাক-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ-আমর ইবনে শুআইব (র) তাঁর দাদার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সুওয়াইদ ইবনে নাসর তার সনদসূত্রে “তার পিতা থেকে” কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٢٤٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرُوا إِلَى
مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

২৪৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (পার্শ্বব ব্যাপারে) তোমাদের চাইতে কম সমৃদ্ধশালী লোকের দিকে দৃষ্টি দিও, তোমাদের চেয়ে অধিক সমৃদ্ধশালী লোকের দিকে নয়। ফলে তোমাদেরকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহ তুচ্ছ মনে হবে না (আ, ই, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

(মহানবীর সামনে সাহাবীগণের এক অবস্থা এবং পরে অন্য অবস্থা)।

২৪৫৪. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِزَّازُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيِّ وَكَانَ مِنْ كُتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَيْكِي فَقَالَ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَادَارَجَعْنَا إِلَى الْأَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ قَالَ فَرَأَى اللَّهُ أَنَا لَكَذَلِكَ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَهُ تَذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَادَارَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي مَجَالِسِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ وَسَاعَةٌ وَسَاعَةٌ .

২৪৫৪। হানযালা আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সচিবগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি একদা কাঁদতে

কাঁদতে আবু বাক্‌র (রা)-র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে হানযালা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, হে আবু বাক্‌র! হানযালা তো মোনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের বেহেশত-দোষখের স্বরণে নসীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও বিষয়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাদেরও তো এই অবস্থা। চল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাই। অতঃপর আমরা সেদিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে হানযালা! কি খবর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হানযালা তো মোনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন আপনার দরবারে থাকি আর আপনি বেহেশত-দোষখের নসীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো চাক্ষুস দেখছি। পরে যখন বাড়ী ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার কাছ থেকে যে অবস্থায় তোমরা প্রস্থান কর, সদাসর্বদা যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহলে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাদের মজলিসে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করত। হে হানযালা! সেই অবস্থা সময় সময় হয়ে থাকে (মু)।^২

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৪৫৫. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

২৪৫৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৪৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مَوْسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ

২. অবস্থার এই পরিবর্তনে কোন ব্যক্তি মোনাফিক হয় না। এক সময় মানুষ আল্লাহ্র অধিকার আদায় করে এবং এক সময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে (সম্পাদক)।

اللَّهُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ
 بْنُ الْحَجَّاجِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ
 خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ
 كَلِمَاتٍ أَحْفَظَ اللَّهُ يَحْفَظُكَ أَحْفَظَ اللَّهُ تَجِدَهُ تَجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ
 وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ
 بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ
 بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ
 الصُّحُفُ .

২৪৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি বলেন : হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি—তুমি আল্লাহর (বিধানের) হেফায়ত করবে, আল্লাহ তোমাকে হেফায়ত করবেন। তুমি আল্লাহর সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তুমি আল্লাহকে নিকটে পাবে। তোমার কোন কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছে চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই কর। আর জেনে রাখ, সমস্ত উম্মাতও যদি তোমার কোন উপকার করতে একতাবদ্ধ হয় তবে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সমস্ত উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করতে একতাবদ্ধ হয়, তবে ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুব্ধেদ : ৫৯

(উট বাঁধ অতঃপর তাওয়াক্বুল কর)।

٢٤٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
 حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةِ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ
 رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْقِلْهَا وَآتَوَكَّلْ أَوْ أَطْلِقْهَا وَآتَوَكَّلْ قَالَ اعْقِلْهَا
 وَتَوَكَّلْ .

২৪৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি সেটা (উট) বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর নির্ভর করব, না তা বাঁধনমুক্ত রেখে আল্লাহর উপর নির্ভর করব? তিনি বলেন : তুমি সেটা বেঁধে রেখে (আল্লাহর উপর) নির্ভর করবে।

ইয়াহুইয়া বলেন, আমার মতে এ হাদীসটি 'মুনকার'। আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমার ইবনে উমাইয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৪৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُدْرِيسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

২৪৫৮। আবুল হাওরা আস-সাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্মরণ রেখেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা স্মরণ রেখেছি : যে ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হয়, তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হল শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হল দ্বিধা-সন্দেহ। এ হাদীসে আরও বক্তব্য আছে (আ, না, হা)।

এ হাদীসটি সহীহ। আবুল হাওরা আস-সাদীর নাম রবীআ ইবনে শাইবান। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-বুরাইদ (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

২৪৫৯. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَبِيِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أُخْرُ بِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدِلُ بِالرِّعَةِ .

২৪৫৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জনৈক ব্যক্তির ইবাদত-বন্দেগী ও কঠোর সাধনার কথা এবং অপর ব্যক্তির পরহেয়গারী ও খোদাতীতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হ'ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন কিছুই পরহেয়গারী ও খোদাতীতির সমতুল্য হতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর হলেন মিসওয়াল ইবনে মাখরামার সন্তান। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী।

২৪৬০. حَدَّثَنَا هُنَادٌ وَأَبُو زُرْعَةَ وَعَبْدُ وَاحِدٌ قَالُوا أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ هَلَالِ بْنِ مِقْلَاصِ الصِّيرْفِيِّ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَبِيبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأَيْقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي .

২৪৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হালাল খাবার খায়, সুনাত মোতাবেক আমল করে এবং যার উৎপীড়ন থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে, সে বেহেশতে যাবে। জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজকাল তো এ ধরনের অনেক লোক বিদ্যমান। তিনি বলেন : আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এমন লোক থাকবে (হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে ইসরাঈলের রিওয়য়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আব্বাস আদ-দুরী-ইয়াহইয়া ইবনে আবু বুকায়ির-ইসরাঈল-হিলাল ইবনে মিকলাস (র) সূত্রে ক্বীসার সূত্রে ইসরাঈল বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, তিনি ইসরাঈলের সূত্রেই কেবল এ হাদীস জানতে পেরেছেন। তবে তিনি আবু বিশরের নাম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২৪৬১. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ

أَتَسِرُ الْجُهَنِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُوَلَهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطَى
لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ .

২৪৬১। মুআয আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে (দান থেকে) বিরত থাকে, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে (আ, বা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও মুনকার।

أَبْوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(বেহেশতের বিবরণ)

অনুচ্ছেদ ৪১

বেহেশতের বৃক্ষের বর্ণনা।

২৪৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ .

২৪৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়াতলে যে কোন আরোহী এক শত বছর ধরে অগ্রসর হতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না) (বু, মু, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৪৬৩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا قَالَ وَذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُودُ .

২৪৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়াতলে যে কোন আরোহী এক শত বছর ধরে চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। আর এটাই হল (কুরআনে বর্ণিত) “সম্প্রসারিত ছায়া” (সূরা ওয়াকিআ : ৩০) (বু, মু) ১২

১. বুখারী ও মুসলিমে উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ الْجَوَادُ الْمُضْرِعُ السَّرِيعُ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا .

২৪৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفَرَاتِ الْقَزَّازُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ .

২৪৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতের প্রতিটি গাছের কাণ্ডই সোনার তৈরী।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

অনুচ্ছেদ : ২

বেহেশত ও তার উপকরণাদির বিবরণ।

২৪৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْرَةَ الزِّيَاتِ عَنْ زِيَادِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهَدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَاتَّسْنَا أَهَالِينَا وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْتُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَمَا يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ خَلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبْنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبْنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمَسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزُّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَيُخَلِّدُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمْ الْأَمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ .

জান্নাতে অবশ্যই একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে, যার ছায়া কোন আরোহী হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী অতি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে এক শত বছর ধরে ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না* (সম্পাদক)।

২৪৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি হল যে, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি তখন আমাদের অন্তর অত্যন্ত কোমল হয়ে যায়, আমরা দুনিয়া বিরাগী হয়ে যাই এবং আমাদেরকে পরকালবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে থাকি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরিবার-পরিজনে ফিরে গিয়ে সাংসারিক কাজে মগ্ন হয়ে যাই এবং সন্তানাদির সুবাস পেতে থাকি তখন আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আমার নিকট থেকে যে অবস্থায় বেরিয়ে যাও, সর্বদা সেই অবস্থায় থাকলে ফেরেশতারা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত (আ)। আর তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ নতুন মাখলুক সৃষ্টি করতেন। তারা গুনাহ করত আর তিনি তাদের ক্ষমা করতেন (মু)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! মাখলুককে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বলেন : পানি দিয়ে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, বেহেশত কি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি বলেন : সোনা-রূপার ইট দিয়ে। একটি রূপার ইট, অতঃপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ (চুন-সুরকি-সিমেন্ট) সুগন্ধ মৃগনাভি এবং কংকরসমূহ মণি-মুক্তার ও মাটি হল কুমকুম। যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে সে অতীব সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কোন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সে অনন্তকাল তাতে থাকবে এবং আর মৃত্যুবরণ করবে না। না তার পরিধেয় পুরাতন হবে আর না তার যৌবনকাল শেষ হবে (অনন্তযৌবনা হবে) (আ, দার)। তিনি পুনরায় বলেন : তিনজন লোকের দোআ প্রত্যখ্যান করা হয় না : ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া, রোযাদারের ইফতারের সময়কার দোয়া এবং মজলুমের দোআ। আল্লাহ একে (মজলুমের দোয়া) মেঘমালার উপর তুলে নেন, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায় এবং মহান রব বলেন : আমার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ! কিছু বিলম্ব হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব (আ, ২)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আর আমার মতে এর সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। অন্য সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত হাদীসসমূহ সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, মানুষ একেবারে নিষ্পাপ থাকতে পারে না। সে কখনও গুনাহ করবে না এটা তার আসল গুণ নয়। তার আসল গুণ হচ্ছে, সে যখনই অজ্ঞতাভাষত গুনাহ করে বসবে তখনই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এক হাদীসে এসেছে যে, বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ যত খুশী হন, অন্য কিছুতে তিনি তত খুশী হন না। উপরোক্ত হাদীসটি মূলত চারটি হাদীসের সমন্বয় (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ ৪৩

বেহেশতের প্রাসাদসমূহের বিবরণ।

২৪৬৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُرْفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَيَطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فِقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

২৪৬৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতের প্রাসাদগুলো এমন হবে যে, এর ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর নবী! এসব কক্ষ কাদের জন্য ? তিনি বলেন : যারা উত্তম ও সুমধুর কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, প্রায়ই রোযা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন জাগ্রত থেকে আল্লাহর জন্য নামায পড়ে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কতিপয় হাদীস বিশারদ আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইনি কূফার বাসিন্দা। অপর দিকে আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক আল-কুরাশী মদীনার অধিবাসী। ইনি প্রথমোক্ত জনের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য।

২৪৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ أَنْبَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ أَنْبَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّنْ دُرَّةٍ مُّجَوَّفَةٍ عَرَضُهَا سِتُونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْأَخْرِيْنَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ .

২৪৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতে রূপার দু'টি বাগান আছে, যার সমস্ত পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সামগ্রী রূপার তৈরী এবং আরো দু'টি স্বর্ণের বাগান আছে, যার পাত্রসমূহ ও তাতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণের তৈরী। আর আদন নামক জান্নাতে মানুষ ও তাদের পরওয়ারদিগারের দীদারের মাঝে রিদায়ে কিবরিয়াঈ (মহাপরাক্রমশালীর গৌরবের চাদর) ব্যতীত আর কিছুই আড়াল থাকবে না। একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : বেহেশতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি তাঁবুর প্রস্থ ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে এক একজন হূর থাকবে। অন্যরা তাকে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের (নিজ নিজ হূরের) কাছে আসা যাওয়া করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবু ইমরান আল-জাওনীর নাম আবদুল মালেক ইবনে হাবীব। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, আবু বাক্র ইবনে আবু মুসার নাম অজ্ঞাত। আবু মুসা আল-আশআরী (রা)-র নাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস।

অনুচ্ছেদ : ৪

বেহেশতের স্তরসমূহের বিবরণ।

২৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতে এক শত স্তর (ধাপ) রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানে এক শত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান।

২৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতে এক শত স্তর (ধাপ) রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানে এক শত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৪৬৯। حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةٌ عَامٌ .

২৪৬৯। حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَآحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضُّبِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا أَذْرِي أَذْكَرَ الزُّكَاةِ أَمْ لَا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ

هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا قَالَ مُعَاذٌ أَلَا أُخْبِرُ بِهَذَا
النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنْ فِي
الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ
أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَقَوْقُ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ
فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفِرْدَوْسَ .

২৪৬৯। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, নামায পড়েছে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করেছে, রাবী বলেন, মুআয (রা) যাকাতের কথা বলেছেন কি না আমার স্বরণ নেই, তার গুনাহ মাফ করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়, চাই সে আল্লাহর পথে হিজরত করুক কিংবা আপন জন্মস্থানেই অবস্থান করুক। মুআয (রা) বলেন, আমি কি এ সংবাদ লোকদের কাছে পৌঁছাব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকদের আমল করতে ছেড়ে দাও। কেননা বেহেশতে এক শত স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানে আসমান-যমীনের সমান দূরত্ব বিদ্যমান। আর ফিরদাওস হল সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশত। এর উপরেই রয়েছে আল্লাহর আরশ এবং এখান থেকেই বেহেশতের বর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাওসের প্রার্থনা করবে।

٢٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا
هَمَّامٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ
دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ
أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ
الْفِرْدَوْسَ .

২৪৭০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতে এক শতটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-যমীনের সমান দূরত্ব বিদ্যমান। ফিরদাওস হচ্ছে সবচাইতে উঁচু

স্তরের জান্নাত, এ থেকেই বেহেশতের চারটি বর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই (আল্লাহর) আরশ স্থাপিত। তোমরা যখন আল্লাহর কাছে আবেদন করবে তখন ফিরদাওসের আবেদন করবে।

ইবনে মামী-ইয়াযীদ ইবনে হারুন-হাম্মাম-যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকেও উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوْسَعَتْهُمْ .

২৪৭১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জান্নাতে এক শত স্তর (তলা) রয়েছে। সমস্ত জগতবাসীও যদি একই স্তরে এসে জমা হয়, তবুও তাতেই তাদের সংকুলান হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৫

বেহেশতী মহিলাদের বিবরণ।

٢٤٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا قُرُؤَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يَرَى مَخْضَهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَمَا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ ادْخَلْتَ فِيهِ سِلْكَاً ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَأَرَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ .

২৪৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সত্তর জোড়া (পরত) কাপড়ের ভেতর থেকেও বেহেশতী মহিলাদের পায়ের গোছার উজ্জ্বলতা দেখা যাবে, এমনকি এর অস্থিও দেখা যাবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন : “তারা (হুরগণ) যেন মহামূল্যবান পদ্মরাগমণি ও মুক্তা” (সূরা আর-রহমান : ৫৮)। আর পদ্মরাগমণি তো এমন একটি পাথর যে, এর মধ্যে ছুঁমি একটি সুতা ঢুকিয়ে অতঃপর তা পরিষ্কার করে দেখতে চাও, তাহলে এর বাইরে থেকেও তা দেখতে পাবে।

হান্নাদ-আবদ ইবনে হুমাইদ-আতা ইবনুস সাইব-আমর ইবনে মাইমুন-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে উপরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। হান্নাদ-আবুল আহুওয়াস-আতা ইবনুস সাইব-আমর ইবনে মাইমুন-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে, তবে মরফু হিসাবে নয়। আর এ হাদীসটি উবাইদা ইবনে হুমাইদ বর্ণিত হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ। জারীর প্রমুখ রাবীগণ আতা ইবনুস সাইব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তারা এটিকে মরফুরূপে রিওয়ায়াত করেননি।

২৪৭৩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوْلَ زُمْرَةَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءٍ وَجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَّةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دَرَى فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مِثْلُ سَاقِهَا مِنْ وِرَائِهَا .

২৪৭৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন যে দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল; আর দ্বিতীয় দলের চেহারা হবে আসমানে মুক্তার ন্যায় ঝলঝলে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু'জন করে স্ত্রী (হুর) হবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে। এই পোশাকের ভিতর দিয়েও তার পায়ের জংঘার অস্থিমজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৪৭৪. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْلَ زُمْرَةَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالثَّانِيَّةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دَرَى فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يَبْدُو مِثْلُ سَاقِهَا مِنْ وِرَائِهَا .

২৪৭৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সর্বপ্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে সেই দলের সদস্যগণ হবেন

পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। আর দ্বিতীয় দলের সদস্যগণ হবেন আসমানে মুক্তার মত ঝলঝলকারী নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া বস্ত্র থাকবে। এ সব বস্ত্রের ভেতর থেকেও তার পায়ের জংঘার মগজ দৃষ্টিগোচর হবে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ৪ ৬

বেহেশতীদের সংগমশক্তি।

২৪৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عُمَرََانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجَمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةً مَائَةً .

২৪৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিকে বেহেশতে এই এই পরিমাণ সংগমশক্তি দেয়া হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কতজন পুরুষের সমান ক্ষমতা হবে? তিনি বলেন : এক শতজনের সমান সংগমশক্তি দেয়া হবে।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমরান আল-কাত্তান (র) ব্যতীত কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ৪ ৭

জান্নাতবাসীগণের বৈশিষ্ট্য।

২৪৭৬. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مَنبِهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ أَنْبَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلْوَةِ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مِخُّ سَوْقَيْهِمَا مِنْ وِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يَسْبِحُونَ اللَّهَ يَكْرَةً وَعَشِيًّا .

২৪৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বপ্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে সে দলের লোকদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা থুথু ফেলবে না, নাকের শ্লেছাও বেরুবে না, পেশাব-পায়খানাও করবে না। তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে সোনার তৈরী আর চিরুণী হবে সোনা-রূপার মিশ্রিত। চন্দনকাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের দেহের ঘাম মিশকের ন্যায় সুগন্ধ হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে স্ত্রী (হুর) থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের ভেতর দিয়ে তাদের পায়ের জংঘার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের মধ্যে না থাকবে ঝগড়া-বিবাদ, আর না থাকবে হিংসা-বিদ্বেষ। তাদের সকলের অন্তর যেন একটি অন্তরে পরিণত হবে। সকাল-বিকাল তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

২৪৭৭. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْأُمْبَارِكِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ
 يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ مَا يُقَالُ ظَفْرٌ مِمَّا فِي
 الْجَنَّةِ بَدَأَ لِتَزْخَرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَأَ آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ
 ضَوْءَ النُّجُومِ .

২৪৭৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতের কোন জিনিসের এক চিমটি পরিমাণও যদি (দুনিয়াতে) প্রকাশ পেত তাহলে আসমান-জমীন সর্বত্র আলোকময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যেত। কোন বেহেশতী যদি দুনিয়াতে উঁকি দিত এবং তার হস্তালংকার প্রকাশিত হয়ে পড়ত তাহলে তা সূর্যের আলো নিষ্পত্ত করে দিত যেভাবে সূর্যের আলো নক্ষত্রসমূহের আলোকে নিষ্পত্ত করে দেয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর রিওয়ায়াত হিসাবেই এটি জানতে পেরেছি। ইয়াহইয়া ইবনে আইউব এই হাদীস ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং (আমের-এর স্থলে) উমার ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্র উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৮

বেহেশতীদের পোশাকের বর্ণনা ।

২৪৭৮ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو هِشَامِ الرَّقَاعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ .

২৪৭৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতীদের শরীরে কোন লোম থাকবে না, দাঁড়ি-গোঁফ থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে । কখনও তাদের যৌবন ফুরাবে না, পোশাকও পুরানো হবে না (দার) ।

এ হাদীসটি গরীব ।

২৪৭৯ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رَشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرْثِ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ قَالَ أَرْتَفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ .

২৪৭৯ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আদ্বাহর বাণী “সুউচ্চ বিছানা থাকবে” (সূরা ওয়াকিয়া : ৩৪) সম্পর্কে বলেন, এর উচ্চতা হবে আসমান-যমীনের উচ্চতার সমান আর তা হবে পাঁচ শত বছরের দূরত্বের সমান (আ, না) ।

এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়াল্লাহ হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি । এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কতক আলেম বলেন, সেই বিছানাসমূহের এক স্তর থেকে আরেক স্তরের উচ্চতা হবে আসমান-যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমান ।

অনুচ্ছেদ : ৯

বেহেশতের ফলের বর্ণনা ।

২৪৮০ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَذَكَرَ لَهُ
سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ يَسْتَتِظِلُّ
بِظِلِّهَا مِائَةَ رَاكِبٍ شَكَّ يَحَىٰ فِيهَا فَرَأْسُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْأَقْلَاقُ .

২৪৮০। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তসীমার কুলগাছ) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : সেই গাছের একটি শাখার ছায়াতলে কোন যাত্রী এক শত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে (তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না) অথবা বলেছেন : এক শত সওয়ারী এর ছায়াতলে অবস্থান করবে (ইয়াহুইয়া ইবনে আবদুল্লাহ সংশয়ে পতিত হয়েছেন যে, তার উর্ধ্বতন রাবী কোন্ কথটি বলেছেন)। সেই গাছে অসংখ্য সোনার পতঙ্গ আছে এবং এর ফলগুলো মটকার মত বড় বড়।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১০

বেহেশতের পানীয় বর্ণনা।

٢٤٨١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سئلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثُرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْغِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدَّ
بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُرُزِ
قَالَ عُمَرَانُ هَذِهِ لِنَاعِمَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلْتُهَا
أَحْسَنَ مِنْهَا .

২৪৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাওযে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তা একটি ঝর্ণা যা আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দান করেছেন। এর পানি দুধের চাইতে সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্ট। এতে রয়েছে অনেক পানীয় যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের ন্যায় উঁচু। উমার (রা) বলেন, তাহলে এগুলো তো মোটাতাজা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এদের যারা খাবে, তারা আরো কোমলদেহী ও সুখী হবে (আ)।

এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম হলেন ইবনে শিহাব যুহরীর ভ্রাতৃপুত্র।

অনুব্ধেদ : ১১

বেহেশতের ঘোড়ার বর্ণনা।

২৪৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ قَالَ إِنْ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَأْقُوتَةَ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَيْلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ إِنْ يُدْخَلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدَّتْ عَيْنُكَ .

২৪৮২। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে কি ঘোড়া আছে? তিনি বলেন: আল্লাহ যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান এবং তুমি তাতে লাল পদ্মরাগ মনির ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে চাও আর তুমি বেহেশতের যেদিকে যেতে ইচ্ছা কর, সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তিনি (রাবী) বলেন, আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে কি উটও আছে? তিনি তার সাথীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তাকেও অনুরূপ উত্তর না দিয়ে বলেন: আল্লাহ যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, তাহলে তোমার মন যা চাবে এবং চোখে যা ভালো লাগবে সবই পাবে।

সুওয়াইদ-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-সুফিয়ান-আলকামা ইবনে মারসাদ-আবদুর রহমান ইবনে সাবেতের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত মর্মে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মাসউদী বর্ণিত হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ।

২৪৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَخْمَسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ وَاصِلٍ هُوَ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ الْخَيْلَ أَفِي الْجَنَّةِ

حَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ أُتِيَتْ بِفَرَسٍ مِّنْ يَأْقُوتَةَ لَهُ جَنَاحَانِ فَحَمِلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ .

২৪৮৩। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ঘোড়া পছন্দ করি। বেহেশতে কি ঘোড়া আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাকে যদি বেহেশতে প্রবেশ করানো হয় তাহলে মণিমুক্তার একটি ঘোড়া তোমার কাছে হাযির হবে। এর দু'টি ডানা থাকবে এবং তোমাকে এর পিঠে সওয়ার করানো হবে। অতঃপর তুমি যে দিকেই যেতে চাও, সেটি তোমাকে নিয়ে সেদিকে উড়ে যাবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটিকে আবু আইউব (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি। আবু সাওর হলেন আবু আইউব (রা)-এর ভাতুপুত্র। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তাকে অত্যন্ত দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, এই আবু সাওর মুনকার রাবী এবং আবু আইউব (রা) থেকে বহু মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যার সমর্থনযোগ্য কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান নেই।

٢٤٨٤ . حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكْحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً .

২৪৮৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: বেহেশতীরা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক (আ)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কাতাদার কোন কোন শাগরিদ তার সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন, মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ : ১২

বেহেশতীদের বয়সের বর্ণনা।

٢٤٨٥ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَّارِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ .

২৪৮৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতীদের এক শত বিশটি সারি হবে, তন্মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি সারি এবং অন্যান্য সকল উম্মাতের হবে চল্লিশটি।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি আলকামা ইবনে মারসাদ-সুলাইমান ইবনে বুরাইদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। রাবীগণের মধ্যে কেউ বলেছেন, সুলাইমান ইবনে বুরাইদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবু সিনান-মুহারিব ইবনে দিসার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আবু সিনানের নাম দিরার ইবনে মুররা এবং আবু সিনান আশ-শাইবানীর নাম সাঈদ ইবনে সিনান, তিনি বসরাবাসী। আবু সিনান আশ-শামীর নাম ঈসা ইবনে সিনান আল-কাসমালী।

অনুচ্ছেদ : ১৩

বেহেশতীদের কাতারসমূহের বর্ণনা।

٢٤٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَتْبَانًا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رِيعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مَا أَنْتُمْ فِي الشَّرِّكَ إِلَّا كَالشُّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشُّعْرَةِ السُّودَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ .

২৪৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক একটি তাঁবুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেন : তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট যে, তোমরা বেহেশতীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হবে ? উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি আবার বলেন : তোমরা এক-তৃতীয়াংশ

সংখ্যক হলে কি সন্তুষ্ট আছ? তাঁরা বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় বলেন : তোমরা অর্ধেক সংখ্যক হলে সন্তুষ্ট আছ কি? মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা তো মুশরিকদের তুলনায় কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা লোম সদৃশ অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো লোমসদৃশ (বু, যু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৪৮৭. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْفَزَّازُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّكَّابِ الْجَوَادِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْفَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ .

২৪৮৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতগণ যে দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তার প্রস্থ হবে অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। তা সত্ত্বেও এতো ভীড় হবে যে, তাদের কাঁধ চলে পড়ার উপক্রম হবে।

এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৪

বেহেশতের দরজাসমূহের বর্ণনা।

২৪৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعَشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سَوْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَفِيهَا سَوْقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤَدَّنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا

فَيَزُورُونَ رِبَّهْمُ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِّبَاضِ الْجَنَّةِ
 فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِّن نُّورٍ وَمَنَابِرُ مِّن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِّن فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ
 أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِّن ذَنبٍ عَلَى كُثْبَانَ الْمَسْكَ وَالْكَافُورِ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ
 أَصْحَابَ الْكُرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَمَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةً
 الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تَمَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ
 الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاصَرَهُ اللَّهُ مُحَاصِرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ
 بَنُ فُلَانٍ اذْكُرْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَيَذْكُرُ بَعْضُ غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ
 يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ بَلَى فَبَسْعَةَ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ بِكَ مَنَزَلَتِكَ هَذِهِ قَبَيْتَاهُمْ
 عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِّن فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ
 رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُولُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْمُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتَ لَكُمْ مَن
 الْكَرَامَةِ فَخَذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَاتِي سَوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ
 تَنْظُرِ الْعَيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ
 لَنَا مَا اشْتَهَيْتُمْ لَيْسَ بِيَّاعٍ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ
 الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقْبَلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمَرْتَفَعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ
 دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنَى فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ فَمَا يَنْفَضِي آخِرُ
 حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ
 يُحْزَنَ فِيهَا ثُمَّ نَتَّصِرُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقْلَنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا
 لَقَدْ جِئْتَ وَأَنْ بَكَ مِنْ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا جَالِسْنَا
 الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَبِحَقِّ لَنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .

২৪৮৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবু হুরায়রা
 (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি

যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ (র) জিজ্ঞেস করেন, বেহেশতে কি বাজারও আছে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবহিত করেছেন যে, বেহেশতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ আমলের পরিমাণ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে স্থান (মর্যাদা) পাবে। অতঃপর দুনিয়ার সময় অনুসারে জুমুআর দিন তাদেরকে (তাদের রবের দর্শনের) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের রবের সাক্ষাতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। বেহেশতের কোন এক বাগানে তাদের সামনে তার প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণিমুক্তা, পদ্মরাগ মণি, যমরুদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিস্বারসমূহ রাখা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীও মেশুক ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন-নীচ হবে না। মিস্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাবে না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বলেন : হাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন : ঠিক সেরূপে তোমাদের রবের দর্শনলাভেও কোন সন্দেহ থাকবে না। আর সেই মজলিসের প্রত্যেক লোক আল্লাহর সাথে কথা বলবে। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন : হে অমূকের পুত্র অমুক! অমুক দিন তুমি এরূপ কথা বলেছিলে, স্বরণ আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কতক নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্বরণ করিয়ে দিবেন। লোকটি তখন বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি? তিনি বলবেন : হাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ স্থানে পৌছেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা থেকে তাদের উপর সুগন্ধ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেসকল সুগন্ধ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। আমাদের রব বলবেন : উঠো! আমি তোমাদের সম্মানে যে মেহমানদারি প্রস্তুত করেছি সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। তখন আমরা একটি বাজারে এসে উপস্থিত হব, যা ফেরেশতারা বেটন করে রাখবেন। সেখানে এরূপ পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কখনো অন্তরের কল্পনা জগতে ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইব, তাই তুলে দেয়া হবে। তবে বেচা-কেনা হবে না। আর সে বাজারেই বেহেশতীরা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতী সামনে এগিয়ে তাঁর চাইতে অল্প মর্যাদাবান বেহেশতীর সাথে সাক্ষাত করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলতে কিছু থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন। এ কথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে

করতে থাকবেন যে, তার গায়ে আগের চাইতে উত্তম পোশাক দেখা যাচ্ছে। আর এ রূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কারো দুঃখ-কষ্ট বা দুচ্ছিন্তা স্পর্শ করবে না। অতঃপর আমরা নিজেদের স্থানে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের সাক্ষাত পাব। তারা তখন বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! কি ব্যাপার! যে রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের পরোয়ারদিগার আল্লাহর সাথে মজলিসে বসেছিলাম। কাজেই এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক (ই)।

এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ১৫

বেহেশতের বাজার।

২৪৮৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَشْحَقَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شَرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّورَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِذَا أَشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةَ دَخَلَ فِيهَا .

২৪৮৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতে যে বাজার আছে, তাতে নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুর ক্রয়-বিক্রয় হবে না। যখন কেউ কোন প্রতিকৃতির আকাঙ্ক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যাবে।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৬

আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ।

২৪৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ اسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ رُؤْيَتَهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ .

২৪৯০। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পূর্ণিমার রাতে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসা ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন : অচিরেই তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর সামনে পেশ করা হবে। তখন তোমরা নির্বিঘ্নে তাঁর দর্শন লাভ করবে, যেরূপ এ চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকবে না। দুনিয়ার কাজে পরাজিত না হয়ে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর” (সূরা কাফ : ৩৯) (আ, বু, মু, দা, না)। এ হাদীসটি সহীহ।

২৪৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٌ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَنُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَيَنْكَشِفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ .

২৪৯১। সুহাইব (রা) থেকে মহান আল্লাহর বাণী “যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক” (সূরা ইউনুস : ২৬) সম্পর্কে বর্ণিত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর একজন আহবানকারী ডেকে বলবেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট আরও ওয়াদা রয়েছে। তারা (বেহেশতীরা) বলবে, তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে এবং দোষখ থেকে নাজাত দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাননি? ফেরেশতারা বলবেন, হাঁ। অতঃপর পর্দা খুলে যাবে এবং আল্লাহর দীদার সংঘটিত হবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর দীদারের চাইতে বেশী প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তিনি মানুষকে দান করেননি (ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) মুসনাদ ও মরফু উভয়রূপে বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান ইবনুল মুগীরা এ হাদীসটি সাবিত আল-বুনানী-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা সূত্রে তার বক্তব্যরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

২৪৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَتَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرْرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةً إِلَى رِبِّهَا نَاطِرَةً .

২৪৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতীর বাগান, স্ত্রী, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী, খাদেম এবং খাট-পালং ও আসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের পথ। তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচাইতে মর্যাদাবান ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা দর্শন করবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “কতক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে” (সূরা কিয়ামা : ২২-৩) (আ, বা, হা)।

অন্যভাবে এ হাদীসটি ইসরাঈল-সুওয়াইর-ইবনে উমার (রা) সূত্রে মরফু হিসেবে এবং আবদুল মালেক ইবনে আবজার-সুওয়াইর-ইবনে উমার (রা) সূত্রে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। উবাইদুল্লাহ আল-আশজাজি (র) সুফিয়ান-সুওয়াইর-মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা) সূত্রে তার বক্তব্য হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং মরফুরূপে বর্ণনা করেননি।

২৪৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ الْحَمَانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّضَمُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَتُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ .

২৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন : পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে ? সূর্য দেখার মধ্যে কি কোন সন্দেহ থাকে ? তারা বলেন, না। তিনি বলেন : তোমরা যেকোন পূর্ণিমার চাঁদ দেখে থাক, ঠিক সেরূপ তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে। আর তাতে কোন সন্দেহ থাকবে না।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা আর-রামলী (র) প্রমুখ আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস (র) আমাশ-আবু সালেহ-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস-আমাশ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। আবু সালেহ- আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) তথ্যপিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। এই সূত্রটিও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৭

(আল্লাহ তাআলা বেহেশতীগণকে ডেকে বলবেন)।

২৪৯৬. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا .

২৪৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ বেহেশতীদের ডেকে বলবেন, হে বেহেশতীগণ! তাঁরা বলবে, “লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সা‘দাইকা” (হে প্রভু! আমরা হায়ির)। তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? আপনি তো আমাদের সেইসব জিনিস দিয়েছেন যা আপনার অন্য কোন মাখলুককেই দেননি। তিনি বলবেন, এর চাইতেও উত্তম জিনিস আমি তোমাদের দান করব। তারা বলবে, এর চাইতেও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি অবতরণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্টি হব না।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

বেহেশতীরা স্ব-স্ব বালাখানা থেকে পরস্পরকে দেখবে।

২৪৯৫. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هَلَالَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ فِي الْغُرْفَةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الْكُوكَبَ الشَّرْقِيَّ أَوْ الْكُوكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ فِي الْأَفْقِ وَالطَّلَعَ فِي تَفَاضِلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَيْتَكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ .

২৪৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতীরা নিজেদের বালাখানা থেকে মর্যাদা অনুযায়ী পরস্পরকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়াচলে ও পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে তারকাসমূহ দেখতে পাও। তারা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবীগণই তো উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবেন! তিনি বলেন : হাঁ, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! উচ্চ মর্যাদার আসনে সেইসব লোকও থাকবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে (আ)।

এ হাদিসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৯

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী আবাস।

২৪৯৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلَا يَتَّبِعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبَهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرَهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارَهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ

মাবুদদের সাথে চলবে। আর মুসলমানগণ তাদের স্থানেই থেকে যাবে। তাদের সামনে রব্বুল আলামীন প্রকাশিত হয়ে বলবেন : তোমরা ঐসব লোকের অনুসরণ করছ না কেন? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই)। আল্লাহই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি তাদের আদেশ দিবেন এবং তাদের স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অন্তরালে চলে যাবেন। পুনরায় তিনি তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা ঐসব লোকের অনুসরণ করছ না কেন? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং এটা আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি তাদের আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বলেন : পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদের কি তোমাদের কষ্ট দিতে হয়? তারা বলেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : তদ্রূপ সে সময় তোমরা তাঁকে দেখতে তোমাদের কাউকে কষ্ট দিতে হবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অন্তরালে চলে যাবেন। পুনরায় তিনি তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে স্বীয় পরিচিতি পেশ করে বলবেন : আমিই তোমাদের রব। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলমানগণ উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের ন্যায় তা অনায়াসে পার হবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবে : 'সাল্লিম সাল্লিম' (হে আল্লাহ আমাদের শান্তিতে রাখ)। দোযখীরা পার হতে না পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের একটি দলকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং দোযখকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? পুনরায় আরেকটি দলকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে যখন সমস্ত দোযখীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তাঁর কুদরতি পা এর উপর রাখবেন এবং এর আর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো। সে বলবে, হাঁ যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ যখন বেহেশতীদের বেহেশতে এবং দোযখীদের দোযখে প্রবেশ করাবেন, তখন 'মৃত্যু'-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং বেহেশতী ও দোযখীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। অতঃপর ডেকে বলা হবে, হে বেহেশতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর বলা হবে, হে দোযখীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে আত্মপ্রকাশ করবে শাফাআত লাভের

আশায়। অতঃপর বেহেশতী ও দোযখীদের জিজ্ঞেস করা হবে, একে তোমরা কি চিন ? বেহেশতী ও দোযখীরা বলবে, হাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা ‘মৃত্যু’ যা আমাদের উপর নির্ধারণ করা হয়েছিল। অতঃপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং বেহেশত ও দোযখের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। অতঃপর বলা হবে, হে বেহেশতীগণ! তোমরা চিরদিন বেহেশতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে দোযখীগণ! চিরদিন তোমরা দোযখে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই (ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৪৯৭. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَتَى بِالسَّمَوَاتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلََوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ .

২৪৯৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা-কালো বর্ণের ভেড়ার আকৃতিতে হাযির করা হবে এবং বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হবে। আর তারা (বেহেশত ও দোযখীরা) তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দ-উল্লাসের সাথে মারা যেত, তাহলে বেহেশতবাসীরা (তাতে আশ্চর্য হয়ে) মারা যেত। আর কেউ যদি চিন্তা ও দুঃখের সাথে মারা যেত তাহলে দোযখবাসীরা (দুঃখে ও ক্ষোভে) মারা যেত (বু, মু, না)।

এ হাদীসটি হাসান। আল্লাহর দীদার লাভ সম্পর্কিত এরূপ অনেক হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। মানুষ আল্লাহর দর্শন লাভ করবে এবং (তাঁর) পা বা অনুরূপ বিষয়েরও উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান ইবনে উআইনা, ইবনুল মুবারক ও ওয়াকী (র) প্রমুখ ইমামগণের মত এই যে, তারা এ জাতীয় বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন, তা বর্ণনা করা যাবে এবং আমরা এগুলোতে বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুলো কেমন হবে তা বলা সম্ভব নয়। মুহাদ্দিসগণও এই মত অবলম্বন করেছেন যে, এ ধরনের হাদীস যেভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা যাবে এবং এ বিষয়ের উপর ঈমানও রাখতে হবে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সন্দেহও পোষণ করা যাবে না, তাঁর হাত-পা এগুলো কেমন তাও বলা যাবে না। আলেমগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে “তিনি তাদের সামনে তাঁর

পরিচিতি পেশ করবেন”—এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তাদের সামনে নিজের নূরের তাজান্নী প্রকাশ করবেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

জান্নাত শম-সাধনা দ্বারা এবং দোযখ কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা বেষ্টিত।

২৪৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ .

২৪৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং দোযখ কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা পরিবেষ্টিত (মু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং উপরোক্ত সূত্রে সহীহ।

২৪৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِئِلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا وَالِى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَالِى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ لِرَجْعِ إِلَيْهَا فَانظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا إِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حُفَّتْ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى النَّارِ فَانظُرْ إِلَيْهَا وَالِى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا .

২৪৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আন্লাহ তাআলা বেহেশত-দোযখ সৃষ্টি করে জিবরাঈলকে

বেহেশতের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন : বেহেশত এবং আমি এর মধ্যে বেহেশতীদের জন্য যেসব সামগ্রী সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলো তুমি দেখে এসো। তিনি বলেন : অতঃপর তিনি বেহেশতে গিয়ে আল্লাহর তৈরী সমস্ত সামগ্রী দেখলেন এবং তাঁর কাছে ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের শপথ! যে কেউ বেহেশতের সুখ-সাম্পদ সম্পর্কে শুনবে, সে-ই তাতে প্রবেশের চেষ্টা করবে। অতঃপর তিনি আদেশ করলেন। ফলে কষ্ট মুসীবতের বস্তু দ্বারা বেহেশত পরিবেষ্টিত করা হল। তিনি আবার জিবরাঈলকে বলেন : তুমি পুনরায় বেহেশতে যাও এবং বেহেশতীদের জন্য আমার তৈরীকৃত সামগ্রী দেখে এসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর তিনি সেখানে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তা কষ্ট ও মুসীবতের বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমার আশংকা হচ্ছে যে, কেউ তাতে প্রবেশই করতে পারবে না। আল্লাহ এবার তাঁকে বলেন : তুমি গিয়ে দোযখ এবং দোযখীদের জন্য আমি যে শাস্তি তৈরি করে রেখেছি তা দেখে এসো। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, এর এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে (একটি আরেকটিকে গ্রাস করছে)। তা দেখে তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের শপথ! যে কেউ এর বিবরণ শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তাঁর নির্দেশে দোযখকে লোভ-লালসা দ্বারা ঘিরে ফেলা হল। এবার তিনি জিবরাঈলকে বলেন : তুমি সেখানে আবার যাও (এবং তা দেখে এসো)। তিনি আবারো সেখানে গেলেন এবং ফিরে এসে বলেন, আপনার ইজ্জতের কসম! আমার তো ভয় হচ্ছে যে, এ থেকে কেউ নাজাত পাবে না, সকলেই তাতে প্রবেশ করবে (দা, না, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২১

বেহেশত ও দোযখের বিতর্ক।

২৫০০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجُّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلْنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلْنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكَ مِنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ شِئْتُ .

২৫০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশত ও দোযখের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। বেহেশত বলল, আমার মধ্যে গরীব-মিসকীন ও দুর্বল লোক প্রবেশ করবে। দোযখ বলল, আমার মধ্যে প্রবেশ করবে যত স্বৈরাচারী যালেম ও অহংকারীরা। আল্লাহ দোযখকে বলেন : তুই আমার আযাব, আমি তোর দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তিনি জান্নাতকে বলেন : তুমি আমার রহমাত, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা অনুগ্রহীত করব (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ২২

অতি সাধারণ বেহেশতীর মর্যাদা সম্পর্কে।

২৫০১. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةُ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَأَثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لَوْلُؤٍ وَزُرْجَدٍ وَيَأْقُوتُ كَمَا بَيْنَ الْجَبَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يُرَدُّونَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِمُ التَّيْجَانَ إِنْ أَدْنَى لَوْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

২৫০১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অতি সাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন একজন বেহেশতীরও আশি হাজার খাদেম ও বাহান্তর জন হুর থাকবে। আর তার জন্য মণিমুক্তা, য়মরুদ ও ইয়াকূতের তাঁবু নির্মাণ করা হবে। সেটা এত বড় হবে যে, তা সিরিয়ার অন্তর্গত 'জাবিয়া' থেকে ইয়ামানের 'সানআ' পর্যন্ত সমান স্থান জুড়ে বিস্তৃত হবে। আর এ সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যে বেহেশতী মারা গেছে চাই সে কম বয়েসী হোক বা বেশী বয়েসী, সে ত্রিশ বছরের যুবক হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে, এর বেশী বয়স আর হবে না।

ঠিক দোযখীদেরও অনুরূপ বয়স হবে। একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাধারণ বেহেশতীদের মাথায় তাজ (মুকুট) পরানো হবে। আর এ তাজের সবচাইতে নিম্নমানের মুক্তা এমন হবে যে, এটা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছু আলোকিত করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়য়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

২৫০২. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضَعُهُ وَسَنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهُ .

২৫০২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করলে সাথে সাথে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক। তার বাসনা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যেই এসব সংঘটিত হবে (আ, ই, দার)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বেহেশতে সহবাস হবে কিন্তু সন্তান হবে না। তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ এ মত পোষণ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে সন্তানের কামনা করা মাত্র সন্তান ভূমিষ্ট হবে; কিন্তু সে এরূপ কিছু কামনা করবে না। মুহাম্মাদ (র) আরো বলেন, আবু রায়ীন আল-উকাইলী থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে যে, বেহেশতীদের কোন সন্তান হবে না।

অনুচ্ছেদ : ২৩

আয়তলোচনা হুরদের বর্ণনা।

২৫০৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ

لَمْ يَسْمَعْ الْخَلَّاتِقُ مِثْلَهَا قَالَ يَقْلُنْ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ
فَلَا نَبَاسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طَوْبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ .

২৫০৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশতে আয়তলোচনা হুরদের সমবেত হওয়ার একটি জায়গা রয়েছে। তারা সেখানে এমন সুরেলা আওয়াযে গান গাইবে, যেরূপ আওয়ায কোন মাখলুক ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। তারা এই বলে গান গাইবে : আমরা তো চিরসঞ্জিনী, আমাদের ধ্বংস নেই। আমরা তো আনন্দ-উল্লাসের জন্যই, দুঃখ-কষ্ট নেই আমাদের। আমরা চির সন্তুষ্ট, আমরা কখনো অসন্তুষ্ট হব না। তাদের কতই না সৌভাগ্য যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা (বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের বর্ণনা।

٢٥٠٤ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ
زَادَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَةٌ عَلَى كَثْبَانَ الْمَسْكَ أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ
رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْسَ لَهُ وَرَجُلٌ يَوْمَ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ
رَاضُونَ وَعَبْدٌ آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ .

২৫০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন কস্তুরীর স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ তাদের এ মর্যাদায় ঈর্ষা করবে। (১) যে ব্যক্তি দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়; (২) যে ব্যক্তি কোন জাতির নেতৃত্ব করে আর তারা তার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং (৩) যে গোলাম আল্লাহর ও তার মনিবের হক আদায় করে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবুল ইয়াকযানের নাম উসমান ইবনে উমাইর, মতান্তরে ইবনে কায়েস।

২৫০৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِيعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِبَيْمَنِهِ يُخْفِيهَا أَرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ .

২৫০৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ তিন ধরনের লোককে ভালবাসেন। (১) যে ব্যক্তি রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে; (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে দান-খয়রাত করে আর তার বাঁ হাতও তা টের পায় না এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীতে যুদ্ধরত অবস্থায় থাকে, তার সাথীরা পরাজিত হয়ে গেলেও সে দুশমনদের মোকাবিলা করতে থাকে।

আবু ইসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গরীব এবং অরক্ষিত। সঠিক হল সেই বর্ণনাটি যা শোবা (র) প্রমুখ মানসূর-রিবঈ ইবনে খিরাশ-যায়েদ ইবনে যাব্বইয়ান-আবু যার (রা) -নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। আবু বাকর ইবনে আইয়্যাশ হাদীস বর্ণনায় প্রচুর ভুল করেন।

২৫০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ رِيعِيَّ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعَدُّ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُوا آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الرَّزَانِيُّ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظُّلُومُ .

২৫০৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তিনজন লোককে ভালোবাসেন এবং তিনজনকে ঘৃণা করেন। যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন তারা হল : (১) কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাইল, তবে আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চায়নি। তারা তাকে কিছুই দিল না। এ সম্প্রদায়ের একটি লোক তাদের থেকে পৃথক হয়ে গোপনে তাকে কিছু দান করল এবং তার দান সম্পর্কে আল্লাহ ও গ্রহণকারী ছাড়া আর কেউ জানতে পারল না। (২) একটি দল সারা রাত সফররত থাকল, অতঃপর সমস্ত কিছুর তুলনায় নিদ্রা যখন তাদের প্রিয় হয়ে গেল, ফলে সব লোক (বালিশে) মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল; কিন্তু তাদেরই একজন আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নামাযে দাঁড়ায় এবং আমার কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে। (৩) আর এক ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীতে যোগদান করল। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলা করে তার পক্ষের লোকেরা পরাজিত হল; কিন্তু সে বুক ফুলিয়ে সামনে অগ্রসর হল। অতঃপর সে হয় শহীদ হল কিংবা বিজয়ী হল। আর আল্লাহ যে তিনজনকে ঘৃণা করেন তারা হল : (১) বৃদ্ধ যেনাকারী; (২) অহংকারী ভিক্ষুক এবং (৩) অত্যাচারী সম্পদশালী ব্যক্তি (না, হা)।

মাহমূদ ইবনে গাইলান-নাদর ইবনে শুমাইল-শোবা (র) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ। শাইবান (র)-ও মানসূরের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আবু বাক্র ইবনে আইয়্যাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

২৫০৭. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ جَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا .

২৫০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এচিরেই ফুরাত নদী তার স্বর্ণের ভাণ্ডার প্রকাশ করে দিবে। তখন যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে (বু, মু, দা)।

এ হাদীসটি সহীহ।

২৫০৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ .

২৫০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে তিনি বলেছেনঃ “ফুরাত থেকে স্বর্ণের একটি পাহাড় বের হবে” (বু, যু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقُّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدَ .

২৫০৯। হাকীম ইবনে মুআবিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের সাগর রয়েছে। এগুলো থেকে আরো বর্ণা বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে (আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাকীম ইবনে মুআবিয়া হলেন বাহ্য (র)-এর পিতা।

২৫১০. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ اذْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اجْرِهِ مِنَ النَّارِ .

২৫১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার বেহেশতের জন্য আবেদন জানালে বেহেশত তখন বলে, হে আল্লাহ! তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। আর কোন ব্যক্তি তিনবার দোষখ থেকে পানাহ চাইলে তখন দোষখ আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! তাকে দোষখ থেকে নাজাত দিন (ই,না)।

ইউনুস (র) এ হাদীসটি আবু ইসহাক-বুরাইদ ইবনে আবু মরিয়ম-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক-বুরাইদ ইবনে আবু মরিয়ম-আনাস (রা) সূত্রে এটি তার বক্তব্য হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

أَبْوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(দোযখের বিবরণ)

অনুচ্ছেদ : ১

দোযখের বিবরণ ।

২৫১১ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدِ الْكَاهِلِيِّ عَنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُؤُنَهَا .

২৫১১ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোযখকে সেদিন হাযির করা হবে এবং এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে । প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে । তারা এগুলো ধরে এটাকে টানতে থাকবে (মু) ।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, সুফিয়ান সাওরী এ হাদীস মরফুরূপে বর্ণনা করেননি । আব্দ ইবনে হুমাইদ-আবদুল মালেক ইবনে উমার ও আবু আমের আল-আকাদী-সুফিয়ান-আলা ইবনে খালিদ (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে মরফু হিসেবে নয় ।

২৫১২ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يُنْطِقُ يَقُولُ أَنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بَكْلِ جِبَارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ .

২৫১২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে একটি গর্দান (মাথা)

বের হবে। এর দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে, দু'টি কান থাকবে যা দ্বারা সে শুনেবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে তিন ধরনের লোকের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে : (১) প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী যালেমের জন্য; (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন কিছুকে ইলাহ বলে ডাকে তার জন্য এবং (৩) ছবি নির্মাতাদের জন্য।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ২

দোযখের গহবরের বর্ণনা।

২৫১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عْتَبَةُ بْنُ عَزْوَانَ عَلَىٰ مَنِيرَنَا هَذَا مَنِيرَ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتَلْقَىٰ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَتُفْضَىٰ إِلَىٰ قَرَارِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَكْثَرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ .

২৫১৩। হাসান বসরী (র) বলেন, উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা) আমাদের এই বসরার মিথারে দাঁড়িয়ে বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বড় একটি পাথরকে যদি দোযখের এক কিনারা থেকে গড়িয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এটা সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতেই থাকবে তবু স্থির হওয়ার স্থানে পৌঁছতে পারবে না। রাবী বলেন, উমার (রা) বলতেন, তোমরা দোযখের কথা বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা এটা মারাত্মক গরম, এর গহবর খুবই গভীর এবং এর ডাঙাগুলো লৌহ নির্মিত (যু)।

আবু ঈসা বলেন, হাসান বসরী (র) উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা)-এর নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উতবা ইবনে গায়ওয়ান (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে বসরায় আসেন। আর হাসান বসরী (র) উমার (রা)-এর খিলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন।

২৫১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الصُّعُودُ حَبْلٌ مِّنْ نَّارٍ يَتَّصِعُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوِي بِهِ
كَذَلِكَ مِنْهُ أَبَدًا

২৫১৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোষখের মধ্যে 'সাউদ' নামে আগুনের একটি পাহাড় আছে। কাফেরগণ সত্তর বছরে এর উপর উঠবে এবং সত্তর বছরে গড়িয়ে পড়বে। এমনিভাবে তারা তাতে অনন্তকাল ধরে উঠবে ও নামবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল ইবনে লাহীআর হাদীস হিসাবে এটিকে মরফু হিসাবে জানতে পেরেছি।

অনুচ্ছেদ : ৩

দোষীদের দেহের আকার হবে বিরাট।

٢٥١٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ
بْنُ عَمَارٍ وَصَالِحُ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أَحَدٍ وَقَفْذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ
وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةٌ ثَلَاثَ مِثْلِ الرِّيْدَةِ

২৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন কাফেরের মাড়ির দাঁত উহুদ পাহাড়সম বড় হবে, তার উরু হবে 'বাইদা' পাহাড়সম-বিশাল এবং তার নিতম্বদেশ রাবাহার-যুক্ত তিন দিন চলার পথের দূরত্বের সমান বিস্তৃত হবে। (আ, মু)।

“মাসালুর রাবাযা” অর্থ মদীনা ও রাবাযা নামক স্থানের মাঝখানের দূরত্বের সমান। আর 'বাইদা' একটি পাহাড়ের নাম। এ হাদীসটি হাসান।

٢٥١٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمَقْدَامِ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ضُرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحَدٍ

২৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোষখের মধ্যে কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়সম (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু হাযেম হলেন আল-আশজা গোত্রীয়, আযযা আল-আশজাইয়্যার মুজদাস।

২৫১৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّأُ النَّاسُ

২৫১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) কাফের ব্যক্তি তার জিহবা এক-দুই ফারসাখ পরিমাণ স্থান জুড়ে বিছিয়ে রাখবে। লোকেরা তা পদদলিত করবে (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই জানতে পেরেছি। আল-ফাদল ইবনে ইয়াযীদ হলেন কূফার অধিবাসী। হাদীসের একাধিক ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল মুখারিক তেমন প্রসিদ্ধ রাবী নন।

২৫১৮. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَارْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنْ ضُرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنْ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ .

২৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোষখে কাফেরের শরীরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ পুরু, তার মাড়ির দাঁত হবে উল্দের সমান বড় এবং দোষখে তার বসার জায়গা (নিতম্বদেশ) হবে মক্কা-মদীনার দূরত্বের সমান বিস্তৃত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং আমাশের বর্ণনা হিসাবে সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৪

দোষখীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ।

২৫১৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رَشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرْثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ (كَالْمَهْلِ) قَالَ كَعَكِرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةٌ وَجْهِهِ فِيهِ .

১. এক ফারসাখ প্রায় আট কিলোমিটার (সম্পাদক)।

২৫১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আন্বাহর বাণী “কাল-মুহলি”^২ (তা যেন গলিত তামা)-এর ব্যাখ্যায় বলেন : তা হল তেলের গাদ সদৃশ। দোষীদের মধ্যে কোন দোষী যখনই এটা তার মুখের কাছে নিবে সংগে সংগে তার মুখমণ্ডলের চামড়া খসে তাতে পড়ে যাবে (আ, হা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। রিশদীনের স্বরণশক্তি সমালোচিত।

২৫২০. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَمِيمَ لِيُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ فَيَنْفِذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ .

২৫২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোষীদের মাথায় গরম পানীয় ঢালা হবে, এমনকি তা পেট পর্যন্ত পৌঁছবে এবং পেটের সব নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে দিবে, অতঃপর তা পায়ের দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। এটাই হল ‘সাহর’ (গলে যাওয়া)।^৩ পুনরায় তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে (এবং এমনভাবে শাস্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকবে) (বা)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইবনে হুজাইরার নাম আবদুর রহমান আল-মিসরী।

২৫২১. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ (وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ) قَالَ يَقْرُبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرِهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ قَرُوءٌ رَأْسَهُ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ

২. সূরা দুখান, ৪৫ নং আয়াত।

৩. হাদীসে সূরা হুজ্জের ১৯-২২ আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : “যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আতনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানীয়। এর দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং এদের জন্য থাকবে লোহার গদা” (সম্পাদক)।

أَمْعَاءٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبْرِهِ يَقُولُ اللَّهُ (وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) وَيَقُولُ (وَإِنْ بَسْتَعْيَشُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِتَسَنِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَقَاتًا)

২৫২১। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : “দোষখীদেরকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে, যা সে এক এক ঢোক করে গলাধঃকরণ করবে” (সূরা ইবরাহীম : ১৬, ১৭) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পুঁজ যখন তার মুখের কাছে আনা হবে সে তা অপছন্দ করবে। অতঃপর যখন আরো কাছে আনা হবে তখন তার মুখমণ্ডল পুড়ে যাবে এবং মাথার চামড়া গলে পড়ে যাবে। অতঃপর সে যখন তা পান করবে তখন তা তার নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবে এবং তা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন : “তাদের গরম পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে” (সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)। তিনি আরো বলেন : “পিপাসার্ত হয়ে তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং (জাহান্নাম) কতই না নিকৃষ্ট স্থান” (সূরা কাহফ : ২৯) (আ,হা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র) উবাইদুল্লাহ ইবনে বুসরের সূত্রে অনুরূপ বলেছেন। এ হাদীসের দ্বারাই কেবল উবাইদুল্লাহ ইবনে বুসরের পরিচয় পাওয়া যায়। সাফওয়ান ইবনে আমর (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বসুর (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে বুসরের এক ভাই ও এক বোন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ইবনে আমর (র) যে উবাইদুল্লাহ ইবনে বুসরের সূত্রে আবু উমামা (রা)-র হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি সম্ভবত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরের ভাই।

٢٥٢٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا رَشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ دُرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (كَالْمُهْلِ) كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةٌ وَجْهَهُ فِيهِ وَهَذَا الْأَسْنَادُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةٌ جُدْرٌ كَثْفٌ كُلُّ جِدَارٍ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَهَذَا

الْأَسْنَادُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَّاقٍ يُّهْرَقُ فِي الدُّنْيَا لَا تَنَّتْ أَهْلُ الدُّنْيَا

২৫২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। “কালমুহুলি” (গলিত ধাতুর ন্যায়) প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তা হল গরম তেলের গাদ সদৃশ (যা দোষখীদের পান করতে দেয়া হবে)। যখনই সে এটা (মুখের) কাছে নিবে তার মুখমণ্ডলের চামড়া এতে গলে পড়ে যাবে। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দোষখের বেটনী হবে চারটি প্রাচীর এবং প্রতিটি প্রাচীর হবে চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান পুরু। একই সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দোষখীদের পূজের এক বালতিও যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হত, তবে সমস্ত দুনিয়াই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত (হা)।

আবু ইসা বলেন, আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানতে পেরেছি। তিনি একজন সমালোচিত রাবী।

২৫২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الرِّقْمِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَا فُسِدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشُهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ

২৫২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না” (সূরা আল ইমরান : ১০২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘যাক্কুমের’ একটি বিন্দুও যদি দুনিয়াতে পতিত হত তাহলে দুনিয়াবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেত। আর এটা যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে (না, ই, হা)!

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুবাদ : ৫

দোষখীদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা।

২৫২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا قُطَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدُلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَعْفِثُونَ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمَنُ وَلَا يُغْنِي مَنْ جُوعَ فَيَسْتَعْفِثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامِ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجْبِزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَعْفِثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمَ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ فَإِذَا دَنَّتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوْتٌ وَجُوهُهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونُهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا حَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) قَالَ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا مَالِكًا فَيَقُولُونَ (يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) قَالَ فَيُجِيبُهُمْ (أَنْتُمْ مَأْكُوثُونَ) قَالَ الْأَعْمَشُ نَبِئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ بَيْنَاهُمْ أَلْفُ عَامٍ قَالَ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ . رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) . قَالَ فَيُجِيبُهُمْ (أَخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ) قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْسَوْنَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزُّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ .

২৫২৪। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোষখীদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা অন্যান্য শাস্তির মতই ক্ষুধার যন্ত্রণায়ও নিপিড়িত হবে। তারা কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করবে এবং কাটায়ুক্ত গুলোর খাবার দিয়ে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে। এ খাবার না তাদেরকে মোটাতাজা করবে, না তাদের ক্ষুধা দূর করবে। তারা পুনরায় খাবারের জন্য ফরিয়াদ করবে। তাদের তখন এমন খাবার দেয়া হবে যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তারা তখন স্বরণ করবে দুনিয়াতে পানি পান করে গলায় আটকানো খাবার বের করার কথা। সুতরাং তারা পানীয়ের জন্য ফরিয়াদ জানাবে এবং তাদেরকে লোহার কাঁটায়ুক্ত গরম পানি দেয়া হবে। এটা তাদের মুখের কাছে নেয়ামাত্র তা তাদের মুখমণ্ডল পুড়ে ফেলবে এবং তা তাদের পেটে প্রবেশ করে নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবে। তখন তারা (পরম্পর) বলবে, দোষখের

তত্ত্বাবধায়ককে ডাকো। সে তাদের বলবে, “তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ এসেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক বলবে, তোমরা ডাকতে থাক কিন্তু কাফেরের ডাক নিষ্ফল” (সূরা মুমিন : ৫০)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারা বলাবলি করবে, তোমরা মালেককে (জাহান্নামের প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে) ডাকো। তারা বলবে, “হে মালেক! আপনার রব যেন আমাদের মৃত্যু ঘটান” (সূরা যুখরুফ : ৭৮)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাদের জবাব দেয়া হবে, “তোমরা এভাবেই থাকবে (মৃত্যু আসবে না)” (৪৩ : ৭৮)। আমাশ (র) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, তাদের এ আহ্বান ও মালেকের জবাবদানের মাঝখানে এক হাজার বছর অভিবাহিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর তারা (পরস্পর) বলবে, তোমাদের রবকে ডাকো, কেননা তোমাদের রবের চাইতে উত্তম আর কেউ নেই। তারা বলবে, “হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পরাজিত করেছে এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে এখন থেকে বের করে নিন। আমরা যদি পুনরায় এক্রুপ করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যালেম” (সূরা মুমিনুন : ১০৬, ১০৭)। তিনি বলেন, তাদের জবাব দেয়া হবে, “এখানেই তোরা লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক, আর কোন কথা বলবে না” (সূরা মুমিনুন : ১০৮)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন থেকে তারা সব ধরনের কল্যাণলাভ থেকে হতাশ হয়ে যাবে এবং এই ভয়ংকর অবস্থায় গর্দভের ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, রাবীগণ এ হাদীস মরফুরূপে বর্ণনা করেননি। আমাশ-শিম্র ইবনে আতিয়া-শাহর ইবনে হাওশাব-উম্মুদ দারদা (রা)-আবুদ দারদা (রা) সূত্রে হাদীসটি তার উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। মূলত এটি মরফূ হাদীস নয়। কুতবা ইবনে আবদুল আযীয হাদীসের ইশামগণের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী।

২৫২৫. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ عَنْ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (وَهُمْ فِيهَا كَالْحَوْنِ) قَالَ تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقْلَصُ شَفْتَهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي شَفْتَهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ .

২৫২৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তথায় তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়" (সূরা মুমিনুন : ১০৪) আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হবে, উপরের ঠোঁট কৃষ্ণিত হয়ে মাথার মাঝখানে এসে যাবে এবং নীচের ঠোঁট নাতীর সাথে আছাড় পড়বে (আ, হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আবুল হাইসামের নাম সুলাইমান ইবনে আমর ইবনে আবদুল উতওয়ারী। তিনি ইয়াতীম হিলাবে আবু সাঈদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

২৫২৬. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ عَيْشَى بِنِ هَالَلِ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رِصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمُجْمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيرَةٌ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَّغَتْ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَكَوْ أَنْهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السَّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرْتًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا .

২৫২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার খুলীর দিকে ইশারা করে বলেছেনঃ এটার অনুরূপ একটি সীসা যদি আসমান থেকে যমীনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে রাত হওয়ার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। অথচ এতদুভয়ের মাঝখানে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে। আর দোষখের জিজ্ঞীরের অগ্রভাগ থেকে সীসাটি নীচের দিকে নিক্ষেপ করা হলে তা চল্লিশ বছর ধরে রাত-দিন চলতে থাকবে, গর্তের শেষ সীমায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত (আ, বা)।

এ হাদীসের সনদ হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ৬

তোমাদের এই (দুনিয়ার) আশুন দোষখের আশুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

২৫২৭. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارَكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوَفِّدُونَ جُزْءٌ وَأَحَدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ

ان كَانَتْ لِكَافِيَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْهَافَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا
كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا .

২৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের এই যে আগুন যা তোমরা প্রজ্বলিত কর তা হল দোযখের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! দোযখীদের আযাবের জন্য এ আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন : এটাকে উনসত্তর গুণ বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতিটি অংশের উত্তাপ এর সমান হবে (বু, মু, মা, আ, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাম্মাম ইবনে মুনাঐব হলেম ওয়াহুব ইবনে মুনাঐব-এর ভাই। তার সূত্রে ওয়াহুবও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

একই বিষয়।

٢٥٢٨ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْهَا حَرُّهَا .

২৫২৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন (তাপ) দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রতিটি ভাগের উত্তাপ এরই সমান।

আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গরীব।

٢٥٢٩ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
بَكْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْقَدَ عَلَى النَّارِ أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى
أَحْمَرَتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى أَبْيَضَتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ
حَتَّى إِسْوَدَتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُّظْلِمَةٌ .

২৫২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোযখের আগুন এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা লাল বর্ণ ধারণ করে। পুনরায় এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা সাদা রং ধারণ করে। পুনরায় এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা কালো বর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর কালো বর্ণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে (মা, ই, বা)।

সুওয়াইদ ইবনে নাসর-আবদুল্লাহ-শরীক-আসেম-আবু সালেহ অথবা অপর কোন ব্যক্তি-আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা)-র মওকুফ রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। ইয়াহুইয়া ইবনে আবু বুকায়র-শরীক সূত্র ব্যতীত আর কেউ এটিকে মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ৪৮

দোযখের দু'টি নিঃশ্বাস রয়েছে এবং তৌহীদে বিশ্বাসীগণকে দোযখ থেকে বের করে আনা সম্পর্কে।

২৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلَيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ أَكُلُ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفْسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسًا فِي الصَّيْفِ فَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَرَمَاهُ رَبُّهَا وَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ .

২৫৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একদা দোযখ তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলে, আমার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং আল্লাহ তার জন্য দু'টি নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করেন। এর একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং অপরটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালের নিঃশ্বাসটি হল 'যামহারীর' (শৈত্যপ্রবাহ) এবং গ্রীষ্মেরটি হল সামুম (লু হাওয়া) (বু, মু)।

আবু দীসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণের মতে মুফাদ্দাল ইবনে সালেহ তেমন স্বরণশক্তি সম্পন্ন রাবী নন।

২৫৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ

وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعْبِيرَةً أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُرَّةً وَقَالَ شُعْبَةُ مَا يَزِنُ ذُرَّةً مُخَفَّفَةً .

২৫৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলবেন : (হিশামের বর্ণনায়) দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা (শোবার বর্ণনায়) বের করে আন যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলেছে, যদি তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানও থাকে। আর যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমানও থাকলে তাকেও দোযখ থেকে বের করে আন। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ (শোবার বর্ণনায় আছে, একটি হালকা জোয়ারদানা পরিমাণ) ঈমানও থাকলে তাকেও দোযখ থেকে বের করে আন (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٣٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ .

২৫৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মহান আল্লাহ বলবেন : যে ব্যক্তি কোন দিন আমাকে স্মরণ করেছে কিংবা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস (বা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٥٣٣ . حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيَقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ

قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدِ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ
 قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذَكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ
 نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ قَالَ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ
 أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَالِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২৫৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সবশেষে দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে, আমি তাকে জানি। সে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে (দোযখ থেকে) হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসবে। সে বলবে, হে প্রভু! মানুষেরা তো বেহেশতের স্থানসমূহ দখল করে নিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতের দিকে যাও এবং তাতে প্রবেশ কর। সে তখন বেহেশতে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যাবে এবং দেখতে পাবে যে, লোকেরা সমস্ত জায়গা দখল করে নিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! মানুষ তো সব জায়গা দখল করে নিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে বলা হবে, সেই সময়ের কথা মনে আছে যাতে তুমি ছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ মনে আছে। বলা হবে, তুমি আকাঙক্ষা কর। সে তখন আকাঙক্ষা পেশ করবে। বলা হবে, যা তুমি চেয়েছ তা দেয়া হল তদুপরি দুনিয়ার দশ গুণ দেয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ কথা শুনে সে বলবে, আপনি মালিক হয়ে আমার সাথে উপহাস করছেন? ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এ কথা বলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম, এমনকি তাঁর মুখের দাঁত প্রকাশিত হল (বু, যু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫৩৪. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُعْرُورِ ابْنِ
 سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَأَعْرِفُ
 أَهْلَ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ وَأَهْلَ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ يُؤْتَى
 بِرَجُلٍ فَيَقُولُ سَلُّوا عَنْ صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَأَخْبِنُوا كِبَارَهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا
 وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ

لَكَ مَكَانٌ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٌ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَقَدْ عَمَلْتُ أَشْيَاءَ مَا
 أَرَاهَا هَهُنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى
 بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২৫৩৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সবশেষে দোষখ থেকে বের হবে এবং সবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে আমি অবশ্যই তাকে চিনি। তাকে হাযির করা হলে মহান আল্লাহ বলবেন : তোমরা তাকে ছোটখাট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর এবং মারাত্মক গুনাহগুলো গোপন রাখ। তদনুযায়ী তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, অমুক অমুক দিন তুমি এই এই গুনাহ করেছ, অমুক অমুক দিন এই এই গুনাহ করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর তাকে বলা হবে, কিন্তু আজ তোমাকে প্রতিটি গুনাহর পরিবর্তে নেকী দেয়া হচ্ছে। সে বলবে, হে প্রভু! এগুলো ছাড়া আমি তো আরো অনেক গুনাহ করেছি; কিন্তু এখানে তো সেগুলো দেখছি না। রাবী বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর মুখের দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে যায় (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٣٥ . حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ
 التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ
 وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُّشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبِتُونَ
 كَمَا يَنْبِتُ الْعُثَاءُ فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .

২৫৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিছু সংখ্যক তাওহীদবাদী লোককেও দোষখে শাস্তি দেয়া হবে। এমনকি তারা তাতে পুড়তে পুড়তে কয়লাবৎ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহর রহমতে তাদেরকে দোষখ থেকে বের করা হবে এবং বেহেশতের দরজায় নিক্ষেপ করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশতীরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দিবে। ফলে তারা সজীব হয়ে যাবে যেরূপ বন্যার স্রোত চলে যাওয়ার পর মাটিতে উদ্ভিদ গজায়। অতঃপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি জাবির (রা) থেকে ভিন্ন সনদসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

২৫৩৬. حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .

২৫৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে সে এ আয়াত পাঠ করুক : “আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না” (সূরা নিসা : ৪০) (বু,ম)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫৩৭. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا رَشِيدٌ حَدَّثَنِي ابْنُ نُعْمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرِجُوهُمَا فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا قَالَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا قَالَ إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ .

২৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোযখে প্রবেশকারীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করেই

খুব জোরে চিৎকার করবে। মহান আল্লাহ বলবেন : এদের দু'জনকে বের করে আন। অতঃপর তাদের বের করে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করবেন : এত জোরে চিৎকার-করছিলে কেন? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি, যেন আপনি আমাদের প্রতি দয়া করেন। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের প্রতি দয়া করলাম। তবে তোমরা দোষখের যেখানে ছিলে সেখানে গিয়ে নিজেদের নিষ্কেপ কর। তারা সেদিকে যাবে। অতঃপর তাদের একজন নিজেকে দোষখে নিষ্কেপ করবে। তখন আল্লাহ তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দিবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবে কিন্তু নিজেকে দোষখে নিষ্কেপ করবে না। মহামহিম আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন : তোমার সাথীর মতো তুমি নিজেকে দোষখে ফেললে না কেন? সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি আশা করি আপনি আমাকে দোষখ থেকে বের করে আনার পর পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দিবেন না। মহান আল্লাহ বলবেন : তোমার আশা পূর্ণ হোক! অতঃপর আল্লাহর রহমতে তারা দু'জনই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ। কারণ এটি রিশদীন ইবনে সাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাদীসবেত্তাদের মতে দুর্বল রাবী। এ হাদীসের অপর রাবী ইবনে আনউম আল-ইফরীকী ও হাদীসবেত্তাদের মতে দুর্বল।

২৫২৮. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِيهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا .

২৫৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি দোষখের ন্যায় এমন কিছু দেখিনি যা থেকে আত্মরক্ষাকারীগণ ঘুমে অচেতন এবং বেহেশতের ন্যায় এমন কিছুও দেখিনি যার অন্বেষণকারীগণও ঘুমে অচেতন।

আমরা এ হাদীসটি কেবল ইয়াহইয়া ইবনে উবায়দুল্লাহর সূত্রে জানতে পেরেছি। তিনি মুহাদ্দিসগণের মতে যঈফ। শোবা তার সমালোচনা করেছেন।

২৫৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشِقَاعَتِي يُسْمُونَ جَهَنَّمِيُونَ .

২৫৩৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের একটি দল আমার সুপারিশে দোযখ থেকে নাজাত পাবে। তাদের নাম হবে জাহান্নামী (বু, দা, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু রাজা আল-উতারিদীর নাম ইমরান ইবনে তায়ম, মতান্তরে ইবনে মালহান।

অনুচ্ছেদ : ৯

দোযখীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

২৫৪০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرَاهِيمَ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعَطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

২৫৪০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (মিরাজের রাতে) আমি বেহেশতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র এবং দোযখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীলোক।

২৫৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّقْفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفُ هُوَ ابْنُ أَبِي جُمَيْلَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعَطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ .

২৫৪১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (মিরাজের রাতে) আমি দোযখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই স্ত্রীলোক এবং বেহেশতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই গরীব (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু রাজা (র)-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) সূত্রে আওফ (র) এবং আবু রাজা (র)-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেও আওফ (র) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এই উভয় হাদীস সম্পর্কে কোন বিতর্ক

নেই। উভয় সাহাবীর নিকট তার হাদীস শবণের বিষয়টি অসম্ভাব্য নয়। আবু রাজা-ইমরান (রা) সূত্রে আওফ (র) ব্যতীত অন্যরাও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১০

দোযখে সর্বাধিক লঘু শাস্তি ভোগকারীর অবস্থা।

২৫৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْوَانَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

২৫৪২। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দোযখীদের মধ্যে সবচাইতে লঘু শাস্তি যাকে দেয়া হবে তার পায়ের তালুর নীচে দু'টি জ্বলন্ত অংগার রাখা হবে। তাতে তার মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১১

(বেহেশত ও দোযখের অধিবাসী)।

২৫৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتَلٍ جَوَاطِمٍ مُتَكَبِّرٍ .

২৫৪৩। হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব আল-খুজাঈ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, বেহেশতী কারা হবে? তারা বেহেশতী হবে যারা দুর্বল, অসহায় এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহর নামে (কোন বিষয়ে) শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পুরা করেন। আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, দোযখী কারা হবে? প্রত্যেক অবাধ্য, আহম্বক ও অহংকারী দোযখে যাবে (আ, বু, মু, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

أَبْوَابُ الْإِيمَانِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ঈমান)

অনুচ্ছেদ : ১

২৫৪৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا (عَصَمُوا) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

২৫৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই”—এর স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা এটা বললে (একত্ববাদে ঈমান আনলে) তাদের রক্ত (জান) ও মাল আমার থেকে নিরাপদ হবে। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ অপরাধ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে)। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৫৪৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزُّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ الزُّكَاةَ حَقُّ السَّالِ وَاللَّهُ

لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ
اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

২৫৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর যখন আবু বাকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন, তখন আরবের কিছু লোক কাফের হয়ে যায়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু বাকর (রা)-কে বলেন, আপনি এদের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্রধারণ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “মানুষ যাবৎ না আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই” এ কথার স্বীকৃতি দিবে তাবৎ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যে বলল, “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই” সে আমার থেকে তার মাল ও রক্ত (জীবন) নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা। আর তাদের প্রকৃত হিসাব-নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে। আবু বাকর (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবই। কেননা যাকাত হল সম্পদের হক। কেউ যদি উটের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, আল্লাহর কসম! আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ যেন যুদ্ধের জন্য আবু বাকরের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শুআইব ইবনে আবু হামযা (র) যুহুরী-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমরান আল-কাত্তান এ হাদীস মামার-যুহুরী-আনাস (রা)-আবু বাকর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতটি ভুল। মামার থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে ইমরানের ব্যাপারে বিরোধিতা করা হয়েছে।

অনুবাদ : ২ .

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যাবৎ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং নামায কয়েম করবে।

٢٥٤٦ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا
حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمْرُ أَنْ أُقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَأَنْ يُسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا
فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ
وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

২৫৪৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের কেবলমুখী হয়ে নামায পড়বে, আমাদের জবাই করা পশুর গোশত খাবে এবং আমাদের মত নামায আদায় করবে। তারা এগুলো করলে তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র। মুসলমানদের যেসব সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য তারাও সেগুলো পাবে এবং মুসলমানদের উপর যেসব দায়দায়িত্ব বর্তাবে তা তাদের উপরও বর্তাবে (বু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনে জাবাল ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াহুইয়া (র) হুমাইদ-আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২৫৪৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْحَمْسِ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ .

২৫৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত : (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, (২) নামায কয়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযানের রোযা রাখা ও (৫) বায়তুল্লাহর হজ্জ করা (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা) থেকে অন্যভাবেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। সুআইর ইবনুল খিমস হাদীস বিশারদগণের মতে সিকাহ রাবী। আবু কুরাইব-ওয়াকী-হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান আল-জুমাহী-ইকরিমা ইবনে খালিদ আল-মাখযুমী-ইবনে উমার (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ (বু, মু)।

অনুচ্ছেদ : ৪

জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান।

২৫৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبِثِ الْخَزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ مَعْبُدٌ الْجَهَنِيُّ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَقَلْنَا لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحَدَثَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالَ فَلَقِينَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَاسْتَنْفَتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكُلُّ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَّقُرُونَ الْعِلْمَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَكَ قَدْرًا وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفُ قَالَ فَإِذَا لَقَيْتَ أَوْلِيكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيٌّ وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ وَالَّذِي يَخْلَفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ اتَّفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضَ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادَ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ

يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَأَلْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْقَدْرَ خَيْرِهِ وَشِرَّهُ قَالَ فَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَوَّمَ
 رَمَضَانَ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ
 تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ بِسَأَلِهِ
 وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ
 فَمَا أَمَارَتُهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ أَعْلَاءَ أَصْحَابِ
 الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ فَقَالَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ
 يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ (أَمْرٍ) دِينِكُمْ .

২৫৪৮। ইয়াহুইয়া ইবনে ইয়ামুর (র) বলেন, সর্বপ্রথম মাবাদ আল-জুহানীই তাকদীর মতবাদ সম্পর্কে কথা বলেন। একদা আমি ও হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিময়ারী মদীনায়ে আসলাম এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, আমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতাম, তাহলে এসব লোকেরা যে নতুন কথা বের করেছে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতাম। আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি ও আমার সাথী গিয়ে তার পাশে পাশে চললাম। আমি ভাবলাম আমার সংগী আমার উপরই কথা বলার ভার অর্পণ করবেন। তাই আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! কিছু লোক কুরআন পাঠ করে, জ্ঞানও অন্বেষণ করে, কিন্তু তাদের ধারণায় তাকদীর বলতে কিছু নেই, যা কিছু হচ্ছে তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। ইবনে উমার (রা) বলেন, তাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হলে বলবে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তারাও আমার থেকে পৃথক। অতঃপর ইবনে উমার (রা) আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, তাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান-খয়রাত করে তবে তা গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনবে। অতঃপর তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে পোশাক পরিহিত এবং কালো কুচকুচে চুলধারী এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সফরের কোন আলামতও ছিল না এবং আমাদের কেউই তাকে চিনতে পারল না। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর হাঁটুদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে বসে গেলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি? তিনি বলেন: ঈমান হল-তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুলে, কিতাবসমূহে, রাসূলগণে, পরকালে এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনবে। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কি? তিনি বলেন: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, নামায কয়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, ইহসান কি? তিনি বলেন: তুমি (এমনভাবে) আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। যদি তুমি না দেখ তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখেন। রাবী বলেন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই তিনি বলতেন, আপনি সত্যই বলেছেন। তার এ আচরণে আমরা অবাক হলাম যে, তিনিই জিজ্ঞেস করছেন আবার তিনিই তা সমর্থন করছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি এবার বলেন: এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে বেশী কিছু জানে না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এর নিদর্শনগুলো কি কি? তিনি বলেন: যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং নগ্ন পদ, নগ্নদেহ ও অভাবী মেঘপালক রাখালগণকে প্রকাণ্ড দালান-কেষ্ঠার প্রতিযোগিতায় গর্ব করতে দেখবে। উমার (রা) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর আমার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করেন: হে উমার! তুমি কি জান, ঐ প্রশ্নকারী কে ছিলেন? তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ), তোমাদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন শিখানোর জন্য এসেছিলেন (ম)।

আহম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ-ইবনুল মুবারক-কাহ্মাস ইবনুল হাসান (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুআয ইবনে হিশাম-কাহ্মাস (র) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে তালহা ইবনে

১. সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণনায় আছে: পর মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান এই প্রশ্নকারী কে? এ সময় উমার (রা) উপস্থিত ছিলেন না। তিন দিন পর তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি তাকে একই প্রশ্ন করেন। অপর বর্ণনায় আছে: “আগন্তুক উঠে চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে ফেরত ডেকে নিয়ে আস। তারা তার খোঁজে গিয়ে কিছুই না দেখতে পেয়ে ফিরে আসেন। হয়ত উমার (রা) আর ফিরে আসেননি (সম্পাদক)।

উবাইদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত হলেও সঠিক সনদসূত্র হল ইবনে উমার-উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অনুচ্ছেদ ৪৫

ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সাথে ফরয কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট।

২৫৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوهُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَّعْنَا فَقَالَ أَمْرُكُمْ بَارِعَ الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا حُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ .

২৫৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, আমরা রবীআ গোত্রের লোক। হারাম মাসগুলো ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের এমন কতগুলো বিষয়ের আদেশ করুন, যা আমরা ধারণ করতে পারি এবং আমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকেও সেগুলোর দাওয়াত দিতে পারি। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন, অতঃপর এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন : এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল, নামায কায়ম করা, যাকাত প্রদান করা এবং গানীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে) প্রদান করা (বু, মু, দা, না)।

কুতাইবা-হান্নাদ ইবনে যায়েদ-আবু হামযা-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু হামযা আদ-দুবাইর নাম নাসর ইবনে ইমরান। অধিকন্তু শোবা (র) আবু হামযার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এভাবে আছে, তোমরা কি অবগত আছ যে, ঈমান কি ? এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল.... অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলেন, আমি

নিম্নবর্ণিত চারজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহর অনুরূপ আর কাউকে দেখিনি : মালেক ইবনে আনাস, আল-লাইস ইবনে সাদ, আব্বাদ ইবনে আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী ও আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস-সাকাফী (র)। কুতাইবা আরো বলেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আব্বাদ ইবনে আব্বাদের নিকট থেকে আমরা প্রতি দিন দু'টি করে হাদীস সংগ্রহ করে ফিরব। তিনি হলেন আল-মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরার বংশধর।

অনুচ্ছেদ : ৬

ঈমানের পূর্ণতা ও হ্রাসবৃদ্ধি।

২৫৫০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهُمْ بِأَهْلِهِ .

২৫৫০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার চরিত্র ভালো এবং যে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে দয়র্দ্র ব্যবহার করে সে-ই ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মুমিন (হা)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু কিলাবা (র) আইশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই। অবশ্য তিনি আইশা (রা)-র দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ-আইশা (রা) সূত্রে অন্যান্য হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবু কিলাবার নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-জারমী। ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আইউব আস-সিখতিয়ানী (র) আবু কিলাবার আলোচনা প্রসংগে বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত।

২৫৫১. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَرْثَمُ بْنُ مِسْعَرٍ الْأَزْدِيُّ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعظَهُمْ . ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْني وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَةَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَوَدَيْنِ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ

مَنْهِنَّ وَمَا نَأَقَصَاتُ عَقْلَهَا وَدَيْنَهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِثْلُكُمْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ
وَنَقْصَانُ دَيْنِكُنَّ الْحَيْضَةُ فَتَمَكَّتْ أَحْدَاكُنَّ الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُ لَا تُصَلِّيٰ .

২৫৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনতার উদ্দেশ্যে নসীহতপূর্ণ ভাষণ দেন এবং বলেন : হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশী পরিমাণে দান-খয়রাত কর। কেননা দোযখে তোমাদের সংখ্যাই বেশী হবে। তাদের মধ্যকার এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কেন? তিনি বলেন : তোমাদের মাঝে অভিশাপ দানের প্রবণতার আধিক্যের কারণে অর্থাৎ তোমাদের স্বামীদের অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে। তিনি আরো বলেন : আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। জনৈক স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল, তার বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে কমতি হল কি করে? তিনি বলেন : তোমাদের দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটা হল বুদ্ধির স্বল্পতা। আর তোমাদের হায়েয (ঋতুস্রাব) হলে তিন-চার দিন তোমরা নামায পড় না। এটা হল দীনের স্বল্পতা (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَذَى
عَنِ الطَّرِيقِ وَارْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

২৫৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের দরজা (স্তর) হল সত্তরের অধিক। তার সাধারণতম স্তর হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং সর্বোচ্চ স্তর হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা (বু, মু, দা, না, মা, আ)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুহাইল ইবনে আবু সালাহ (র) আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-আবু সালাহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উমারা ইবনে গায়িয়া (র) এ হাদীসটি আবু সালাহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে : “ঈমানের চৌষট্টিটি দরজা (স্তর)

আছে”। কুতাইবা-বাকর ইবনে মুদার-উমারা ইবনে গাযিয়া-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪ ৭

লজ্জা ও সম্বমবোধ ঈমানের অঙ্গ।

২৫৫৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ .

২৫৫৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লজ্জা ও সম্বমবোধ ঈমানের অঙ্গ। আহমাদ ইবনে মানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনলেন’ (বু, মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ৪ ৮

নামাযের মাহাত্ম্য।

২৫৫৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الصُّنْعَانِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَأَنْهُ لَيْسِيرٌ عَلَيَّ مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ

الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصُّومُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تَطْفِئُ
الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا
(تَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّىٰ بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرُكَ
بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذُرُوءَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ
الْأَمْرِ الْأِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرُوءُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرُكَ
بِمَلَاكَ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَآخِذْ بِلِسَانِهِ وَقَالَ كُفُّ
عَلَيْكَ هَذَا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَأَنَا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ تُكَلِّتُكَ
أُمَّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ
إِلَّا حَصَانِدُ السَّنَنِهِمْ .

২৫৫৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একদিন চলতে চলতে আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ कराবে এবং দোষখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি বলেন : তুমি তো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে এ ব্যাপারটা সেই ব্যক্তির জন্য খুবই সহজ যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, নামায কয়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। তিনি আরো বলেন : আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দিব না ? রোযা হল ঢালস্বরূপ, দান-খয়রাত গুনাহসমূহ বিলিন করে দেয় যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয় এবং ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন :

تَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ .

“তাদের দেহপাশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা তাদের রবকে ডাকে আশায় ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ” (সূরা সাজদা : ১৬)।

তিনি পুনরায় বলেন : আমি কি তোমাকে সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে বলে দিব না? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলান্নাহ! তিনি বলেন : সমস্ত কাজের মূল হল ইসলাম, স্তম্ভ হল নামায এবং সর্বোচ্চ শিখর হল জিহাদ। তিনি আরো বলেন : আমি কি তোমাকে এইসব কিছুর কাণ্ডমূল সম্পর্কে বলব না? আমি বললাম, হাঁ, হে আন্নাহর রাসূল! তিনি তাঁর জিহবা ধরে বলেন : এটা সংযত রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আন্নাহর নবী! আমরা যে কথাবর্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা (জবাবদিহি) হবে? তিনি বলেন : হে মুআয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! একমাত্র জিহবার উপার্জনের কারণেই মানুষকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে (আ, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫৫৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (أَنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ) الْآيَةَ .

২৫৫৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাউকে মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত দেখলে তাকে ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দিও। কেননা মহান আন্নাহর বলেন : “আন্নাহর মসজিদসমূহের তো তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করে, যারা আন্নাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে” (সূরা তওবা : ১৮) (ই, দার, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ : ৯

নামায ত্যাগের পরিণতি।

২৫৫৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

২৫৫৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।

২৫৫৭. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ بَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ .

২৫৫৭। আমাশ (র) থেকেও উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বান্দা ও শিরকের মধ্যে অথবা বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা (আ, মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু সুফিয়ানের নাম তালহা, পিতা নাফে।

২৫৫৮. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ .

২৫৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (মুমিন) বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু যুবাইরের নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে তাদরুস।

২৫৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِيِّ بْنِ وَقْدِحٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالََا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِيِّ بْنِ وَقْدِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيِّ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالََا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الشَّقِيقِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِيِّ بْنِ وَقْدِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

২৫৫৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের মধ্যে ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে (যুক্তির) যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, সে কুফরী কাজ করে (আ, না, ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কুতাইবা-বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল-আল-জারীরী-আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী কাজ বলে মনে করতেন না।

অনুচ্ছেদ : ১০

ঈমানের স্বাদ লাভকারী ব্যক্তি।

২৫৬০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرَيْثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

২৫৬০। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সন্তোষে মেনে নিয়েছে (আ, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫৬১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَهْنُ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يُعْوَدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

২৫৬১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অন্য সব কিছুর চাইতে প্রিয়তর; (২) যে আল্লাহর ওয়াস্তে কোন লোককে ভালোবাসে এবং (৩) আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে (ঈমানের মাধ্যমে) কুফরী থেকে মুক্তিদানের পর সে পুনরায়

তাতে ফিরে যেতে এতটা ঘৃণা করে যতটা অপছন্দ করে আগুনে নিষ্কিণ্ড হতে (আ, বু, মু, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কাতাদা এ হাদীস আনাস ইবনে মালেক (রা)-
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

কোন ব্যক্তি যেনায় লিগু থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না।

۲۵۶۲. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ .

২৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেনাকারী যেনায় লিগু থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না, চোর চুরি করাকালে মুমিন থাকে না। তবে তওবা করার সুযোগ আছে (বু, মু, আ, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকন্তু আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْأَيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْأَيْمَانُ .

“বান্দা যখন যেনা করে, তখন ঈমান তার থেকে বেরিয়ে যায় এবং ছায়ার মত তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর সে যখন এই দুর্কর্ম থেকে সরে আসে তখন ঈমানও তার মাঝে ফিরে আসে”।

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “এসব অবস্থায় অপরাধী ব্যক্তি ঈমানের স্তর থেকে বেরিয়ে ইসলামের স্তরে নেমে আসে”। অপর এক সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি যেনা ও চুরি সম্পর্কে বলেন :

مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ذَنْبِهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ شَاءَ عَفَّرَ لَهُ .

“যে ব্যক্তি যেনা ও চুরির অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার উপর হদ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করা হয়েছে, তাতে তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে। আর কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে এবং আল্লাহ তা গোপন রাখলে এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন”।

তাছাড়া এ হাদীসটি আলী ইবনে আবু তালিব, উবাদা ইবনুস সামিত ও খুযাইমা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

٢٥٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَأَسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعَجَلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُنْشَى عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ قَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْئٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ .

২৫৬৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি হদ্বযোগ্য অপরাধ করলে এবং দুনিয়াতেই তার উপর হদ্ব কার্যকর হলে আল্লাহ তার বান্দাকে পরকালে পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই ন্যায়বিচারক। আর কোন ব্যক্তি হদ্বযোগ্য অপরাধ করলে, আল্লাহ তার অপরাধ গোপন রাখলে এবং ক্ষমা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করার পর পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই অধিক দয়াপরবশ (ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। বিশেষজ্ঞ আলেমগণও এ মতই পোষণ করেন। তাদের কেউ যেনা, চুরি, ইত্যাদি অপরাধের দরুন তাকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নাই।

অনুচ্ছেদ ৪ ১২

যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুমিন।

২৫৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَيُرَوَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

২৫৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান। আর যার থেকে মানুষের জ্ঞান ও মাল নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুমিন। অপর বর্ণনায় আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম ? তিনি বলেন : যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫৬৫. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

২৫৬৫। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম ? তিনি বলেন : যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ এবং আবু মুসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবু মুসা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই অপরিচিত হবে।

২৫৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

২৫৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং যে অবস্থায় তার সূচনা হয়েছিল আবার সেই অবস্থায় সে ফিরে আসবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ (ই)।

আবু ইসা বলেন, ইবনে মাসউদ (রা)-এর রিওয়াযাত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, ইবনে উমার, জাবির, আনাস ও ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা হাফস ইবনে গিয়াস-আমাশ সূত্রেই কেবল এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবুল আহওয়াসের নাম আওফ ইবনে মালেক ইবনে নাদলা আল-জুশামী। হাফস এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৫৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ بْنِ زَيْدِ ابْنِ مِلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيَارْزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَارَزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقَلِ الْأَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَتَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي .

২৫৬৭। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ ইবনে যয়েদ ইবনে মিলহা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাপ যেভাবে (সংকুচিত হয়ে) তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ দীন ইসলামও একদা সংকুচিত হয়ে হিজাযে ফিরে আসবে। পাহাড়ী বকরী যেভাবে পাহাড় শৃঙ্গে আশ্রয় নেয়, দীন ইসলামও তদ্রূপ হিজাযে আশ্রয় নিবে। দীন ইসলাম তো অপরিচিত অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল এবং

অচিরেই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা আমার সুনাত বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর তা পুনরুজ্জীবিত করে। ২

এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ১৪

মোনাফিকের আলামত।

২৫৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ .

২৫৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মোনাফিকের আলামত তিনটি। সে (১) কথা বললে মিথ্যা বলে; (২) ওয়াদা করলে তা ভংগ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে (বু, যু, ই)।

এ হাদীসটি হাসান এবং আল-আলার রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) স্মেঞ্চে ভিন্ন সূত্রেও এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে। আলী ইবনে হজর-ইসমাঈল ইবনে জাফর-আবু সুহাইল ইবনে মালেক-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সুহাইল হলেন মালেক ইবনে আনাস (র)-এর চাচা, তার নাম নাফে, পিতা মালেক ইবনে আবু আমের আল-খাওলানী আল-আসবাহী।

২৫৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ

২. হাদীসদ্বয়ের মর্ম এই যে, মক্কা-মদীনা থেকে যখন দীন ইসলামের সূচনা হয় তখন তা এক অপরিচিত আগন্তুক মতই ছিল এবং তার সাহায্যকারী ও অনুসারীর সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। শেষ যমানায়ও ইসলামের অবস্থা তদ্রূপ হবে এবং তা মক্কা-মদীনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তখন যারা দীন ইসলামকে আকড়ে ধরবে এবং তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করবে তাদের জন্যই রয়েছে মহা-সুসংবাদ (সম্পাদক)।

حَصْلَةٌ مِّنْهُمْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعُوهَا مَنَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا
وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ .

২৫৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার মধ্যে চারটি অভ্যাস বিদ্যমান সে মোনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মোনাফিকীর একটি স্বভাব আছে। সে কথা বললে মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে তা ভংগ করে; ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং চুক্তি করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, (আ, বু, মু, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কার্যকলাপে মোনাফিকী, এখনো যা বিদ্যমান আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল ইসলামকে অস্বীকার করার মোনাফিকী। হাসান বসরী (র) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-আমাশ-আবদুল্লাহ ইবনে মুররা (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান ও সহীহ।

২৫৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَتَوَرَّى أَنْ يَفِيَّ
بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

২৫৭০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি কোন ওয়াদা করে এবং তা পূরা করার নিয়াত করে; কিন্তু কোন কারণে তা পূরা করতে না পারে, তাহলে এজন্য তার কোন গুনাহ হবে না (দা)।

এ হাদীসটি গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১৫

মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী (পাপ)।

২৫৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزْزِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورِ الرَّاسِطِيِّ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ
كُفْرٌ وَسَبَابُهُ فُسُوقٌ .

২৫৭১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী এবং তাকে গালি দেয় ফাসেকী।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

٢٥٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي وَأَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

২৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা বা তাকে হত্যা করা কুফরী (আ, ই, না, বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৬

কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কুফরীর অপবাদ দিলে।

٢٥٧٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَرَزَقِيُّ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتُرَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضُّعَاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَنِ الْمُؤْمِنِ كِفَاتِلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَدَبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৫৭৩। সাবিত ইবনুদ দাহ্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন বাপ্পার যে জিনিসের মালিকানা নেই সে সেই জিনিসের মান্নত করলে তা পূর্ণ করা তার উপর বর্তায় না। মুমিনকে অভিশাপকারী তাকে হত্যাকারীর অনুরূপ। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেয়, সেও তার

হত্যাকারীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি যে জিনিসের সাহায্যে আত্মহত্যা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেই জিনিস দ্বারাই শাস্তি দিবেন (আ, ই, না, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু যার ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২০৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ جَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا .

২৫৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কেউ তার ভাইকে কাফের বললে তা এ দু'জনের যে কোন একজনের উপর বর্তায় (আ, বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৭

“আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই” এই সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়।

২০৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلًا لِمَ تَبْكِي قَوْلَ اللَّهِ لَنْ اسْتَشْهَدْتُ لِأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَنْ شَفَعْتُ لِأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَنْ اسْتَطَعْتُ لِأَتَفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ أَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَأَحَدْتُكُمْ بِهِ الْيَوْمَ وَقَدْ أَحْبَبْتُ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

২৫৭৫। আস-সুনাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন অস্তিম অবস্থায় ছিলেন। আমি (তাকে এ অবস্থায় দেখে) কেঁদে ফেললাম। তিনি বলেন, থামো, কাঁদছ কেন? আল্লাহর শপথ! যদি আমার সাক্ষ্য চাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই আমি তোমার (ঈমানের) পক্ষে সাক্ষ্য দিব, যদি আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয় তবে আমি অবশ্যই তোমার জন্য সুপারিশ করব; আর আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি

অবশ্যই তোমার উপকার করব। তিনি পুনরায় বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকর যেসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি তার সবই তোমাদেরকে বলেছি। শুধু একটি কথা বলা বাকি আছে, যা আমি আজ তোমাদেরকে এমন অবস্থায় বলছি যে, সৃত্ত্ব আমাকে বেঁটন করে ফেলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার উপর দোযখ হারাম করে দিবেন (যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর, উমার, উসমান, তালহা, জাবির, ইবনে উমার ও যয়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যুহরী থেকে বর্ণিত যে, তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ .

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই বলবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে”-এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ফরযসমূহ, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিধান পুরাপুরি নাযিল হয়নি, তখন হাদীসের এ অর্থ প্রযোজ্য ছিল। কতক আলেমের মতে এ হাদীসের অর্থ এই যে, তাওহীদপন্থীরা বেহেশতে যাবেই, যদিও তাদের শুনাহর কারণে কিছু দিন দোযখে শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু চিরদিন তারা দোযখে থাকবে না। অধিকন্তু ইবনে মাসউদ, আবুযার, ইমরান ইবনে হুসাইন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, তাওহীদপন্থীরা দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ তাবিঈগণ-

رَمَّا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ .

“কখনো কখনো কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলমান হত” (সূরা হিজর ৪ : ২) আয়াতের তাফসীরে বলেন, যখন তাওহীদপন্থীদের দোযখ থেকে বের করা হবে এবং বেহেশতে ঢুকানো হবে তখন কাফেররা আফসোস করে বলবে যে, তারাও যদি মুসলমান হত।

٢٥٧٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يُحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِرِيِّ ثُمَّ الْحَبْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

اللَّهُ بَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 اللَّهُ سَيَخْلَصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَشَّرُ
 عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ مِثْلُ الْبَصْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنَكِّرُ مِنْ هَذَا
 شَيْئًا أَظْلَمَكَ كَتَبْتِي الْحَافِظُونَ يَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَاكَ عُدْرٌ فَيَقُولُ لَا
 يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظَلَمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ
 بِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ
 أَحْضِرْ وَرَزَنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا
 تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السَّجَلَاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السَّجَلَاتُ
 وَثَقَلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئٌ .

২৫৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এগুলো থেকে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে পরোয়ারদিগার! তিনি আবার জিজ্ঞেস করবেন : তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার রব! তিনি বলবেন : আমার কাছে তোমার একটি সওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ক্ষুদ্র একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে : “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”। তিনি তাকে বলবেন : দাড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন : তোমার উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি এক পাল্লায় রাখা হবে। ওয়নে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের

টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহর নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না (ই, বা, হা)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কুতাইবা-ইবনে লাহীআ-আমের ইবনে ইয়াহুইয়া (র) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 'বিতাকা' অর্থ টুকরা বা খণ্ড।

অনুচ্ছেদ : ১৮

এই উদ্ঘাতের অনৈক্য।

২৫৭৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً .

২৫৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহুদীরা একাত্তর অথবা বাহাত্তর ফেরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল এবং খৃষ্টানরাও অনুরূপ সংখ্যক ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উদ্ঘাত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফেরকায় (দা, না, ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৫৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَابَتَيْنِ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنْ بَنَى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتِ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

২৫৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থায় সনুখীন হবে, যে রূপ একজোড়া জুতার একটি আরেকটির অনুরূপ হয়ে থাকে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে যেনা করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। কেবলমাত্র একটি দল ছাড়া তাদের সবাই দোষখী হবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দল? তিনি বলেন : আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (হা)।

এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সব্যাখ্যায়িত (মুফাসসার)। এই সনদসূত্র ব্যতীত উপরোক্ত প্রকৃতির কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

২৫৭৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّيَلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ .

২৫৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ তাঁর মাখলুকাত অঙ্ককারে সৃজন করেছেন। অতঃপর তিনি এদের উপর তাঁর নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং যার উপর সেই নূরের আলোকপ্রভা পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যার উপর পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি : আল্লাহর জ্ঞানে কলম (তাকদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে (আ, হা)।

এ হাদীসটি হাসান।

২৫৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

فَإِنْ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .

২৫৮০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কি হক (অধিকার) রয়েছে ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন : তাদের উপর তাঁর হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : তারা এগুলো করলে আল্লাহর উপর তাদের কি হক (অধিকার) রয়েছে তা তুমি কি জান ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন : আল্লাহর উপর তাদের হক এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না (বু, মু, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ وَالْأَعْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوا زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمْ .

২৫৮১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে এই সুসংবাদ দেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কিছু শরীক না করে মারা যাবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে যদি যেনা করে থাকে, সে যদি চুরি করে থাকে ? তিনি বলেন : হাঁ (তবুও সে বেহেশতে যাবে) (বু, মু)।

আবু ঙ্গসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(জ্ঞান)

অনুচ্ছেদ : ১

আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।

২৫৪২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

২৫৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উমার, আবু হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২

জ্ঞান সন্ধানের ফযীলাত।

২৫৪৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

২৫৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ ধরে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন (মু)।

। এ হাদীসটি হাসান।

২৫৪৪. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ .

২৫৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বের হলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় অবস্থানরত থাকে (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন রাবী এ হাদীস মরফু'রূপে বর্ণনা করেননি।

٢٥٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَعْلَى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى .

২৫৮৫। সাখবারা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, এটা তার জন্য তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায় (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে যঈফ। রাবী আবু দাউদের নাম নুফাই আল-আমা এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবদুল্লাহ ইবনে সাখরাবা ও তার পিতা সাখরাবা (রা)-র হাদীস রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের অধিক কিছু জানা নাই।

অনুচ্ছেদ : ৩

ইল্ম (জ্ঞান) গোপন করা।

٢٥٨٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ بْنُ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ .

২৫৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জ্ঞাত ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে (আ,দা,না,হা)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

জ্ঞান অন্বেষণকারীর সাথে সত্ব্যবহার করা এবং তাদের সদুপদেশ দেয়া।

২৫৮৭. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ فَيَقُولُ مَرَحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعُوا وَإِنْ رَجَلًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا اتَّوَكَّمْتُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا .

২৫৮৭। আবু হারুন আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র কাছে (জ্ঞান লাভের জন্য) আসলে তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে “মারহাবা, স্বাগতম!” কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (আমার পরে) মানুষ তো তোমাদের অনুসারী হবে। দিগদিগন্ত থেকে মানুষ ধর্মের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসবে। তারা তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে (আমার) উপদেশ গ্রহণ কর।

আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, শোবা (র) আবু হারুন আবদীকে যঈফ বলতেন, কিন্তু ইবনে আওন আমৃত্যু তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হারুনের নাম উমারা ইবনে জুয়াইন।

২৫৮৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيكُمْ رَجُلٌ مِّنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا رَأَى قَالَ مَرَحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৫৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রাচ্যের দিক থেকে বহু লোক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসবে। তারা তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের কল্যাণ কামনায় (আমার) সদুপদেশ গ্রহণ কর। তিনি (হারুন) বলেন, আবু সাঈদ (রা)

আমাদের দেখলে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে স্বাগতম (ই)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হারুন আবদী-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত এই সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নাই।

অনুচ্ছেদ : ৫

জ্ঞান উঠে যাওয়া সম্পর্কে।

২৫৮৯. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَاسْتَلُّوا فَافْتَوُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

২৫৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (শেষ যমানায়) আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে এক টানে ইলম উঠিয়ে নিবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনি যখন কোন আলেমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতাক্রমে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, আর তারা ইলম ছাড়াই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে (আ, ই, বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যুহরী (র) এ হাদীস উরওয়া-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং উরওয়া-আইশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَشَخَّصَ بَبَصَرِهِ إِلَى السَّعَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَّانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زَيْدٌ ابْنُ لَيْبِدٍ الْأَنْصَارِيُّ كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللَّهِ لِنُفَرِّقُهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاؤَنَا فَقَالَ ثَكَلْتِكَ أُمَّكَ يَا زَيْدٌ إِنْ كُنْتُ لَأَعِدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَةُ وَالْأَنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَادَا تُغْنِي عَنْهُمْ قَالَ جَبِيرٌ فَلَقِيتُ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالذِّئْبِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثُكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ يَوْشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا .

২৫৯০। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে তাকালেন, অতঃপর বলেন : এই সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোন সামর্থ্যই থাকবে না। যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা) বলেন, ইলম কি করে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন পাঠ করি? আল্লাহর কসম! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরও তা শিখাচ্ছি। তিনি বলেন : হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! এই তো ইহুদী-নাসারাদের কাছে তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কি কাজে লেগেছে? জুবাইর (রা) বলেন, অতঃপর আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনার ভাই আবুদ দারদা (রা) কি বলেছেন তা আপনি গুণতে পাননি? আবুদ দারদা (রা) যা বলেছেন, তা আমি তার কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন, আবুদ দারদা (রা) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। সর্বপ্রথম ইলমের যে বস্তুটি মানুষের কাছ থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে তা হল বিনয়। অচিরেই তুমি কোন জামে মসজিদে প্রবেশ করে হয়ত দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাদীসবেস্তাগণের মতে মুআবিয়া ইবনে সালেহ নির্ভরযোগ্য রাবী। ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান

ব্যতীত অপর কেউ তার সমালোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুআবিয়া ইবনে সালাহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাদের কতকে এই হাদীস আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর ইবনে নুফাইর-তার পিতা-আওফ ইবনে মালেক (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে পার্শ্ব স্বার্থ অব্বেষণ করে।

২৫৯১. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ .

২৫৯১। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বাহাস করা অথবা জাহেল-মুর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইসহাক ইবনে ইয়াহুয়া ইবনে তালহা হাদীস বিশারদগণের মতে তেমন শক্তিশালী রাবী নন। তার স্মরণশক্তি সমালোচিত।

২৫৯২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهُنَائِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيهِ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে অথবা এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু লাভের ইচ্ছা করে সে যেন তার বাসস্থান দোযখে নির্দিষ্ট করে নেয় (ই)।

অনুচ্ছেদ ৪ ৭

শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া।

২৫৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَالدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَنَ عِنْدَ مَرْوَانَ نَصَفَ النَّهَارِ قُلْنَا مَا بَعَثَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ الْأَشْيَاءِ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرُهُ قَرُبُ حَامِلٍ فِيهِ أَلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبُّ حَامِلٍ فِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ .

২৫৯৩। আবান ইবনে উসমান (র) বলেন, একদা ঠিক দুপুরের সময় যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়ে এলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, হাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে এবং সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। আর অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় (আ, ই, দা, দার)।

আবু সৈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুআয ইবনে জাবাল, জুবাইর ইবনে মুতইম, আবুদ দারদা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

২৫৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ قَرُبٌ مَبْلُغٌ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ .

২৫৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অপরের নিকট তা (জ্ঞান) পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি যার নিকট পৌঁছান তিনি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকেন (আ, ই)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٥٩٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا قَرُبٌ حَامِلٌ فَفَهِيَ لِي مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُسْلِمٌ أَخْلَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمَنَاصِحَةُ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِزُومِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ .

২৫৯৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তা কণ্ঠস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অপরের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার তুলনায় অধিক সমঝদার হতে পারেন। তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খেয়ানত (অবহেলা) করতে পারে না : আল্লাহ্র জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ আমল, মুসলমানদের নেতৃবর্গকে সদুপদেশ দান এবং মুসলিম জামাআত অবলম্বন। কেননা দাওয়াত (আহ্বান) তাদের পশ্চাত্কেও পরিবেষ্টন করে।

অনুচ্ছেদ : ৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা গুরুতর অপরাধ।

٢٥٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّقَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে দোষথকে তার বাসস্থান বানিয়ে নিক।

۲۵۹۷. حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِيعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يَلْجُ فِي النَّارِ .

২৫৯৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে দোষখে যাবে (বু, মু, ই, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর, উমার, উসমান, যুবাইর, সাঈদ ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, জাবির, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, আমর ইবনে আবাসা, উকবা ইবনে আমের, মুআবিয়া, বুরাইদা, আবু মূসা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আল-মুনফা ও আওস আস-সাকাফী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী বলেন, মানসূর ইবনুল মোতামির হলেন কূফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাবী। ওয়াকী বলেন, রিবঈ ইবনে খিরাশ (হিরাশ) মুসলিম অবস্থায় একটিও মিথ্যা বলেননি।

۲۵۹۸. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بِنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি “ইচ্ছাকৃতভাবে” কথাটুকুও বলেছেন, সে যেন দোষখে তার বাসস্থান তৈরি করে নেয় (বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং যুহরী-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে সহীহ। আনাস (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৯

যে ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে।

২৫৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى
أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

২৫৯৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন (আ, ই, মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবা (র) এ হাদীসটি আল-হাকাম-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-সামুরা (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমাশ ও ইবনে আবু লাইলা (র) আল-হাকাম-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা-সামুরা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের মতে অধিকতর সহীহ।

আবু ঈসা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ-দারিমী (র)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস “যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, কেউ যদি হাদীস বর্ণনা করে এবং জানে যে, এর সনদ ভুল তবে সে কি এ হাদীস অনুযায়ী মিথ্যক বলে পরিগণিত হবে? অথবা কেউ যদি মুরসাল হাদীসকে মুসনাদরূপে বর্ণনা করে কিংবা সনদে উল্টাপাল্টা করে তাহলে সেও কি উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত পরিগণিত হবে? আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, না, বরং এ হাদীসের তাৎপর্য হল : যে ব্যক্তি এমন হাদীস বর্ণনা করে যে সম্পর্কে সে জানে না যে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস কি না। আমার তো আশংকা হয় যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে যা বলা নিষেধ।

২৬০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَغَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ لَا الْفَيْنُ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ .

২৬০০। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার কাছে যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন হাদীস উত্থাপিত হবে তখন সে (তাচ্ছিল্যভরে) বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহর কিতাবে আমরা যা পাই, তারই অনুসরণ করব (আ, ই, দা)।

এ হাদীসটি হাসান। কোন কোন রাবী এ হাদীস সুফিয়ান-ইবনুল মুনকাদির-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবার কোন কোন রাবী সালেম আবুন নাদর-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উয়াইনা যখন স্বতন্ত্রভাবে উভয় সনদের উল্লেখ করতেন তখন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের রিওয়ায়াতকে সালেম আবুন নাদরের রিওয়ায়াত থেকে পৃথক করে বর্ণনা করতেন এবং যখন উভয় সনদ একত্র করে বর্ণনা করতেন তখন প্রথমোক্তভাবে সনদটির উল্লেখ করতেন। আবু রাফে (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস, তার নাম আসলাম।

২৬০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَكِنٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحَلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ .

২৬০১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! অচিরেই এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে, সে তার সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তখন তার নিকট আমার কোন হাদীস পৌছলে সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের সামনে তো আল্লাহর কিতাবই আছে। আমরা তাতে যা হালাল পাব সেগুলো হালাল হিসাবে গ্রহণ করব এবং যেগুলো হারাম পাব সেগুলো হারাম বলে মেনে নিব। সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতই হারাম (ই, দা, দার)।

এ হাদীসটি হাসান, তবে উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

অনুচ্ছেদ : ১১

ইল্মে হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা।

২৬.২. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اسْتَأْذَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا .

২৬০২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (হাদীস) লিখে রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমিত দেননি (যু)।

আবু ইসা বলেন, এ হাদীস অন্য সূত্রেও যাবে ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত আছে। হাম্মামও এটি তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১২

হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে।

২৬.৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَلِيلِ بْنِ مَرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِنَ بِمِثْنِكَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْخَطُّ .

২৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসতেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শুনতেন। হাদীসগুলো তার কাছে ভালো লাগলেও তিনি তা স্মরণ রাখতে পারতেন না। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার এই অবস্থার কথা পেশ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কথা শুনে থাকি এবং তা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও, এই বলে তিনি লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, খালীল ইবনে মুররা মুনকাররুল হাদীস (প্রত্যাখ্যাত রাবী)।

২৬০৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو شَاهٍ اُكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

২৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা (বিদায় হজ্জে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবু শাহ আরম্ভ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এ ভাষণটি লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (তোমরা) আবু শাহের জন্য এ ভাষণটি লিখে দাও (বু, মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসে আরো বিবরণ আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শাইবান (র) ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীরের সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬০৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ وَهُوَ هَمَامُ بْنُ مُنْبِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنِّي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ
يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ .

২৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ছাড়া আমার চাইতে বেশী তাঁর হাদীস সংরক্ষণকারী আর কেউ নেই। কারণ তিনি হাদীস লিখতেন, আমি লিখতাম না (বু, না)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ওয়াহ্ব ইবনে মুনাঐব তার ভাই থেকে বর্ণনা করেন, যার নাম হাম্মাম ইবনে মুনাঐব।

অনুচ্ছেদ : ১৩

বনী ইসরাঈল থেকে কিছু বর্ণনা করা সম্পর্কে।

٢٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ
هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ كَبْشَةَ
السَّلُولِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৬০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পক্ষ থেকে এঁকটিমাত্র আয়াত হলেও তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের বরাতে কথা বর্ণনা করতে পার, এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় (আ, বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু আসেম-আওয়াল-হাসান ইবনে আতিয়া-আবু কাবশা আস-সালুলী-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

১. হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ২৪-২৬ অধ্যয়ন করা যেতে পারে (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ : ১৪

সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ।

২৬০৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بِشْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ فَلَمْ يَجِدْهُ مَا يَحْمِلُهُ فَذَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ .

২৬০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের জন্য একটি বাহন চাইল । কিন্তু তিনি তাকে দেয়ার মত কোন বাহন না পেয়ে তাকে অপর এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন । সেই ব্যক্তি তাকে একটি বাহন দিল । সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন : সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ।

আবু ঈসা বলেন, এই সূত্রে অর্থাৎ আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি গরীব । এ অনুচ্ছেদে আবু মাসউদ ও বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

২৬০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَتَبَانًا شَعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَبْدَعَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّتِ فُلَانًا فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ قَالَ عَامِلِهِ .

২৬০৮। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি বাহন (জন্তুয়ান) চাইতে এসে বলে, আমার জন্তুয়ানটি অচল হয়ে পড়েছে (বা মরে গেছে) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও । সে তার কাছে গেলে সে তাকে একটি জন্তুয়ান দান করল । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের পথ দেখায়, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে (মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু আমর আশ-শাইবানীর নাম সাদ ইবনে ইয়াস এবং আবু মাসউদ আল-বদরী (রা)-র নাম উকবা ইবনে আমর। আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুয়াইর-আমাশ-আবু আমর আশ-শাইবানী-আবু মাসউদ (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে সন্দেহমুক্তভাবে “মিসলা আজরি ফাইলিহি” উল্লেখ আছে।

২৬০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشْفَعُوا وَلِتُؤَجَّرُوا وَلِيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ .

২৬০৯। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা চান তাই ফয়সালা করান (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বুরদা ইবনে আবু মূসার সূত্রে সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুরাইদের উপনাম আবু বুরদা, তিনি আবু মুসা আল-আশআরী (রা)-র পুত্র।

২৬১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ أَسْنُ الْقَتْلَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَنَّ الْقَتْلَ .

২৬১০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন লোককেই অন্যায়ভাবে হত্যা

করা হয় তার খুনের (গুনাহর) একটি অংশ আদমের ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম (প্রাণ) হত্যার প্রচলন করে (বু, যু, না, ই)।

আবদুর রায়মাকের বর্ণনায়, “আসান্নাল কাতল” স্থলে “সান্নাল কাতল” বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৫

সৎপথে বা ভ্রান্তপথে ডাকার ফলাফল।

২৬১১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثْمِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثْمِهِمْ شَيْئًا .

২৬১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি হেদায়াতের পথে ডাকলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে অনুসারীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি বিপথের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, তবে তাদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না (যু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৬১২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورٍ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارٍ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

২৬১২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সওয়াবও পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে তাদের সওয়াব থেকে সামান্যও হ্রাস করা হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদকাজের প্রচলন করলে এবং তা অনুসৃত হলে সে তার নিজের গুনাহর ভাগী হবে এবং উপরন্তু তার অনুসারীদের সম-পরিমাণ গুনাহর ভাগীও হবে, কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের গুনাহর পরিমাণ মোটেও হ্রাস পাবে না (ই, যু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে হুয়াইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রের হাদীসটি একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস আল-মুনযির ইবনে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে জারীর-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও তা বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং বিদআত পরিহার করা।

۲۶۱۲. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ الْعَرِيَّاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدَّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ الْيَنَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْسَيْتُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَسِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يُعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنُّوَاجِذِ .

২৬১৩। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ গুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর

প্রকম্পিত হল। জনৈক ব্যক্তি বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহতের মত। ইয়া রাসূলান্নাহ! এখন আপনি আমাদের কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং (নেতৃআদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয়ে লিগু হওয়া থেকে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহী। তোমাদের কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর (আ, ই, দা)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সাওর ইবনে ইয়াযীদ এ হাদীস খালিদ ইবনে মাদান-আবদুর রহমান ইবনে আমর আস-সুলামী-আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল প্রমুখ আবু আসেম-সাওর ইবনে ইয়াযীদ-খালিদ ইবনে মাদান-আবদুর রহমান ইবনে আমর আস-সুলামী-আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-ইরবাদ (রা)-এর উপনাম আবু নাজীহ। এ হাদীস হুজর ইবনে হুজর-ইরবাদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْبَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْحَزَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْأَنْحُرَةِ إِذَا قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْلَمُ يَا بِلَالُ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةَ مَنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ (كَانَ لَهُ) مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بَدْعًا ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا .

২৬১৪। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনুল হারিসকে বলেন :

তোমার জানা উচিত। তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি কি জেনে রাখব? তিনি বলেন : হে বিলাল! তুমি জেনে রাখ। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি জেনে রাখব? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোন সুন্নাত জীবিত করবে, যা আমার (ইত্তিকালের) পর বিলিন হয়ে বাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ সওয়াব। তবে তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার বিদআত চালু করে, যার প্রতি আব্দুল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট, তার জন্য রয়েছে সেই বিদআতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ পাপ। তবে তাদের পাপ থেকে কিছুই কমানো হবে না (ই)।

এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে উয়াইনা হলেন মিসসীসী এবং সিরিয়াবাসী। আর কাসীর ইবনে আবদুল্লাহর দাদার নাম আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী।

২৬১৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيُّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَأَفْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيُّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ .

২৬১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : হে বৎস! তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাতে সক্ষম হও যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ নেই, তাহলে তাই কর। তিনি আমাকে পুনরায় বলেন : হে বৎস! এটা হল আমার সুন্নাত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত জীবিত করল, সে আমাকেই জীবিত করল, আর যে ব্যক্তি আমাকে জীবিত করল সে তো বেহেশতে আমার সাথেই থাকবে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী ও তার পিতা উভয়ই সিকাহ রাবী। আলী ইবনে যায়েদ সত্যবাদী, কিন্তু যে হাদীসকে অন্যরা মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি কখনো কখনো তা মরফুরূপে বর্ণনা করেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে বাশশারকে বলতে শুনেছি, আবুল ওয়ালীদ বলেন, শোবা বলেছেন, আলী ইবনে যায়েদ আমাদের

নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অনেক (মওকুফ রিয়ায়াতকে) মরফুরূপে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) আনাস (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা ব্যতীত আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। আব্বাদ আল-মিনকারী উক্ত হাদীস আলী ইবনে য়ায়েদ-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের উল্লেখ করেননি। আমি বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের সাথে আলোচনা করলে তিনি এ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সরাসরি আনাস (রা) থেকে উক্ত হাদীস বা অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না সে ব্যাপারেও তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) ৯৩ হিজরীতে এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তার দুই বছর পর ৯৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

অনুচ্ছেদ ১৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

২৬১৬. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُمْ فَأَذَا حَدَّثْتُمْ فَخَذُوا عَنِّي فَأِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ .

২৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যে বিষয়ে তোমাদেরকে বলি না সে বিষয়ে তোমরাও আমাকে ত্যাগ কর (নিজউদ্যোগে কিছু জিজ্ঞেস করো না)। আমি তোমাদের কিছু বললে আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীদের বেশী বেশী প্রশ্ন ও বিরুদ্ধাচরণ করার দরুন ধ্বংস হয়েছে (মু)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ ১৮

মদীনার আলেমদের সম্পর্কে।

২৬১৭. حَدَّثَنَا بَنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارُ وَأَسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ يُوْشِكُ أَنْ يُضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ
فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ .

২৬১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অচিরেই মানুষ উটে চড়ে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেমদের অপেক্ষা বিজ্ঞ আলেম আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটা ইবনে উয়াইনার রিওয়ায়াত। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, মদীনার আলেম হলেন মালেক ইবনে আনাস (র)। ইসহাক ইবনে মুসা বলেন, আমি ইবনে উয়াইনাকে আরো বলতে শুনেছি, মদীনার এই আলেম হলেন উমার ইবনুল খাতাব (রা) বংশীয় পার্থিব মোহ বিমুখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ। (আবু ঈসা বলেন) আমি ইয়াহইয়া ইবনে মুসাকে বলতে শুনেছি, আবদুর রায়যাক বলেছেন, তিনি হলেন মালেক ইবনে আনাস (র)।

অনুচ্ছেদ : ১৯

ইবাদতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী।

٢٦١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جِنَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِقْهٌ وَأَحَدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ .

২৬১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম) শয়তানের জন্য হাজার (মূর্খ) আবেদ অপেক্ষা বিপজ্জনক।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি।

٢٦١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَدَّاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءَ بْنِ حَيَّوَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ
رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا
أَخِي فَقَالَ حَدِيثٌ بَلَّغَنِي أَنْكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَدِمْتَ لِتَجَارَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا
 جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاتَيْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى
 الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ
 لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْثَانُ فِي الْمَاءِ وَقَضَى
 الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ
 الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ
 بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَأَفْرِ .

২৬১৯। কয়েস ইবনে কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্ঞানক ব্যক্তি মদীনা থেকে দামিশকে (অবস্থানরত) আবুদ দারদা (রা)-র কাছে এলো! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ? সে বলল, একটি হাদীসের জন্য এসেছি। আমি জানতে পারলাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সেই হাদীস বর্ণনা করছেন। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অন্য কোন প্রয়োজনে আসনি? সে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসনি? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি নিছক সেই হাদীসটির অবশেষেই এসেছ। তিনি পুনরায় বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর দ্বারা তাকে বেহেশতের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইল্ম অবশেষের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। অনন্তর আলেমদের জন্য আসমান-যমীনের সকল প্রাণী (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির জগতের মাছসমূহও। সমস্ত নক্ষত্রাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (মূর্খ) আবেদগণের উপর আলেমদের মর্যাদা বিদ্যমান। আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে গেছেন ইল্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে (ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, আসেম ইবনে রাজা ইবনে হাইওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমার মতে এই সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়।

মাহমুদ ইবনে খিদাশও আমাদের নিকট উক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আসেম ইবনে রাজা ইবনে হাইওয়া-দাউদ ইবনে জামীল-কাসীর ইবনে কায়েস-আবুদ দারদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। মাহমুদ ইবনে খিদাশের রিওয়ায়াতের তুলনায় এই সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ।

২৬২. حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ أَشْوَاعٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجَعْفِيِّ قَالَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِينِي أَوْلَاهُ أُخْرُهُ فَحَدَّثْتَنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ أَتَى اللَّهُ فِيمَا تَعْلَمُ .

২৬২০। ইয়াযীদ ইবনে সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনেছি। এখন আমার আশংকা হয় যে, পরের হাদীসগুলো পূর্বের হাদীসগুলোকে ভুলিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি বাক্য বলুন যার মধ্যে সব কিছু शामिल থাকবে। তিনি বলেন : তুমি যা জান সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস। আমার মতে ইবনে আশওয়াআ (র) ইয়াযীদ ইবনে সালামা (রা)-র সাক্ষাত পাননি। ইবনে আশওয়াআ-র নাম সাদ্দ।

২৬২১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مَنْافِقٍ حُسْنٌ سَمَتْ وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ .

২৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এমন দু'টি স্বভাব আছে যা মোনাফিকের মধ্যে একত্র সমাবেশ হতে পারে না (১) উত্তম চরিত্র ও (২) দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস গরীব। খালাফ ইবনে আইউবের সূত্র ব্যতীত আওফ (র)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ব্যতীত আমি তার বরাতে অপর কাউকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। খালাফ ইবনে আইউবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই।

২৬২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّعْنَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْأُخْرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى إِذْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ .

২৬২২। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'জন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আবেদ (সাধক) এবং অপরজন আলেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিপড়া এবং (পানির) মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দোআ করে যে মানুষকে কলাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয় (দার)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আমি আবু আন্বার আল-হুসাইন ইবনে হুরাইসকে বলতে শুনেছি, আমি ফুদাইল ইবনে ইয়াদকে বলতে শুনেছি, কর্মতৎপর একজন জ্ঞানবান শিক্ষককে উর্ধ্বজগতে মহান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২৬২৩. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ .

২৬২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিন ব্যক্তি কখনো কল্যাণকর কথা শুনে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

۲۶۲۴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

২৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং যে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী (ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইবরাহীম ইবনুল ফাদল আল-মাখযুমী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

সংযোজন

২০৬৮ নং হাদীসের তরজমার শেষে নিম্নের অংশটুকু যোগ করতে হবে :

“যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে ত্যাগ করে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয় অথবা যে গোলাম নিজের মনিবকে ত্যাগ করে অন্যকে নিজের মনিব পরিচয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত এবং আল্লাহ তার কোনরূপ দান-খয়রাত ও সংকাজ কবুল করবেন না।”



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

